



১২০



নমঃ জগদীশ্বরায় ।

ভুবন মোহিনী গ্রন্থ ।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস

কর্তৃক

গোড়িয় সাধুভাষায় বিরচিত  
হইয়া ।

স্ববিজ্ঞজন দ্বারায় সংশোধন  
হইয়া ।

সন ১২৬৬ শালাব্দে ।

শ্রীরামচন্দ্র মিত্রের

জ্ঞানোদয় যন্ত্রে মদ্রাঙ্কিত হইল ।  
বালানখানার ফিট ১৩ নং বাটী ।

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে, সিমিলার  
কানারি পাড়ার পূর্বে বড় রাস্তার  
পশ্চিমাংশে ৪১ নং বাটীতে পাইবেন ।

মূল ১০০ ।





## ভূমিকা ।

নাট্যরস তত্ত্বজ্ঞ নাট্যক নাট্যিকাতাবজ্ঞ বিজ্ঞ জন  
গণের মনোমোহনার্থে এক মনোহর নাট্যক নাট্যিকা  
সদ্যাব সমুচিত সজ্জীত সহযোগে বিবিধ ছন্দে পদ্য  
বলী প্রবন্ধে প্রচলিত সাধুভাষায় এই ভুবন  
মোহিনী নামক পুস্তকে প্রকটিত হইয়াছে ইহা  
পাঠ করিলে সুরসিকের হৃদয়াকাশে এক অভিনব  
কাব্যরস প্রবেশ করত চিত্তোন্মাদ করিবেক এই  
অভিপ্রায়ে স্বীয় সহকারিদ্বিগের আশ্বাস অব  
লম্বন করিয়া মুদ্রাস্থিত হইল । হে সাধুজন মহা  
শায়েরা আমার এই নিবেদন যেমন ক্ষীরগ্রাহি  
দুগ্ধসেরা সলিলাকুটু দূধের সারভাগ গ্রহণ করে  
তদ্রূপ অনগ্রহ প্রকাশ পূর্বক এই গ্রন্থের বারি  
স্বরূপ দোষ পরিবর্জন করিয়া সারংশ গ্রহণ  
করিলেন ইতি ।

শ্রীনিবেশ্বর দাস ।



## নির্ঘণ্ট

পত্র অঙ্ক



গাণেশ বন্দনা	১
মরদ্বতীবন্দনা	২
ভগবতী বন্দনা	৫
প্রভাকর	৭
ভুবনের জন্ম বৃত্তান্ত	৯
মোহিনীর জন্ম	১১
হরিভাটের রাজ সভায় প্রবেশ	১৪
ভুবন নিকটে হরিভাট মোহিনীর সংবাদ দেন	১৬
মোহিনীর কপ ভাটগুথে শুনিয়া ভুবনের	
বিলাপ	১৮
ভুবনের প্রতি পাত্র পুণ্যেব উত্তর	২২
শীতকণ্ঠের স্তব	২৭
সন্ন্যাসীর নিকটে ভুবনের বর প্রাপ্ত	২৯
ভুবনের পদ্মিনীর বাটী গমন	৩৩
পদ্মিনীর নগর বাসিনী দিগকে সংবাদ দেওন	
এবং নগর বাসিনীর গগন নিকটে নিজ নিজ	
অভিশ্রায় গণনা	৪০
রাজ কন্যাকে দেখিবার জন্য ভুবনের	
উদ্যোগ	৪৬
ভুবনের মোহিনী দর্শনে যাত্রা	৫০
ভুবন মোহিনী উভয়ে দর্শন	৫২
বসন্তের আগমন	৬৭

নিম্নকট

পত্র সংখ্যা

মোহিনী বসন্তে তাপিতা হইয়া মন্ডলের প্রতি ভৎসনা	৭০
মোহিনীর মলিন রূপ দেখিয়া সখীগণের জিজ্ঞাসা	৭৩
সখীদের প্রতি মোহিনীর উত্তর	৭৫
মোহিনীর প্রতি কামিনীর প্রবেশ উক্তি	৭৯
কামিনী প্রতি মোহিনীর উত্তর	৮২
রানীর নিকটে সখীদের গমন	৮৬
মোহিনীর নিবেদন পাত্র ভুবনের পাঠ	৯১
মোহিনীর দরদ্বারা	৯৬
মোহিনীর রূপ দেখিয়া রাজাদের মনে মনে ভাতিপ্রায়	৯৬
চোর বিপ্লবের ইতিহাস	১০৪
ভুবনের বন্ধিগৃহ হইতে কালিকার স্তব	১০৮
রাজার প্রতি কালিকার রূপ	১১৭
ভুবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ	১১৫
মোহিনীর সজ্জা	১১৯
সজ্জায়ুক্ত রূপ বর্ণনা	১২১
বাসর সজ্জা	১২৬
ভুবনের স্বদেশে গমন উদ্‌যোগ এবং গমন	১২৯
উনাদিনীর সহিত ভুবনের মিলন	১৩৫
গ্রন্থ সমাপ্ত	১৪৬

( ১ )

গণেশ বন্দনা ।

ত্রিপদী ছন্দ ।

প্রণামি নিরন্তর, দেব দেব লক্ষ্যোদর,  
বিশ্বের ঠাকুর বিশ্বনয় ।  
হর প্রিয়া প্রাণধন, বন্দ্য প্রভ গজানন,  
বিস্তারী বিশ্ব কর কয় ॥  
পায় পদ্মে পদ্ম শোভে, অলিকুল মধুলোভে,  
গুঞ্জরিয়া সবা করে গান ।  
সুবর চম্পক কলি, জিনি ভায় পদাঙ্গুলী,  
কোটি ট চন্দ্র নখে শোভা জ্ঞান ॥  
নৃত্যাতরু জিনি উরু, নিত্য তাহে সুচারু,  
নাতি পথ অতি সুগভীর ।  
কিব, তায় শোভা পায়, প্রভাতে অরুণোদয়,  
বর্ণ হেরি নাহি হয় স্থির ॥  
অশ্রিত শোণিতাম্বুজ, আজানুলিহিত ভূজ,  
মহাবীর দুর্জয় সমরে ।  
কটকাদি চমৎকার, শস্তা চক্রে গদা আর,

পদ্ম শোভে পদ্ম চারি করে ॥  
শিরে শোভে করিশুণ্ড, করিতে ভৃগুর দণ্ড,  
একদন্ত তাহে উপাড়িল ।  
ভৃগু নিরু ভুরু জানি, তোমা তুঘি ভবরাগী,  
সেইকন্ত বিপরীত কৈল ॥

যে তব স্মরণ করে, যদ্বৈতে তাহার করে,  
সমনের নাহি পরিভ্রাণ ।

যজ্ঞপাটা যেই শোভা, তুলনা আছে কিবা,  
নাহি জানি তাহার নিদান ॥

জয় প্রভু ধন্য ধন্য, দেব অগ্রে অগ্রগণ্য,  
তবকৃপা আগমে বাখান ।

বথ বাজী উষ্টুকরী, সকলেরে ভাজ্য করি,  
কর প্রভু মূষিক বাহন ॥

কে জানে তব মহিমা, পুরাণে নাহিক সীমা,  
মূনিগণ নাহি পায় ধ্যানে ।

শিবেশ্বর বাহেশ্বর, কি ভণ বর্ণিব আর,  
তব প্রভু এহীন বিষণে ॥

নিজ স্তনে গণপতি, এমরাধনের প্রতি,  
যদি কর কৃপাবলোকন ।

তবে হয় বিশ্বনাথ, পুরয়ে মনের আশ,  
করিলাম চরণ বন্দন ॥

### সরস্বতী বন্দনা ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ।

বন্দ্যাতা বাকবাণী, সারদা বরদায়িনী,  
শ্বেতরূপা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিনী ।

শ্বেত শত দলাসনা, শ্বেত বস্ত্র পরিধানা,  
রেদ্যাতা ব্রহ্মাণ্ড পালিনী ॥

যত্না যত্ন অগণনা, তাজ মান বাণ্য মানা,  
 সেবে তব চরণ সারাজে !  
 সাতসুর তিন গ্রাম, - রাগরাগিণীর ধাম,  
 শ্বেত বীণা তব শ্বেত ভুজে ॥  
 চারি বেদ আদি বিদ্যা, সকলের ভূমি আদ্যা,  
 তোমাতে নাহিক কিছু আন !  
 নৃন্দি বাখিবার আশে, জীব পুঞ্জ কণ্ঠ দেশে,  
 তগো মা তোমার অভিধান ॥  
 সুখদাত্রী দুঃখ হরণ, অজ্ঞান তিমির হরণ,  
 বিশ্বমাতা তুমি বিশ্বের সার !  
 তব দয়া থাকে যারে, তারে বিশ্বে পূজ্য করে,  
 ওমা তব মহিমা অপার ॥  
 যে জানে তোমার তত্ত্ব, সেই জন সত্য,  
 সত্য সত্য জনম তাহার !  
 বিদ্যাহীন যেই জন, তাহার বৃথা জীবন,  
 নাম তার মুর্থ দুরাতার ॥  
 তোমায় পূজে মূনিগণ, করে বেদ অধ্যয়ন,  
 সেই বিদ্যা দ্বিবিধা বিস্তার !  
 ব্যাস বাল্মীকি আদি, তব পদ নিরবধি,  
 পূজা করি বিখ্যাত নৃসার ॥  
 তব চিন্তা করে যেই নর মধো গণ্য সেই,  
 রাজার সভায় পায় মান !  
 তার দোষ নাহি ধরে, সবে গুণ ব্যাখ্যা করে,  
 বিপদে সে পায় পরিত্রাণ ॥



জাতি কুন কিম্বাদন, সব তার অকারণ,  
 তুমি মাতা যে জনে বিশ্বাস ।  
 সবে করে তার ঘেঁষ, কিবা দেশ কি বিদেশ,  
 কোথাও নাহিক তার দুখ ॥  
 বৃক্ষঅংশে মহাবীর, অতি দুর্জয় শরীর,  
 ত্রিভুবন জিনে বাহু বলে ।  
 বৃক্ষা যবে দিল বর, থাকি তার কণোপব,  
 নিদ্রাবর তুমি মাগি নিলে ॥  
 কর কোপাননে হর, প্রতিপত্তি ভাষার,  
 কান্দে বতি বিলাপ করিয়া ।  
 জরীর তু ফিতে চাপ, উপায় বলিলে তার,  
 তুমি ম ত, গমগে পাকিয়া ॥  
 কান্দিলেন মুখ জাতি, কৃপাকরি তার প্রতি,  
 ফেরিলে না মহা নিদ্রা ॥ বান ।  
 কেজানে তব মহিমা, বিদ্যি মাহার শিতে দাঁত,  
 যার দুখে বেদ উচ্চারণ ॥  
 ক্ষামি প্রতি নুত মতি, অজান মূখ অকু'ত,  
 তব গুণ কি বর্ণিতে জানি ।  
 কৃপাকরি যদি ম'নে, রাগ গো ম' আচরণ,  
 তবে তব মহিমা বাখানি ॥  
 দুর্বু'কি করিয়া শোন, যদি দেহ জ্ঞান লোক,  
 তারে পুরে মনের বাসন ।  
 গুণো মাতা বীণাপাণি, করিয়াছে দেহু'ত,  
 তবগদ করিণ বসনা ॥

অথ ভগবতীর বন্দনা !

গর ৪ ॥ বসু মাতা নারায়ণী ভাষের ভাবিনী !  
 ততাপহারিণী তারা দিশুণ ধারিণী ॥  
 নারায়ণী হৈমবতী হৈমাই নন্দিনী ।  
 নারায়ণী গৌরী গণেশ জননী ॥  
 নারায়ণী বিশ্বজন সাধনের বন ।  
 নারায়ণী নানো নোভা বৈরাগ্য জন ॥  
 তদপরি কি কান্তি করে শতদল ।  
 নারায়ণী কিরণে ইব জল উজ্জ্বল ।  
 নারায়ণী যেন পূর্ণ অশ্রুপাকর ।  
 নারায়ণী শোভে তাহে বলাই উপর ॥  
 নারায়ণী কপিলী জিহ্বা কে পারে করিতে ।  
 তব চিহ্ন করি বৃক্ষ নহে বিলা হাত ॥  
 তব চিহ্ন করি শিব হা হিগোন কাশী ।  
 নারায়ণী তোমার নাম হলেম গায়ত্রী ॥  
 নারায়ণী পরিধান বিভূতি ভূষণ ।  
 হৃদয়েতে তনুপদ করেন ধারণ ॥  
 তব মাতা মহানাতা মনীতে প্রকাশ ।  
 সত রূপে অমুরেরে করিলে বিনাশ ॥  
 তুমি মাতা যোহিনী রূপ ধারণ করি ।  
 শুভ্র নিশ্চেষ্টে বসি বুঢ়ালে দেবদি ॥  
 কইয়া কাঙ্ক্ষা মূর্তি কুধির কৈলোপান ।  
 সেরূপে রত্নকীর্জের বধিলে পরাণ ॥

অহংকারে মত্ত হৈল পাপ কাম সুরা ।  
 যমঙ্করী হৈবে তার দণ্ড কৈলে চূর ॥  
 মহামাতৃ মহিষাসুর বধে দ্রিস্যনারে ।  
 দশভুজা কপে বদ্ধ কাঁদিলে তাহারে ॥  
 কারেবা সদয় হয়ে দেখে মহাগুণ ।  
 তোমারে না জেনে কেহ পায় নানা দুঃখ ॥  
 অপার মহিমা এব বিস্তার পূবানে ।  
 তব তত্ত্ব জ্ঞানহীন জনে কিবা জানে ॥  
 সিদ্ধেশ্বর কাম্ববীর বলে অবশেষে ।  
 নিবেদন করি মাতা বন্দন বিশেষে ॥  
 তারগোৱ তার। এল মীনভীনে ।  
 অকিঞ্চনে কৃপা করি দেখেগো চরণে ॥  
 ভজন সাধনের আশি নতি জানি তব ।  
 সংসার বিষয় আশে সদা আছি বস্তু ॥  
 তত্রাপি যদি পি নাগো করিব সাধন ।  
 চিন্তানলে দগ্ধ সদা হয় মম মন ॥  
 সে চিন্তা অসাব চিন্তা চিন্তায় চিন্তার ।  
 কালের বশে কাল গত কালাগত হয় ॥  
 কি হইবে শুমা দুর্গে উপায় আমার ।  
 ভবে ভবানি কেবল ভরসা তোমার ॥  
 ত্রিগুণ ধারিণী নাম জানিয়া এবার ।  
 তাই ডাকিগো দুর্গে হেমায়া বারম্বার ॥  
 ১  
 এন্দনা সমাপ্ত ।

## গুহারঘু ।

দীর্ঘ জিহ্বাণী ।

উজ্জ্বল নগরে ধাম, বিক্রম আদিত্য নাম,  
বহুতুলাহিত মহারাজ ।

নবরত্ন সভাসদ, সঙ্কবিদ,। বিশারদ,  
কালিদাস প্রভৃতি সমাজ ॥

দ্বিজ ভক্তি বাক্যবত, নিত্য দান অবিরত,  
কর্মাবান পণ্ডিত দয়াল ।

নীতি মত ব্যবহারে, রাজ্য কবে সুবিহারে,  
প্রজাগণ সুখে হয়ে কাল ॥

লাখে নিজ রত্নগণে, রত্ননয় সিংহাসনে,  
উপবিষ্ট আছেন রাজন ।

ইতি মধ্যে উপস্থিত, সুখান্বিত বেদবিত,  
তেজঃপুঞ্জ বিপ্র এক জন ॥

করি কর উত্তোলন, রাজপ্রতি সম বুদ্ধিগণ,  
ধন্যবাদে করেন কল্যাণ ।

রাজা অতি সমাদরে, পাদ্য অর্ঘ্য ব্যবহারে,  
রত্ন দিয়া রাখিল সম্মান ॥

মহামূল্য রত্ন পেয়ে, বিপ্র অতি হর্ষ হয়ে,  
রাজ আগ্রে বলেন তখন ।

চেষ্টা ব্যতিরেকে হয়, কোন কার্যে কলোদয়,  
ইহা অতি আশ্চর্য্য দর্শন ॥

এতক দ্বিজের বাণী, সভাসদ গণ শুনি.

প্রত্যুত্তর কেহ করে তায় ।

“ ভাগ্যে ফলতি সর্বত্র ;

ভাগে যদি থাকে ফল অনায়াসে পায় ॥

এমত উত্তর শুনি, কহে দ্বিজ মহাজ্ঞানী.

সকলেরে করি সম্বোধন ।

“ চেষ্টাধীন ভবেৎকার্য , শাস্ত্রের লিখন ।

দৈবের ঘটনা যাহা, অবশ্য ফলিবে তাহা .

ইহা সার ভাবি যেই জন ।

কান চেষ্টা নাহি করে, আলসেতে কাল হারে ;

মাত্র কাপুরুষের লক্ষণ ॥

দৈবে করেন ঘটনা, তাহে আর উপাসনা ,

কর্তে হয় একান্ত অন্তরে ।

দৈবরূপ ভূমিস্থভে, চেষ্টারূপ রসাসিদ্ধে .

কর্মবক্ষে প্রাপ্যফল ধরে ॥

দৈবের নিকরুধন, কত কক্ষে উপার্জন ,

তাহার উপমা ইতিহাস ।

কহি তবে মহাপতি, যদি পাই অনুমতি .

তব কাছে করিয়া প্রকাশ ॥

দ্বিজের বচন শুনি, তুষ্ট হয়ে নৃপমণি ,

কহে বহু করিয়া বিনয় ।

যদি কৃপা বিতরণে, অভিনব উপাখ্যানে ,

সন্তোষ করেন মহানারায়ণ ।

রাজার আদেশ পেয়ে কতে দ্বিধা হয় হয়ে,  
 বিস্তারিয়া সভা বিদ্যমান।  
 প্রায় গুণখান, ভবন মোহিনী নাম,  
 ইতিহাস সুখার সমান ॥

### ভুবনের জনা বৃত্তান্ত ।

পয়ার ॥ একদিন মহানাবা মহাদেব সঙ্গে ।  
 ধরাধরে ক্রীড়া করে অতি মনোরঙ্গে ॥  
 উত্তিমধ্যে এক দৈত্য উদয় তথায় ।  
 মহাকাল নাম তার কালান্তক প্রায় ॥  
 দেখিয়া দোহার রক্ত হাসিল তখন ।  
 তাহা দেখি হৈলা দূর্গা সম হতাশন ॥  
 দৈত্যেরে বলেন ক্রোধে ছাড়িয়া নিশাস ।  
 এত অহংকার মোরে কর উপহাস ॥  
 এই হেতু অভিশাপ করিলাম তোকে ।  
 নর হয়ে জন্ম লহ গিয়া মর্ত্য লোকে ॥  
 ভবানীৰ বাণী শুনি আকুল হইল ।  
 কান্দিয়া সে মহাকাল পর্ষদে পড়িল ॥  
 খুড়িয়া যুগল কর বহু করে স্তুতি ।  
 কৃপাকরি রাখ গো মা আমি দীন অতি ॥  
 আমি যে অধম দৈত্য তোমাতে না জানি ।  
 না জেনে করেছি শেষ ক্রম গো সর্বানি ॥  
 আমি অতি মূঢ়মতি ভীত অকিঞ্চন ।  
 না জানি মা তব তত্ত্ব আমি অভাজন ॥

ভয়েতে অকুল মাতা দেহ গো অন্ডর ।  
 ক্ষুদ্র পক্ষে গুরু দণ্ড উচিত না হয় ॥  
 এই রূপে মহাকাল বহু করে নতি ।  
 কাতর দেখিয়া দয়া করেন পার্শ্বতী ॥  
 চাহিয়া দৈত্যের প্রতি কহেন তখন ।  
 দিয়াছি রে শাপ তোরে না হবে খণ্ডন ॥  
 কিছুদিন ভোগকর গিয়া কৌণী লোকে ।  
 পুনর্বার পাবে স্থান ত্রিপিটক লোকে ॥  
 অতএব জন্ম লহ আমার বাক্যেতে ।  
 হরিহর ব্রাহ্ম গৃহে ভগবৎ রাহোতে ॥  
 তখন বলিল দৈত্য খড়্গ দুই কর ।  
 বিপদে নদবা হৈও এই দেহ বর ॥  
 তথাস্তু বলিয়া মাতা করিল গমন ।  
 দেখিতেই দৈত্য হইল পতন ॥  
 হরিহর মহারাজা বড় পুণ্যবান ।  
 তার জয়া রূপবতী পদ্মার সমান ॥  
 সতী ভাগ্য বতী সে অগর্ভা তুল্যা হয় ।  
 জয়াবতী নাম নিজের বাক বোধী প্রায় ॥  
 কাশ্যপীতে মান্য সেই মগধ ঈশ্বর ।  
 নর দেহ ধরি হইল তাহার কুণ্ডল ॥  
 পুণ্য দেখি মহাবাজা হরিষ অন্তরে ।  
 অবরোধ বাসি ভাসে আনন্দ সাগরে ॥  
 উর্ধ্বা ভূমি বস্ত্রাদি অমূল্য বতন ।  
 কাণ গঞ্জ অক্ষ দুঃখি দ্বিজে বিতরণ ॥

যে বাঁধা বাঁধা করে পুরায় মনোৱথ ।  
 সেই কাপে দান করে মগধেব নাথ ॥  
 দিনে২ বাড়ে সেই রাজার নন্দন ।  
 ক্রমে পূর্ণ হয় কলা চন্দের যেমন ॥  
 চন্দ্র চন্দ্র মধ্যে পেয়ে সুদিন সুক্ষণ ।  
 মহা আড়ম্বরে করাইল অয়াশন ॥  
 দ্বিজগণে নাম তার দিলেন ভুবন ।  
 দিনে২ বাড়ে সেই ভুবন মোহন ॥  
 হাবতু হইল ক্রমে পঞ্চা বৎসবে ।  
 প্রাণায়াম শাস্ত্র প্রণালীকৃত শিক্ষাকরে ॥  
 বিদ্যা শিক্ষার্থে দিল সমর্পণ করিয়া ।  
 মহা বিদ্যাবান হইলা লিখিয়া পাড়িয়া ॥  
 ভুবনের জন্ম কথা হইল সমাপন ।  
 তার মোহিনীর শুভ জন্ম বিবরণ ॥

### মোহিনীর জন্ম ।

পয়ার ॥ একদিন দেবরাজ সভায় বসিয়া ।  
 চতুর্দিকে দেবগণ বসেছে বেড়িয়া ॥  
 গানদাদি মহাতপা দেব ঋষিগণ ।  
 চৌদিকে বসেছে সব করিয়া বেষ্টন ॥  
 তেনকালে আনন্দি হইয়ে সুরপতি ।  
 নাচিবারে আজ্ঞা দিলা অপ্সরীর প্রতি ॥  
 যেনকা উর্ধ্বশী নাচ ঘূতাচী অপ্সরী ।  
 মহানন্দে নৃত্য করে যত বিদ্যাধরী ॥



ইতি মধ্যে পিঙ্গল নামেতে মহাঋষি ।  
 ইন্দ্রের সভায় উপনীত হইল আসি ॥  
 কান ভাবে মত্ত। হর যত্নাঢ়ী অপসরী ।  
 তাল ভঞ্জন হইল তার মুনিবরে হেরি ॥  
 দেখিয়া তাহার রীতি সে ঋষি পিঙ্গল ।  
 ক্রোধেতে হইল যেন জ্বলন্ত অনল ॥  
 এত অহংকার ঘোরে বজ্র কর দেখে ।  
 এস্থান ছাড়িয়া জন্ম লহ স্থিরা লোকে ॥  
 শুনিয়া মুনির কথা অপসরী তখন ।  
 কাতরে কান্দিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥  
 একে আনি জ্ঞান শূন্য তাহে হীন নারী ।  
 তব তত্ত্ব আমি প্রভু কি বুঝিতে পারি ॥  
 দয়া করি মম শাপ ঘুচাও দ্বরিত ।  
 লঘু পাপে গুরু দণ্ডনা হয় উচিত ॥  
 এইরূপে বহু স্তুতি অপসরী করিল ।  
 কাতরা দেখিয়া মুনির দয়া উপজিল ॥  
 মম বাক্য অন্যথা না হবে কদাচন ।  
 কিছু দিন আগে শাপে হইবে মোচন ॥  
 মহামায়া শাপ দিয়াছেন দৈত্য প্রতি ।  
 জন্ম লয়েছে সেই মগধ বসতি ॥  
 উভয়ে মিলন তব হইবে যখন ।  
 কিছু কাল ভোগ করি আসিবে তখন ॥  
 ভূমি লোকে জন্ম লহ কাশ্মীর খণ্ডেতে ।  
 কালপরিপূর্ণ হুনে আনিবে স্বর্গেতে ॥

অযোধ্য সুনির বাক্য না হয় জন্মদান ।  
 বাঞ্ছন খণ্ডের ঘরে জন্মিলো তখন ॥  
 লাগ্য বতী সতী রাণী পরমা সুন্দরী ।  
 গর্ভ পূর্ণে প্রসবিল উদ্ভবা কুমারী ॥  
 প্রহার রূপেতে হৈল আবাস উজ্জল ।  
 নগর বাসিনী দেগি আনন্দে বিম্বল ॥  
 নপ্ত শশী নিয়মিত শাস্ত্র ব্যবহারে ।  
 নানা রসে অরাশন করায় কন্যারে ॥  
 রূপ দেখি মহারাজ হয় হইল অতি ।  
 মোহিনী তাহার নাম রাখিল ভূপতি ॥  
 পালন করেন সুখে কন্যা ন্যয়ে রাণী ।  
 দিনে দিনে বাড়ি রূপ ভুবন মোহিনী ॥  
 অনিত পক্ষের শেষ হইলে যেমন ।  
 দিনে দিনে বৃদ্ধি হয় চন্দ্রের কিরণ ॥  
 বনপ্রিয় ধ্বনি জিনি মোহিনীব ভাষ ।  
 শুষ্ঠাতি সুন্দর ভায় মধুনয় হাস ॥  
 দেখিয়া কন্যার রূপ বাঞ্ছন খণ্ডপতি ।  
 সুখার্ণবে মগ্ন হয়ে প্রকুল্লিত মতি ॥  
 মোহিনী দেখিয়া রাজা বলেন ভাবিয়া ।  
 যদি যোগ্য পাত্র বিধি দেন মিলাইয়া ॥  
 মনে মনে মহারাজ করিলেন স্থির ।  
 স্বয়ম্বর হবে কন্যা বলেন সুধীর ॥



## হরিতাটের রাজসভায় পুবেশ ।

পথার ।

দৈবের নির্বন্ধ যাজ কে শুভন কবে ।  
 অন্য উপলক্ষে বিধি যোগা যোগ করে ।  
 বসিয়া জাজেন রাজা সভা সজ্জা করি ।  
 ফেন কালে আইল ভট্ট নাম তার হরি ॥  
 রাজপতি বনে ভাট প্রসারিয়া কর ।  
 দেবতার দানে বাজা করি নিরন্তর ॥  
 মনঃস্থে রাজ্য কর হৌক নিরাপদ ।  
 চিরজীবে রাজা আর সভাসদ ॥  
 যশোময় বহু বৃদ্ধি হউক তোমার ।  
 রাজধানী রাজ ভোগ বাড়ুক অপার ॥  
 নানা বাক্যে নৃপতির বাড়ায় সম্মান ।  
 পুরস্কার পেরে ভাট করিল পয়ান ॥  
 অতঃপর মোহিনীরে প্রাসাদ উপরে ।  
 দাঁড়াইয়া পথ হৈতে নিরীক্ষণ করে ॥  
 ভাবিলেন এই কন্যা হবেন রাজার ।  
 অহা মরি একি রূপ হেরি চমৎকার ॥  
 আশ্চর্য দেখিয়া ভাট যায় তথা হৈতে  
 তারপর মনে মনে লাগিল ভাবিতে ॥  
 এই যে কন্যার রূপ অতি শোভা পায় ।  
 ইহার উচিত পাত্র না দেখি কোথায় ॥  
 শুনেছি মগধ রাজ্য বড় চমৎকার ।  
 বড় রূপবান আছে রাজার কুমার ॥

তাহার নিকটে দিব এই সমাচার ।  
 বিবাহ যদিপি হয় পাব পুরস্কার ॥  
 ইহা স্থির করিলেন চিত্তিয়া মনেতে ।  
 চলিলেন হরিভাট মগধ রাজ্যেতে ॥  
 কত পথ কত গ্রাম যায় ছাড়াইয়া ।  
 তার পর উত্তরিল মগধে আসিয়া ॥  
 সম্মুখে দেখিল এক সুন্দর উদ্যান ।  
 নিকটে আসিয়া তার লইল সন্ধান ॥  
 বাগান মধ্যস্থ এক দীর্ঘ সরোবর ।  
 চারিদারে শিবাজয় অতি শোভা কর ॥  
 তাহার পশ্চাতে এক মনোহর ঘর ।  
 বিরাজ করিছে রায় তাহার ভিতর ॥  
 দিব্যাসনোপরি বসি আছে রস রায় ।  
 দীরে দীরে আসি ভাট অন্তরে দাঁড়ায় ॥  
 রাজপুত্র যুবরাজ ভুবন নাম ধরে ।  
 রূপ লাবণ্য ভাবে ভুবন মনোহরে ॥  
 অতি গুণাকর সেই রমিক সূজন ।  
 কটাক্ষে হরণ করে কানিনীর মন ॥  
 সে রূপ দেখিয়া ভাট স্বনে ভাবিছে ।  
 এই বর দেখি বিধি কন্যা সৃজিয়াছে ॥  
 ভুবনের দৃষ্টি ভাট নোয়াইল শির ।  
 কে তুমি কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসে সুধীর ॥  
 মোহিনীর বাস্তব লয়ে আনন্দিত মনে ।  
 বলিছে ভুবনে হরি বসিয়া গোপনে ॥

## ভুবন নিকটে হরিভাট মোহিনীর সংবাদ দেন ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

শুন রাজার মন্দন, করি এক নিবেদন,  
আমি ভট্ট বিখ্যাত সংসার ।  
নাম মম হরিভট্ট, নিবসতি গোর হট্ট,  
ভট্ট এষ্টে জাতিতে আমার ॥  
চরাচর বসুমতী, সর্বত্র আগার গতি ।  
না জানি নাটক কেন স্থান ।  
যে স্থানে গমন করি, সকলেতে কপা করি,  
ভাট মধ্যে রাখে মোর মান ॥  
দেখিলাম রূপ যেই, বড়ই আশ্চর্য্য সেই  
তেনার না হেরি কোথায় ।  
নগরে নগরে ফিরি, মনে মনে চিন্তা করি,  
এই কপ কব আর কায় ॥  
শুনিয়া তোমার নাম, আইলাম এই ধাম,  
লইয়া যে তাহার বারতা ।  
শ্রুত হই মহাশয়, সে সব বলি তোমায়,  
অপরূপ রূপ দৃষ্টি যথা ॥  
কাঞ্চন খণ্ডের পতি, অতি সুশীলতামতি,  
দানে কপাতরু সমুদাতা ।  
দয়াময় সে রাজন, ধর্ম্ম প্রতি দৃঢ় মন,  
তার গুণ কাহিনি যে গাঁথা ॥

কুলে অকলঙ্ক শশী, গানেতে কুবের ভাষি,  
 গানে দুর্যোধনের সমান ।  
 বলে অতি বলবান, তেজেতে তপন জ্ঞান,  
 বুদ্ধে বৃহস্পতি পরিমাণ ॥  
 সংগ্রামে তৎপর অতি, গালন প্রজার প্রতি,  
 সন্তান যেমন আপনার ।  
 শিশু প্রতি পিতৃ সম, দুকে জ্ঞান করে ধর,  
 পণ্ডিত যেমন করধার ॥  
 তরায় অভয় দান, বিগীহেতে পরিজ্ঞান,  
 দুঃখি দেখে দুঃখিত অনুর ।  
 মনয়েতে নৃকি হয়, রাজ্যে শস্য ক্ষয় নয়,  
 পুণ্যে রাজা যেন রত্নাকর ॥  
 তার কন্যা রূপবতী, সুন্দর যৌবনা অতি,  
 তারে দেখে লুকায় পদ্মিনী ।  
 জানু জ্যোতিঃ প্রকাশিত, দেখি পদ আনন্দিত,  
 সে জ্যোতিঃ প্রকাশে অভিমানী ॥  
 দেখে তার কটি দেশ, করী অগ্নি করে ধ্বংস,  
 আপন বদনে আপনায় ।  
 তার মুখ শশী দেখে, শশী থাকে অধোমুখে,  
 মৃগঅঙ্ক লইয়া লজ্জায় ॥  
 অক্ষ হলে ক্রীড়া করে, ধনী রূপ সরোবরে,  
 বুঝি চক্রবাক চক্রবাকী ।  
 নর ব্যাধ শরঙ্গালে, বদ্ধ করিবার ছলে,  
 বদ্ধ নিজে অপরূপ দেখি ॥

মনে অনুমান করি, গমন দেখিয়া করি,  
 উরু দেশে রেখেছে স্বকর ।  
 মোহিনী নামে সে ধনী, মোহিত করয়ে মুনি,  
 দেব আদি গন্ধর্ব্ব কিম্বর ॥  
 প্রশংসিতে সেই নারী, এক মুখে আমি নারি,  
 সহস্রাক্ষ দেখে যদি রূপ ।  
 সেই যে আশ্চর্য্য ময়, কিঞ্চিৎ বিস্তারি হয়,  
 তবে যদি বলে নাগ ভূপ ॥  
 ভুবন নিকটে হরি, ইহা নিবেদন করি,  
 পাইয়া অধিক পুরস্কার ।  
 হয়ে হরষিত মতি, বিদায় হইয়া তখি,  
 গমন স্থানে পুনরার ॥



মোহিনীর রূপ তাট মুখে শুনিয়া  
 ভুবনের বিলাপ ।

গীত । রাগিণী ভৈরবী  
 তাল আড়াঠেকা ॥

অতক যতন কেন অনিত্য পুণ  
 কারণে । তিলান্দ্রনা হয় গন পুণ  
 জনে বিস্মরণে ॥ মিলন হই  
 যারামে, পড়িয়া দাক্ষণ ফাঁশে,  
 ভয়না করে মানসে, পরে পুণ

বিতরণে । সেপুন বিহীনহলে,  
সদা জ্বলে দুঃখানলে, সে জ্বালা  
যুড়াবে বলে, বাসনা হয় মরণে ॥

পরার ।

দয়ানেতে অতঃপর রাজার কুমার ।  
শুনি শুনি মোহিনীর সঙ্গীতার ॥  
যবপ শুনিয়া যায় কইয়া মোহিত ।  
এরিপু শরঙ্গালে অন্তর ব্যথিত ॥  
এবার মোহিনী ধনী কিরূপে পাইব ।  
একদর্শনে আনি পবন ত্যজিব ॥  
নাহি সহ্যে প্রাণে বিকট বিকার ।  
এক বসন্ত যেন দুঃখের আগার ॥  
শাকিলের কুহুধ্বনি জলন্ত অনল ।  
জ্বল নাহি হয় মন সদত চঞ্চল ॥  
সদয় সর্বক্ষণ বহিছে পবন ।  
গীতন জীবন স্পর্শে হাতেছে দহন ॥  
রূপ বিকশিতে যেন দ্বাদশ ভাস্কর ।  
দূর গুণে যেন শেলের সোসর ॥  
হাতে যে কামেন্দ্রিয় করে প্রহারণ ।  
হৃদয় মাঝারে সদা জ্বলে হতাশন ॥  
জ্বলেতে হইলে মগ্ন আর জ্বলে প্রাণ ।  
স্বপ্নময় ভোজনেতে হয় বিষ জ্ঞান ॥  
কথা কহিতে মোহিনী এসে মুখে ।



নরনে নাহেরি রূপ সদা এসে চক্ষে ॥  
 কিকথা শূনায়ে হরি গেলেন ভুবনে ।  
 এমন বাসনা করে সেবশ্রবণে ॥  
 শরন করিলে হয় শয্যার যাতনা ।  
 মূঢ় বাক্যে জ্ঞান করে বঙ্গের ঝঞ্ঝনা ॥  
 নয়ন মুদিলে দেখে সেনব যৌবনী ।  
 স্বপনোতে দেখে যেন নিকট গায়িনী ॥  
 দৃষ্টি মাত্র রসরাজ চেতন হারিয়ে ।  
 পুনঃসম্মুরিয়া উটে মোহিনী বলিয়ে ॥  
 এই রূপে যুবরাজ হইয়া আকুল ।  
 এবিধই তরঙ্গে কেমনে পাব কুল ॥  
 অসামরি দেখে একি ভাব চমৎকার ।  
 না হতে পিরিতি তার বিচ্ছেদ অপার ॥  
 সেদিন হইল গত একপ করিয়া ।  
 পরেতে ভাবিছে রায় বিরলে বসিয়া ॥  
 কারেবা কহিব তারে কেমনে পাইব ।  
 কিরূপ প্রসঙ্গ ছলে তথায় যাইব ॥  
 তাহার উপায় চিন্তা করিয়া সুদীর্ঘ ।  
 অতঃপর মনোমধ্যে করিলেন স্থিৰ ॥  
 পাত্র সূত মম প্রিয় সখা যে সর্বথা ।  
 তাহারে কহিব অজ্ঞ এসব বারতা ॥  
 কোন ক্রমে সেই মম হয়ে কর্ণধার ।  
 এতুখ সাগর মাঝে হনিকবে পার ॥  
 ইহা ভাবি বসিলেন হইয়া দুঃখিত ।

ছেনকালে পাঁত্রপুত্র হইল উপনীত ॥  
 দেখিয়া মথার ভাব ভাবে মনোমল ॥  
 কুণ্ঠিত হইয়া অতি গিজ্ঞানে তখন ॥  
 কহ মথা একিভাব হইল উদয় ।  
 দেখি কল্পান্বিত মন হইল হৃদয় ॥  
 কিকট উত্তাপে উথলিল দুঃখ সিন্ধু ।  
 প্রকাশিয়া মন কাছে বল প্রাণ বন্ধু ॥  
 এতক শুনিয়া কহে রাজার নন্দন ।  
 কিবানিব গুণে যিহু দুঃখের বচন ॥  
 যেই আশানলে অঙ্গ হতেছে দহন ।  
 যেহুই শীতল সেই হয় বন্ধুজন ॥  
 প্রকাশিয়া বলি যদি সদুপায় হয় ।  
 নতুবা বলাতে কিছু নাহি ফলোদয় ॥  
 পাঁত্রপুত্র বলে মথা যথা মম সাধ্য ।  
 অবশ্য করিব কার্য আমি তব বাধ্য ॥  
 রাজাস্বজ বলে তবে শুন বিবরণ ।  
 যে প্রচণ্ড দুঃখানলে দহিতেছে মন ॥  
 ভাটের সপবাদ বাস্তব সব গুণাকর ।  
 পাঁত্রপুত্রে পালটিয়া কহেন তৎপর ॥  
 গত নিশিযোগে এক দেখেছি স্বপন ।  
 সেপর্ষ্যন্ত হইয়াছে অস্থির জীবন ॥  
 কাঞ্চন খণ্ডের দেশে যেই অধিকারী ।  
 মোহিনী নামেতে এক তাহার কুমারী ॥  
 কিকব তাহার রূপ বিশেষ অস্বপনা ।

সুন্দর যৌবন্য অতি তড়িৎ বরণা ॥  
 প্রত্যক্ষ নয়নে নাহি করি সন্দর্শন ।  
 বিদ্রিতায় দেখি কত করিব বর্ণন ॥  
 মেঘনী আসিয়া ভাই মম সন্নিধানে ।  
 নানা রসালাপ কৈল মহাস্য বদনে ॥  
 পরে নিদ্রা ভঞ্জে ভঙ্ক প্রেম আলাপন ।  
 যেপর্যন্ত হইয়াছে স্থির নহে মন ॥  
 স্বপ্নে দেখা দিয়া মম চুরি করি মন ।  
 কোথায় করিল ধনী পুনশ্চ গমন ॥  
 মুদ্রিত লোচনে তারে করেছি স্মরণ ।  
 উন্মীলিত নেত্র যুগে হেরি কতজন ॥  
 সে স্পর্শায় মম স্থান হতেছে অশান্ত ।  
 কহিলাম সারোজ্যার দুঃখের বৃত্তান্ত ॥  
 প্রাণ তথা যেতেচাকে দেহত্যাগ করি ।  
 রাখিয়াছি দিয়া মাত্র আশাস প্রহরি ॥  
 এতক উত্তর যদি করিল অবণ ।  
 হাস্য আসে পাতাজ্জ্ব করে নিবেদন ॥



ভুবনের গুণি পাত্রপুত্রের উত্তর ।

ত্রিপদী ছন্দ ।

এষে বড় অনন্তব,    ভাব হইল উত্তব,  
 তোমার মনেতে আচম্বিত ।

ধরায় শয়ন করি, ধরি স্বর্গ<sup>\*</sup> বিদ্যাদরী,

গগন দেশে হইল চুষিত ॥

এনব কৌশল ভাল, তব মনে উপজিল,

আর কিবা হয় অতঃপরে ।

হৈলে নব অনুরাগ, দিনে দিনে বাড়ি যাই,

সে রাগ বুঝিতে কেবা পারে ॥

যখনে যা দেখা যায়, প্রত্যক্ষ হইলে তার,

তবে সে ভাষ্যের সীমা নাই ।

সদ্ব রজ স্তম্ভরায়, শরীর চালন হয়,

যাহা ভাবে মগ্নে দেখে তাই ॥

স্বপ্নে স্বর্গ লাভ হয়, তাহা যদি সত্য হয়,

তবে কেন ধর্ম উপাসনা ।

অনিত্য ঘটনা হেতু, অবল সাগরে সেতু,

বান্ধিবারে করিছ বাসনা ॥

শুনিয়া কহে ভুবন, নাহি শুনি ও বচন,

যদি নাহি সে রমণী মনে ।

তোমার সাক্ষাতে মিত্র, এপ্রাণ ত্যজিব অত্র,

বিষাহারে কিয়া পশি' গেলে ॥

শুনি কহে মন্ত্রি সূত, এতোমার কি অন্তত,

বাসনা হইল উপস্থিত ।

কি ছার নারীর জন্য, হইলে হে জ্ঞান শূন্য,

এ যে ভাব দেখি বিপরীত ॥

যদি হে একান্ত মনে, সে নারীর অন্বেষণে,

যাইবার উপক্রম হয় ।

তবে শুন মম উক্তি, স্থির হয়ে কর যুক্তি;  
চঞ্চল মনের কৰ্ম নয় ॥

সুস্থিরের গুণ যত, তাহা হও অবগত,  
কিঞ্চিৎ কহি হে প্রকাশিয়া ।

সুস্থির হইলে বিধি, তদুপরি প্রতিবাদী,  
কেহ নহে দেখ বিচারিয়া ॥

যদি স্থির কবি মন, করয়ে ইচ্ছা সাধন  
অনায়াসে ভাবে মুক্ত হয় ।

স্থির যদি গায় রাগ, বাড়ে তাহে অনুরাগ,  
পশু পক্ষী আদি স্তব্ধ হয় ॥

সৰ্ব সাধারণে বলে, এমন কঠিন নিলে,  
মিষ্ট জলে সহ সরল হয় ।

অতএব শুন ভাই, তোমারে বলি যে তাই,  
স্থির হইলে কার্য মিষ্ট হয় ॥

এতক উত্তর শুনি, মস্ত্রিপুণে গুণমণি,  
বলে মথা করি নিবেদন ।

যে কথা বলিলে তুমি, তাহা বুঝিলাম আমি,  
বোধ কৈ অসান্ত মম মন ॥

ধৈর্য্য সেতু ভাঙ্গে ফেলে, অধৈর্য্য প্রলয় জলে,  
ভুগাইল জ্ঞান মহারত ।

প্রবোধ মৃত্তিকা তায়, দিয়া নাহি বাধা যায়,  
করিলাম অধিকাংশ যত্ন ॥

বুঝিলাম হে একগণে, সে ধনী সিংহনী বিনে,  
এবারি নিবারি কেহ নাই ।

হইয়াছি নিরুপায়, বল সখা একুপায়,  
কিসে এসকটে ত্রাণ পাই ॥

ধুবনের ভাব দেখি, পাত্ৰাঙ্কজ হয়ে দুঃখী,  
হৈল অতি চিন্তা দিত মন ।

ভাবিতে ভাবিতে পরে, আইলেন নিজ বরে,  
রাজপুত্র ভাবয়ে তখন ॥

বন্ধু নাহি দিল সাহায্য, নহিল ইথে সহায়,  
আর তবে কার মুখ চাই ।

যা করেন ভাগ্যেকালী, ঘুচাতে মনের কালি,  
ব্যবিলম্বে তথাকারে যাই ॥

ইহা ভাবি সর্ব ত্যাগী, মোহিনীর অনুরাগী,  
হয়ে রায় করিল গমন ।

গত কৈল কত দেশ, কি কহিব সবিশেষ,  
দুঃখান্তরে করে পর্যটন ॥

দৈব কৃত যেই হয়, কভু খণ্ডাবার নয়,  
কহি শুন সেই বিবরণ ॥

যাইতে যাইতে শেষ, প্রাপ্ত করিল পবেশ,  
অতি ঘোর দুরন্ত কানন ॥

পথ প্রমে ক্লান্ত কার, বনিল দ্রুম তলায়,  
তাহে মন্দ বহিছে পবন ।

আলস্যে আবৃত কার, শয়ন কৈল ভূশায়ায়  
পরে, নিদ্রা হৈল আকর্ষণ ॥

অচেতন হয়ে অতি, নিদ্রিত হৈল তথি  
পথ প্রাপ্তে হইয়া কাতর ।

গগনে বাসর পতি, অস্তাগ্নে কৈলা গতি;  
নিশি হইল তব ছবিতর ॥

সিঁহ ব্যাঘ্র পালে পাল, শূকর আদি দন্তাঙ্ক  
ভল্লুক গাংগার শৃঙ্গি গণ ।

সে মহা বন মাঝারে, ভক্ষ অশ্বেষণে ফেরে  
ঘন ঘন করয়ে গজ্জান ॥

ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি, হইয়া ব্যাকুল প্রাণী  
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিল হরিত ।

অতি মনো ব্যগ্রতায়, করে রায় হায় হায়  
একি দার হল বিপরীত ॥

যোরতর অঙ্গকাব, বন হইল মহাগার  
নাশক জন্তু ফেরে পালে পাল ।

ভোট বাণী ধন্য মানি, না শ্রান সখার বাণী  
এস এখন উপস্থিত কাল ॥

আপনে আপনি বলে, বন্ধ ভাসে চক্ষু জলে  
কাল নিদ্রা হল আকর্ষণ ।

যে জনে আইনু হেথা, সে ধনী রহিল কোথা  
বিপাকে আজ হারাই জীবন ॥

মনোতে পাইল দীক্ষা, কেকরিতে পারে রক্ষা  
উপস্থিত হয় কাল যদি ।

কি হবে অনিত্য ভেবে, যাহাতে নিস্তার হবে  
সার ভাব মন নিরবধি ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রব।

গীতা রাগিণী বেহাগ

তাল আড়া ঠেকা।

কিছু বুঝিতে নারি। কেমন তোমার  
ভাব শুধে মুরারি ॥

নিজ নাম অহাখন, মনসারে করে  
ছাপন, দিয়াছ তায় আছাদন.  
সম্পন্ন নারী ॥

মহামায়ী কহুকোতে, না দেয়  
মজাগ হতে, হরে কাল সে নি  
দ্রুতে, জীবন ধরি। সদা রত পরি  
বারে, অহং মর্ষ অহং করে, তব  
নাম সন্নিবারে, বিভোল তারি ॥

দ্বিপদী ছন্দ।

হে জয় যদু নন্দন, যমলাঙ্কুর ভঞ্জন,  
যোগী জন মানস রঞ্জন ।

জ্যোতির্ময় যোগার্থীত, জগৎ জনার্জিত,  
যোগীন্দ্র যোগার্জন ধন ॥

পদ সরসিঙ্গ দল, স্মরণে অন্তে মঞ্জল,  
জীবে, মক্ষ ফল প্রদায়ক ।

তব কীর্তি অন্যদূত, সর্ব ভূতে আবির্ভূত,  
আকুতে বিশ্ব প্রতি পালক ॥



বিশ্বরূপ বিশ্বকারি, ভূকব কলযহারি.

দিবোকস বক্ষ দানবারি ।

হে অনন্ত অচিন্তন, তব ভীষণ ভঞ্জন.

কারণ ধারণ পনতরী ॥

জয় যশোদা নন্দন, জয় বাসিকা রমন.

জয় গোপিকার ননোহারি ।

জয় বিপিন বিহারি, জয় দন কান্যাবারি.

জয় কালিয়ে কান্যাস্তকারী ॥

জানাইতে স্বয়ংদায়, ইন্দ্রমাগ কৈলে হত.

তাহে ত্রোণী ভাস আশগুল ।

বৈরিবাহ গণ প্রীতি, তাজা নিলা শৌর্যগতি.

কর নাশ গোলক বহন ॥

প্রণয় আকার করি, বৈরিবার অনিবারি.

মূঘল ধামারে বারি নিলা ।

অবজালা ক্রমে ধরি, তুলি গোবর্দ্ধন গরি.

দুঃখ বাসি গাণ বীচাইলা ॥

স্তম্ভপা, পদেপদ, পতন হৈলে জীবপাদ,

আশ্রু বক্ষ গ্রীষ্ম সুদন ।

কুনিহে ত্রিভঙ্গ বাক্য, পাণ্ডব গানের সগান.

দ্রোণদীব লজা নিবারণ ॥

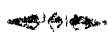
পুণাত্মক গুণ সিন্ধু, অশীন দীনের বধু.

কৃপাসিন্ধু বলায়ে পূরুণে ।

তব নাম উচ্চারিলে, তাহার গতি দেখিলে

শমন স্বয়ং লকাগণে ॥

তৎপদ উদ্ভব বারিঃ পরশিলে ভবদারিঃ  
 পাপাত্মা তরায় জবাহলে ।  
 নান্দর নহিমা যাহা, জামি কি কহিব তাহা,  
 যুব জ্যেষ্ঠ যে অল্প নামেনে ।  
 শুন জন এই বানী, সদাচিন্ত চিন্তামনিঃ  
 ভব চিন্তা দূর ধানী হবে ।  
 কালান্তে নিষাদকাল, পতিয়াছে যেই কাল  
 অনামে সে ছেদ করি যাবে ॥



## লক্ষ্মীসীর নিকটে ভুবনেশ্বর বর প্রাপ্ত ।

সরার হৃদয় ।

এই কপে কন্যায় কাতর হইয়া ।  
 শোব চিত্রাব কপে নন্দন সুদীয়া ॥  
 এমত সময় উপনীত হৈল আসি ।  
 রূপকপ কপ এক পরম সন্ন্যাসী ॥  
 শূন্য বেষ্টিত ততি দীর্ঘ জট, ভার ।  
 নলি তট লম্বিত শাশুর চাঁচর ॥  
 বিকশিত পুণ্ডরীক মন দুই অক্ষ !  
 কপেতে কপের মালা গলায় কুদ্রাক্ষ ॥  
 গণ্ডের কুণ্ডল কর্ণে পরা ব্যাঘ্র হৃদক ।  
 অক্ষ জ্যোতিঃস্থলে যেন অগ্নি ধক ধক ॥  
 বিলুতি আবৃত বঙ্গ তথাচ নৈয়ুখে ।

তিনিত করিয়া মাথা দীড়লে, মন্মথ ॥  
 চক্ষু বিমোচন করি দণ্ডীরে দেখিয়া ।  
 গুল লম্বাকুল বাস অবনী পাড়িয়া ॥  
 বিনয় পূর্ব্বাক এক বন স্রুতি টেকল ।  
 দেখিয়া বৃদ্ধচরিত্র দয়া উপজিল ॥  
 না ভৈ না ভৈ ক্ষয় করি মহাবতি ।  
 স্বর বিভব, টেকল সুবরাজ স্রুতি ॥  
 অখনত দিল বর ইকি মিলি হবে ।  
 কবিতা বহুমান গুণ জাত হবে ॥  
 পুনরপি আর বর করি অপর ।  
 যে রূপ বীরিতে ইচ্ছা করি, মথল ।  
 তখন সে রূপ তা অবশ, ইচ্ছা ॥  
 পুনরপি মনে টেকল নিরূপ পাবে ॥  
 বর দিয়া যোগ্য বর করি গমন ।  
 বর প্রাপ্ত হয়ে কহে হরষিত মন ॥  
 নির্মিতে বঞ্চিত মনে করিয়া শকতি ।  
 রাজপুত্র টেকল দীর্ঘাকার পাশুপতি ॥  
 তাহা নির্মাক করি বন পশু বত ।  
 পলায় সে বন ত্যাগ করি কত শত ।  
 এইরূপে সে যাবিনী সুপ্রভাত টেকল ।  
 সে রূপ ত্যজিয়া বার স্বরূপ ধরিল ॥  
 সেবন বজ্জিয়া পরে করি গমন ।  
 যোহিনীর আশা ডোরে বাকি নিজ মন ॥  
 কত দেশ কত গ্রাম শৈল নদনদী ।

১০০০ রাশিন, রাশিয়ার নিবন্ধিত  
 প্রথম অংশে পাবে কিছু দিনে ১০০০  
 ১০০০০০, কষ্টে পাইত ভাগে বসি ৥  
 ১০০০০০ জানিয়া তবু পার্শ্বকা কারণ ৥  
 ১০০০০০ জনপ্রতি সাংস্কৃতিক মন ৥  
 ১০০০০০ এক যাব মালিকার ৥  
 ১০০০০০ তারে ডাকি বাবে বার ৥  
 ১০০০০০ প্রাইভেট কান ধাম ৥  
 ১০০০০০ রাজ্য প্রানের কি নাম ৥  
 ১০০০০০ দুজন দুনি ভুবনের ধারা ৥  
 ১০০০০০ জানিয়া সেই নিকটে অ'পনি ৥  
 ১০০০০০ নাব ক'রম গুণ্ড পুরী ৥  
 ১০০০০০ নতুন রাজ্য এর অধিকারী ৥  
 ১০০০০০ মুখে শুনি প্রাকৃতিক উত্তর ৥  
 ১০০০০০ আনন্দে নভে রাশিনা নাগর ৥  
 ১০০০০০ তখন এবে কি ছাপ বধিব ৥  
 ১০০০০০ প্রকাশ করি সে নাতী হেবিব ৥  
 ১০০০০০ ভাবিয়া যুক্তি করিলেন শেষ ৥  
 ১০০০০০ বেশ ধরি গ্রামে করিব প্রবেশ ৥  
 ১০০০০০ উপায়ে দীর্ঘ খোঁটা অতি শোভাকর ৥  
 ১০০০০০ জাতিবিদ্যা বিশারদ বচন তৎপর ৥  
 ১০০০০০ বসবতীরাম হেঁতু হেন করি সাজ ৥  
 ১০০০০০ প্রকাশিয়া নবরস যায় রসরাজ ৥

এক রাগা আসিতোছে দেখিলে মন্থাথে ।  
 অবিরত বন্দ বন্দ হাসা পুনঃ পুনঃ ॥  
 পাশবনী নগর বর পাশা সব কপা ।  
 মগল ভূপতি কোমল পল্লব মরুপা ॥  
 অথবা ধোততে গিঁসি নগ্নায় তিলক ।  
 কপালে মিল্লুর বিলু ভূলাক ভুলক ॥  
 চিকু মচিম তায় বিনাইয়া বেণী ।  
 পদিশাটী করি অঁটি কবরী বাঞ্ছনি ॥  
 লুপ্তি মলিকা মাল্য মোবল অতুল ।  
 মধু পান অমল ফেরে মধুকর কুল ॥  
 ভব দেহি মনোহর কান ভাবক চতুর ।  
 ভক্তিতে লভ্য হইয়া বিহাঙ্গ সাকুর ॥  
 গগন দেখিয়া দূর নগ্নে চমককার ।  
 পাদে পান কত চল বুধে মাধব কাব ॥  
 দিব্য বস্ত্র পরিধান অলকার শূন্য ।  
 হস্তে লভ্য হইয়া মন নালিনীর চির ॥  
 দেখিয়া ভুলনে মনে হইবে হবিত ।  
 মন করি বস কাবে আইল অরিত ॥  
 দেখিয়া বাঞ্ছন পদ আর নাহি চলে ।  
 নিকটে আসিয়া পনী মৃদুভাবে বলে ॥  
 নানা রঙ্গ ভঙ্গ করি বলে পদমণী ।  
 কে তুমি দাঁড়িয়ে হেথা গুহে মনমণি ॥  
 কি জন্য কোথায় থাম কহ সত্য করি ।  
 অরি অরি হেরি তব কি কপ মাধরি ॥

লক্ষ্য। পায় নিশাচরিত্র। বিবাসর।  
 বরিয়। তোমার এই জীবন কখন ॥  
 বতিপতি নিন্দা হয় তোমার দেখিয়া।  
 অভিনানে থাকে যদি মলিন হওয়া।  
 কখনো কখনো আর পক্ষবান।  
 এই দ্বিধাও অফ লরে করিতে সক্ষম ॥  
 করে রাখি আনিয়াছ কবি অনাখিনি।  
 লইয়া তোহার প্রাণ গুহে মনমদি ॥  
 কি ভাব প্রকাশ করি যদি কান্দে তোমা।  
 তোমারে দেখিয়া মনের ঘুটিল এই ব্যথা ॥  
 আনিয়াছ বিদেশোতে কিবা আশা করি।  
 তোমারে বসহ তোকা দিব বিদ্রুপ করি ॥  
 কখন হৈল তব মনে হন দরশন।  
 এপ্রায় তোমারে আজ করিব অর্পণ ॥  
 কখন বলে ভাল দাম ঘটা হৈল।  
 মারে পাড়ে মাগী আসি করয়ে চিন্তা ॥  
 এর মনে মাতৃ ভাব সহ্যিণ ভাল।  
 ইহা ভাবি যবরাজ তারে মাগী বৈল ॥  
 এসগো মালিনী মাগী ডাকে শুণাকর।  
 শুনিয়া সে ধ্বনি ধনী গণ্ডে দিল্য কর ॥  
 তখন বলিছে বিধি আমারে বিনুখ।  
 আশায় নিরাশ হইল না হইল মুখ ॥  
 কখনের প্রতি তবে কহেন তখন।  
 কি দেখিয়া বলে মাগী রসিক কেমন ॥

তোমা হেরে হয়েছিল বড় মনঃস্ফার ।  
 সে সুখে অসুখ তুমি দিলে যে আমার ॥  
 যা হবার কইরাছে কপাল আমার ।  
 আশিত নাই নী মাসী হলেম তোমাব ॥  
 কিবা নাম ধর তুমি কহ বাচাধন ।  
 কি হেতু দাঁড়ায়ে হেথা কোথায় গমন ॥  
 সত্য করি মম কাছে কহ যাদুনি ।  
 প্রতারণা নাহি কর দেখিয়া দুঃখিনী ॥  
 পরিচয় দেয় বাঘ মালিনীও প্রতি ।  
 কহি তবে শুন নাসী আমার নারতী ॥  
 গ্রহবিগ্রহ জাতি পলাকর ০; ন মরি ।  
 জ্যোতি বাদসাহী আমি প্রণিবাসে পারি ।  
 গগনক শুনিয়া মনী আশ্রানে তখন ।  
 আমি দিল সব কল করি প্রসারণ ॥  
 দেখিব কেমন বাছা গগনক আপনি ।  
 মম ভাগ্য ফলাফল কহ দেখি শুনি ॥  
 কর দৃষ্টি করি রায় মুখে মদু হাসি ।  
 পূণ্যবতী তুমি মাসী তব কন্যারানি ॥  
 এহগণ তব প্রতি মঙ্গল দায়ক ।  
 অমঙ্গল মাত্র তব স্বামী পরলোক ॥  
 সম্ভানের স্থানে রাহ করিয়াছে বাস ।  
 সে বিষয়ে তুমি মাসী হয়েছ নিরাশ ॥  
 পব দুঃখে দুঃখী তুমি পর উপকারী ।  
 পব সুখে মত্ত থাক আপনা পাসরি ॥

কিং তব যশঃ ভাগ্য দেখি কিছু নাই ।  
 আর উপকারী তুমি সে বৈরা সবাই ॥  
 দাতার বশবোলে জন্ম দান করি আচ্ছ ।  
 দয়া গীলা নাহি দেখি কেহ তব কাছে ॥  
 দার্থ হাত্রা করিবারে বড় আছে মন ।  
 এক মিটা মতি তব বুজ্জণ দেবন ॥  
 তক শুনিয়া ধনী পবন উল্লাসে ।  
 বান দাছা বন্য দুখি জোতিয়া অভ্যাগে ॥  
 ন বলিলে সব সত্য জানিলু প্রথম ।  
 সন্তিত জানিবে নাজ্ঞানীর যেমন ॥  
 ও পাড়র পে ডা লোক কত কথা কয় ।  
 মনি জাই তাই সঠি মেনে কেবা ময় ॥  
 ন যাত্রা হউক ন পয়ন কোথায় ।  
 এক দিনপতি যাত্রা আশ্রয় লে যায় ॥  
 ততক শুনিয়া পন্থমণী বচন ।  
 তার বলে শুন মাসী মঃ বিবরণ ॥  
 বহু দেশ ভ্রমি আগিয়াছি আশা করি ।  
 এদেশে বঞ্চিত কিছু দিন বাসা করি ॥  
 উপযুক্ত বাস স্থান পাই কোথায় ।  
 তা বিতেছি মনে তাই হয়ে বিরূপায় ॥  
 শুনিয়া মালিনী কহে ভুবনের প্রতি ।  
 তব মাসী হলাম বাছা আমি দুখী অতি ॥  
 কত পুণ্য করিছিলাম জন্ম জন্মান্তরে ।  
 এ হেতু বলিলে মাসী আশা অধিনীরে ॥



কি বলিব ধরে যাদু জাগি অনাথিনী ।  
 বাড়ী ঘোর ধেরা আছে থাকি একাকিনী ॥  
 দুঃখিনী ম নিলী আমি বলিতে না পারি ।  
 মমালার যাত্র যদি ঘোরে দয়া করি ॥  
 তবে অতি দিব বাসা করিব যতন ।  
 অসাধ ভোমার যাহা করিব সাধন ॥  
 শুনিয়া ভুবন মনে পিরিতি পাইল ।  
 বাল যিহি তাক মম বাসা মিলাইল ॥  
 যা করেন দগ্ধ মাতা পশ্চাৎ কাবন ।  
 হৃদয় হতে আর কি বিলম্ব প্রয়োজন ॥



ভুবনের গঙ্গামণীর বাটী গমন ।

গীত । রাগিণী পুরবী

তাল আড়া ঠেকা ।

শুন বলিরে ভোমায় । গাইয়া সুসা  
 র বাসা ভুলনা বিষয় ॥

ভেবনা যে মে অসাধ্য, সাধিলে  
 হইবে সিদ্ধ, মে যে কতু অবাধ্য,  
 লাধকের নয় । কো ভুমে অনিত্য,  
 দেশে২ কর ততু, সেছাড়া নয় স্বর্গ  
 গত্য, জানিহ নিশ্চয় ॥

দামিমা মালিনী প্রতি, কহিছে সুখী অতি ।

হাসি হাসি মধুর বচন ।

এব বাসে যাব আমি, তাহা কি বানবে তুমি ।

মাতৃ সন তোমা যতন ॥

কতক দায়ের বানী, শ্রবণ করিয়া গৌণ ।

বলে সুখী ফবিভ কথায় ।

দেখা সবল হানু, তাম আনার নিশা শু ।

এস বাছা যাঁহবে দরবার ॥

বাকর জগত মনয়, মালিনীর বানী য'হ ।

বাস্য কবিবারে এসজাজ ।

যদি কালিকা চরন, হায় অতি দুষ্ট মন ।

মাখিবারে আপনার কাজ ॥

করিয়া নিজবাসে, কহিছে মধুরভাষে,

এই দেখ আমার আশয় ।

যদি বাছা একাকিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি,

বলিলাম তোমা'বে নিশ্চয় ॥

এই লহ দিব্য বর, থাক বৎস নিরন্তর,

নাহি হও বিষাদিত মন ।

মণি পালক আদি, তাকিয়া মমারি গদি,

ইহোপরি করিহ শয়ন ॥

যাইব আমি বাজারে, খাদ্য দ্রব্য কিনিবারে,

মাত্রে হবে করিতে ভোজন ॥

তুমি বাপা থাক ঘরে, আসি আনি দ্রব্য করে,  
কিছু দ্রব্য করি আদ্রব্য ॥

বায় বলে মালিনীরে, অতি মৃদু মৃদু করে,  
সে মাসী এই মুদ্রা লহ ।

আমার নিমিত্ত দিব্য, জলপান যোগ্য দ্রব্য,  
ক্রয় করি আনি তুমি দেহ ॥

মালিনী বলে তখন, বল বাজা একমন,  
অনুমতি করিলে আপনি ।

যদি নম ভাগ্য ফলে, নিকেতনে উত্তরিলে,  
মাসী বলে দেখিয়া দুঃখিনী ॥

যথা যোগ্য মন পক্ষে, উপহার উপলক্ষে,  
সেবা করি করি দুঃখ হয় ।

বায় বলে ভদ্র ফের, উপায় কি করি এব,  
না থাকিলে জনোভঙ্গ হয় ॥

সেই হেতু অনুমতি, পোয়ে ধনী শীঘ্রগতি,  
উপনীত বাজারে আসিয়া ।

যত দোকানির ঘরে, নানা দ্রব্য থরে থরে,  
রাখিয়াছে সুসজ্জা করিয়া ॥

দেখিয়া হইল তুষ্ট, সুপাক সুরস বিষ্ঠ,  
সর্ব দ্রব্য আছয়ে প্রচুর ।

লুচি নালপোয়া পুরি, হালুয়া আদি কচুরী,  
নানা বিধ গজা সুন্দর ॥

বস গোলা ছানাবড়া, সম্বেশ গোলা বিপেড়া,  
কীর সর বর্কি রসকরা ।

১. সৌতিয়া নতিচর, বহু সিন্ধু বৃন্দি বর,  
পেড়বী খিলসি লগেইল ॥

২. উন্নত মানসী যত, নত তার বস কত,  
খাজা আদি অধিক প্রকার ।

৩. কিছু ক্রম করি, পদমণী হই করি,  
উত্তরিল আর আপনায় ॥

৪. নিম্ন ভূমি হইল, নিকটে আসিয়া কয়,  
শুন শুন গুরে হানু ধন ।

৫. দি এল নত যত, নত বরি এক পারে,  
হাও উল্লস পরে তোজন ॥

৬. সিন্ধুর প্রতি বর, নত দানে পদমণী,  
গুণে মাগি বরনী নত ॥

৭. হারে গিয়াত ভূমি, নসিয়া আঁগে আঁগি,  
কত ভাব খণ্ডে আসায় ॥

৮. নতশোভে যেই দর, নির্মাণ হই গো দিবা,  
তাই বুনি বরাবর তক্ষণ ।

৯. নত মুখে ধনী, শুনিয়া এতক ধনি,  
সবিনয়ে বলেন তখন ॥

১০. খেলা মানিনী অমি, নাহি পুত্র নাহি স্বামী,  
কি কোথা পাইব বাছা বল ।

১১. নাহি মম কিছু ধন, শুন গুরে বাছাপন,  
তোমা ধনে বিধি মিলাইল ॥

.তাঁরা কেঁচি খাদুমদি, প্রকুর ইহঁল প্রাণী.  
 পাসরি' মানর বেদন ।  
 যদি বল ইহঁ কৈল তাহার কারণ শুণ.  
 তুমি বিজ্ঞ জান বাছাধন ॥  
 নৃহৃৎসব আছে নীতি, রাজ্য কৈলেন আতিথি.  
 করিতে হয় আতিথ্য বক্ষণ ।  
 লজ্জা পোয়ে সে কথার, ভেজেন কবি'ল রাখ  
 লক্ষ্যনাশ্তে করিল কখন ॥  
 গাংমণী অতঃপরে, গিয়া অনা গহনাধারে  
 আলসেসেতে করিলে কখন ।  
 এখানে দুদন বসে, অসহ্য নহি'ল স্নান হয়  
 মদ, কেবল চঞ্চলিত হয় ॥  
 মোহিনী অদৃষ্ট বসে, নারী সগন্ধ সন্ধ্যাম.  
 মদ, প্রাণ হয় যে উদাস ॥  
 প্রবোধ দায়েন, মান্য দাবে রাখ কটকণে.  
 বিনয়নি ইহঁবে প্রকাশ ॥

— ৫৫ —

অগমণীর আশ বাসিনী দিগকে  
 সন্ধ্যাদে দেখুন এবং নগর বাসি  
 নীর গণক নিকটে নিজ নিজ  
 অতিপ্রায় গণান ।

পরার ।

এই কপে ভুবনের পোহাল রজনী ।  
 প্রাতঃকালে গাত্রোথান করি গুণমণি ॥

অর্থি কচানিয়া করে মিচকি অরণ ।  
 যি নত প্রাকৃতিক ইকল মনোপন ॥  
 যত্নপার রমিক রাজ করি স্নান দান ॥  
 নদা আদি নিত কক্ষা ইকল মনোপন ॥  
 মৌল্যতির স্বভাবাচ্ছ সন্ধিয়া প্রকারে ॥  
 যান কথা অকৃত বাণিত নাহি পারে ॥  
 দক্ষিণ চক্ষু চিত্ত নাহি হয় স্থির ॥  
 য পুষ্প শুষ্ক কথ্য না কন বাহির ॥  
 যত্র নাহি নিদ্রা হয় ওরে চক্ষুস্ট ॥  
 যেন যনে যেনে আঁসি গুলিয়া বপটি ॥  
 যত নত পদাঙ্গী চপল অন্তরে ॥  
 যত্রিয, কোন ক্রমে সমাধান করে ॥  
 নাহায প ড়ায দিয় জাতি বাড়ী বাড়ী ॥  
 বাহ্য দেহ সকলোবে করি তড়িত তড়ি ॥  
 আর শুন মনালয়ে আশ্চর্য, চারেক ॥  
 বড়ই অপূর্ণ এক গণক এসেছে ॥  
 তখন পূর্ব কোথা নাহি দেখি জাব ॥  
 বসিকতায় পূর্ণ কত গুণ কব তার ॥  
 তাহে কল ঘোর অন্ধকর নাশকারী ॥  
 অনন্ত নিন্দিত হয় তাব অক্ষ হেরি ॥  
 কিবা তার ভুকষণ অতি মনোহর ॥  
 মূলধন হেরি তাহে ব্যথিত অন্তর ॥  
 মস্তক বেষ্টিত শোভে চিকন চিকন ॥  
 কি সমদর আসি তাহে হাস্য সুমধুর ॥

অপাঙ্গেতে পাঞ্চাঙ্গে করিয়া বন্ধন ।  
 কটাক্ষ সন্ধান করি চরি করে মন ॥  
 সতী তুল্য পতিব্রতা যেই নারী হয় ।  
 তারে দেখি তার মন মজিবে নিশ্চয় ॥  
 গুণাকর নাম ধরে গুণের সাগর ।  
 রসবতীর মনোমত্ত রসিক নাগর ॥  
 তারে দেখি নারীর উথলে কার কৃপা ।  
 সঙ্ক্ষেপে কাঁহনু সেই গণকের রূপ ॥  
 তুল্য নাহি দিতে পারি অবি তার গুণ ।  
 মনোবান্ধব বন্ধে পাত : আপনি দে গদ  
 মালিনীর প্রমুখে শুনিয়া এই উক্তি ।  
 রামাগণ সবে করে পরস্পর যুক্তি ॥  
 প্রথমতো বাহিরায় কতগুলি বৃদ্ধি ।  
 যাকি হক্কে উচ্চ পথে যায় গুড়ি গুড়ি ॥  
 যেই রূপ মনোবান্ধব করিয়া আইল ।  
 সেই মত্ত রস রাজ প্রত্যক্ষে কহিল ॥  
 ফলাফল ফার যেই করিয়া শ্রবণ ।  
 তৃপ্ত হয়ে স্বল্প বাসে করিল গমন ॥  
 তৎপরে আইল যার বন্ধা দশা ছিল ।  
 সন্তানার্থে গণাবারে সকলে বসিল ॥  
 ভবিষ্যৎ বাক্য তারা জানিয়া তখন ।  
 সমস্তোষে নিজবাসে কবিল গমন ॥  
 অতঃপরে নবীন যুবতী কুলাঙ্গণা ।  
 কি করে কপের কথানা হয় তুলনা ॥

স্নানী বিনাইয়া তাহে বন্ধ গুণসম্পন্ন ।  
 মনুপানে মত্ত হয়ে ভূজের বন্ধার ॥  
 নানিকার রসকলি অলক ভাঙত ।  
 সিন্দূর কজ্জল বিন্দু তদুপরি স্থিত ॥  
 পুরু বিষ সব এক তাহে মিশি যুতা ।  
 মনুপাতি যেন মতি কৃষ্ণ সুদে পাখা ।  
 মন্য বস্ত্র পরিধানা গননী কুঙ্কর ।  
 মধু দিব্য মব ভব্য মভ্য চমৎকার ॥  
 মনুভার উলটল হয়ে বরখিত ।  
 মনচরী মল্ল মল্ল মল্ল উপনীত ॥  
 মন্য মুখে মদুম্বার বাল নাভিনীনে ।  
 মন্যগো রাসের তাই আচ বিমলিত্রে ॥  
 মনমণী বলে এসে প্রানের নাতিনী ।  
 কি ভাগে উদর আজু হয়েছ না জানি ॥  
 আসিলার তবালে গণক দেখিতে ।  
 মন কিছু মনোভীট হইবে গণাতে ॥  
 বসিয়া আছেন রায় পালঙ্ক উপরে ।  
 মনুখে আইল ধনী অতি ধীরে ধীরে ॥  
 মনুনেরে নির্বাকিয়া হয়ে চমৎকার ।  
 মনুডায়ে রহিল চিত্র পুত্তলিকাকার ॥  
 ভাবেধনী একি রূপ অপরূপ হেরি ।  
 কোন জন আইল গণক বেশধরি ॥  
 বিরলে বসিয়া বিধি মজাইয়া নন ।  
 কবেছে নিশ্চয় এই পুরুষ রতন ॥



পূৰ্বাপৰ এই ব্যক্ত আছে ত্রিভুবন ।  
 বসন্ত রাজার সেনাপতি যে মদন ॥  
 শুনেছি কপের গুণ না দেখি নয়নে ।  
 বুঝি নাছি কয় দান, এর বিদ্যমান ॥  
 এই কপ ভুবনের কপ নেহালিয়া ।  
 মনে মনে হাবে খনী মোহিত হইয়া ॥  
 হার বশে কিবা আশে এসেছ যুৱতী ।  
 অন্তরে দাঁড়ায়ে কিবা করিছ যুৱতি ॥  
 আমি যে গণক নাম পরি গুণাকর ।  
 চিত্ত বাতী নাতি কিছ মন আগোচর ॥  
 আশ্রমে বলিতে পারি যার হেই ইন্দু ।  
 সংসারে নানিক কিছ আমার অদৃষ্ট ॥  
 অভিজাত বুজিঙ্গ গণনার ভাবে ।  
 সর্বদা পীড়িতা স্মাচ্ছ পতির অভাবে ।  
 নলিন হয়েচে তব মগ্ন পূর্ণ ইন্দু ।  
 কাণাদি বাড়বাগ্নে উৎক্লিষ্ট রস সিন্ধু ॥  
 যৌবন তরঙ্গ তাহে প্রবল হইল ।  
 অকূলে পড়িয়া তব দুকূল ভাসিল ॥  
 তাহাতে দূরন্ত বর্য্য বাড়িল এখন ।  
 বদনদী একাকারে ভাসিল ভুবন ॥  
 গগনে নিবিড় মেঘ দেখি আকর্ষণ ।  
 হৃদাকাশে বিচ্ছেদ ঘন করয়ে গর্জন ॥  
 চিন্তাবায়ু যোগে তাহে করিয়া চালন ।  
 চক্ষু হারে দুঃখবারি সল বর্ষিষণ ॥

মল্লিকার বজ্রাঘাত হয় ভয়ঙ্কর ।  
 জাহা উল্ল শিলা বৃষ্টি বাদে নিরন্তর ॥  
 উঠাচ্ছে মন তব চপলা চঞ্চল ।  
 প্রার্থ্য প্রবাহ তাহে হয়েছে প্রবল ॥  
 কহু বলি শুন ধনী আমার বচন ।  
 তু দিন থাক দিয়া সত আস্থানে ॥  
 মগত হেমন্ত অন্তে হবে দুঃখ অন্ত ।  
 মন্ত পাইবে কান্ত জানিহ নিতান্ত ॥  
 মদক শুনিয়া ধনী আনন্দে অপার ।  
 ম বল বলিলে দ্বিজ শুনি সুখাপার ॥  
 মল্লিকার প্রসাদে মম হেন ভাগ্য হবে ।  
 মননাত্ম আশারে কি পুনঃ দেখা দিবে ॥  
 মাহৌক পারে হবে অদৃষ্টের বসে ।  
 মনে থাকিব বল সে জনের আশে ॥  
 মনেহ তাপকরি অদ্য প্রাণ গেলে ।  
 কি আর হইবে পতি বসন্তে আইলে ॥  
 মইলাম কেন হেন গগন নিকটে ।  
 মকন ডুবিল মম পাড়িনু সঙ্কটে ॥  
 মনক ভাবেতে আসি তুমি কোন জন ।  
 কটাক্ষে আমার মন করিলে হরণ ॥  
 কেননে যাইব ঘরে না দেখি উগার ।  
 আঁখি নাহি ফেঁচর পদ চলিতে না চায় ॥  
 অপর প্রবোধ মন নাহি মানে বর্গ ।  
 তব প্রেম অভিলাসে হয়েছে বৈরাগ্য ॥

হঠাৎ প্রেমের তরু যদি দেও চিত্তে ।  
 তবে অধিনীর প্রাণ পক্ষ হয় রক্ত ॥  
 ক্ষতি কুল মন লঙ্ঘ্য কিছু নাহি চাই ।  
 সেবাদাসী করে তব সাজেতে বেড়াই ॥  
 বাব বলে কহ ঘনী একি অসম্ভব ।  
 না পারি বুঝিতে ভাব তোমার এসব ॥  
 বিদেশে এসেছি আমি কিছুই না জানি ।  
 তুমি যে এমন ঘনী চতুর পান্থিনী ॥  
 দেব নিশা সমভাব হইল বাসরে ।  
 ননোভুজ বঙ্গ কৈল নয়ন কেশরে ॥  
 না করিয় নথুপান এতক দুর্গতি ।  
 পান কৈলে প্রাণ রাখিতে নাহত শক্তি ।  
 উভয়ে উভয়ে দেখি এই অভিপ্রায় ।  
 মনে মাত্র লক্ষ্য মনে লোক লাজ দায় ॥  
 অনঙ্গ পাড়ায় ঘনী দুঃখিতা হইরা !  
 নিজালয়ে গেল পরে বিদায় লইয়া ॥  
 ক্রমে ক্রমে নগর বাসিনী আবরত ।  
 গাথ স্বমনোভীষ্ট আসি নিত্য নিত্য ॥



রাজ কন্যাকে দেখিবার জন্য  
 ভুবনের উদযোগ ।

পয়ার ।

এই রূপে কিছু দিন বাস করি তথা ।

গাঢ়ল ভুবনের ছন্দাধর ব্যথা ॥  
 চিনির আশানল না হয় সিন্ধাণ ॥  
 নির্নিশি সেই তাপে দহিতেছে প্রাণ ॥  
 জানে সন্তোষ নাই শয়নে যাতনা ॥  
 না নাহিক মনে সদাই বিমনা ॥  
 কদমে যৌবনা অতি গুণবতী নারী ॥  
 কাল পূর্ণ দিন চিন্তা করে তারি ॥  
 ভাবনা বিনা আর অন্য নাতি জানে ॥  
 নান্দুখে মগ্ন হয়ে সদা ভাবে মনে ॥  
 কহে বিবেকী হয়ে বিদেশেতে আসি ॥  
 দিনে ভগবতী পূরাইবে আশা ॥  
 দিনে মম ননো মানস পূরিবে ॥  
 তা অস্তে সুখ সিন্ধু কবে উথলিবে ॥  
 নদীর কুপায় তারে যে দিনে পাইব ॥  
 দেখা সে গনী আমি কহু না ছাড়িব ॥  
 এই রূপ বহু চিন্তা করিলেন রায় ॥  
 তুমিপি চিন্তিলেন পাবার উপায় ॥  
 নদ অটালিকা পাশে মনোহর স্থান ॥  
 প্রমবিলাসক নামে উত্তম উদ্যান ॥  
 নিত্য নিত্য একাকিনী রাজার দুহিতা ॥  
 নানা রঙ্গে জলক্রীড়া করে আশি তথা ॥  
 প্রহরী আছে তার চতুর্পাশ্বেদ্বারে ॥  
 থাকুক অন্যের গম্য পক্ষী যেতে নারে ॥

মনেতে জানিয়া রায় তাহার সন্ধান ।  
 দণ্ডন করিবারে হয় যতুবান ॥  
 শুভযোগ দেখি যোগ করি কালিকার ।  
 পশন উদয় কৈল রম পারাবার ॥  
 মনোভূমি মজাইয়া তার। পদাশুজে ।  
 লিলেন সুবরাজ দ্বারির সমাজে ॥  
 প্রণাম বক্ষক কাছে হইয়া উদর ।  
 ছল প্রকাশিয়া রায় তার প্রতি কয় ॥  
 শুন শুন বলি গুহে উদ্যান রক্ষক ।  
 কৈল প্যারি ভবিষ্যৎ আমি যে গনক ।  
 যোগে শনির দৃষ্টি তোমার উপর ।  
 বুঝিলা তব কষ্ট হবে বহুতর ॥  
 কবে কি বিপদ ঘটে বলা নাহি যায় ।  
 রাজার নিকটে বুঝি মস্তক কাটায় ॥  
 শুনিয়া প্রাকক বাণী গণকের মুখে ।  
 খোড় হাত করি দ্বারি দাঁড়ায় সম্মুখে ॥  
 কি বলিলে বল প্রভু শুনি তব বাণী ।  
 হিয়া দূরদূর করে স্থির নহে প্রাণী ॥  
 কোটিং নমস্কার তোমার চরণে ।  
 কেমনে মজল হয় বলহু একণে ॥  
 রায় বলে আছে বিদা ইহার কারণ ।  
 ভাল হয় গ্রহদেবে করিলে অর্চন ॥  
 প্রহরী বলয়ে প্রভু এয়ায় সাগরে ।  
 দয়া করি যদি পার করহ আমারে ॥

হর বলে চিন্তা নাহি কর দ্বন্দ্ববান ।  
 করিব যতনে চেষ্টা তোমার কল্যাণ ॥  
 কিছু বলি শুন এক আমার বচন ।  
 বুঝা হেতু চাহি স্থান অতি সজ্ঞাপন ॥  
 দেখিলান এউদ্যান মপে যোগ হয় ।  
 হৃদয় নাহি স্থান জানিনু নিশ্চয় ॥  
 এত গুরু মহাযোগী আছেন যে জন ।  
 তিনি আসি করিবেন একার্থ সাধন ॥  
 শূন্যায়ণকে কহে উদ্যান প্রহরী ।  
 কথ্য বলিলে প্রভু শুনিয়া শিহরি ॥  
 পুরা হবে রক্ষাকরি এই যে বাগান ।  
 অবশ্য নাহি হয় ইথে আগুয়ান ॥  
 আছে রম্য সরোবর ইহার ভিতরে ।  
 রাজকন্যা নিত্য আসি জলক্রীড়া করে ॥  
 আমরা নাহিক করি কখন প্রবেশ ।  
 কি আছে কোথায় তাহা না জানি বিশেষ ॥  
 উল্লান মম প্রতি হইলে নিদয় ।  
 এবিপদে মোর রক্ষা না দেখি নিশ্চয় ॥  
 বাগান মধ্যেতে কেহ যাইতে পাবেনা ।  
 গ্রহদেবতার ভবে না হবে অর্চনা ॥  
 আর বলে ত্যজ চিন্তা ওহে মহাবল ।  
 অবশ্য তোমার হবে ইহাতে কুশল ॥  
 পায়ান্য নহে যে সেই মহাযোগীবর ।  
 কি সাধ্য তাঁহারে দৃষ্টি করিবেক নর ॥

আমার কারণে তিনি দয়া প্রকাশিয়া ।  
 তোনা সকলেরে কপ ঘাবে দেখাইয়া ॥  
 রাজ কন্যা কদাচিত দেখিতে নারিবে ।  
 অন্যায়সে তব কার্য সফল হইবে ॥  
 ইহা শুনি আনন্দিত হইয়া প্রহরী ।  
 গলবাস হয়ে বলে কর ঘোড় করি ॥  
 মম পক্ষে সপক্ষ হইয়া শিরোমণি ।  
 কল্য তাঁরে সঙ্গে লয়ে আসিবে আপনি ॥  
 বায় বলে দৌড়ে কার্য সিদ্ধি না হইবে ।  
 একা আসিবেন তিনি কেহ না জানিবে ॥  
 এতেক বলিয়া তবে ভুলারে তাহারে ।  
 নিজ বাসে আইলেন আনন্দ অনুরে ॥  
 চতুরের চূড়ামণি চাতুরীর নাম ।  
 দাস বলে এত দিনে সে নারী হেরিলে ॥



ভুবনের মোহিনী দর্শনে যাত্রা ।

লব ত্রিপদী ।

অস্ত গত শশী, সুপ্রভাত নিশি,  
 পূর্বাচলে ভানু চলে ।  
 চন্দ্রপত্নী গন, হীন দরশন,  
 হইল নভো মণ্ডলে ।  
 কুমদী মুদিল, নগিনী ফুটিল,  
 ধাইয়া যুটিল অনি ।

( ৫১ )

নাগর নাগরী, সজ্জ পরিহরি,

বিচ্ছেদ করিলা কলি ॥

কৌকিল যুত্বারে, কুণ্ডল হার,

অরি নানা পক্ষিগণ ।

দম্পতি মিলিয়া, আনন্দে সার্থক্য

ভ্রমণ করয়ে বন ॥

অরিয়া গ্রীহরি, গৃহস্থস্থান করি,

তৎপরে রাজ অরাজ ।

মানদান করি, নিত্য কল্যাণি,

লইয়া রক্ত পক্ষজ ॥

চন্দনাক্ত করি, ইন্টাংদবে অরি,

দিলাজ্জলি রাশি রাশি ।

করে বহু স্তুতি, অকীর্ত্নে প্রণতি,

অন্তরে হয়ে উদ্ভাসী ॥

পরে রসরাজ, করে যোগি সাজ,

কি কব তাহার বাণী ।

চিকণ চিকুর, ঘুচিয়া প্রচুর,

হইল জটীর বেনী ॥

কর্ণেতে কুণ্ডল, করে বলমল,

যেন দ্বিতীয়ার শশী ।

ভাবিনী অভাবে, তাজি নিজ ভাবে,

হইলেম্ব সমাসী ॥

পরা বাঘ ছাল, গলে হাড় মাল,

বিভূতি আছে লেপন ।



ছাই মাখা কার, হেরিলে বিকার,  
পাশে কুল নারীগণ ॥

কুলে দিয়া ছাউ, তাহার বাজাই,  
লইয়া হয় যোগিনী ।

কি কব সে ভাব, দেখে যোগী ভাব,  
প্রাণে মরে বিবাহিত ॥

ববি হেন বেশ, ননের বিশেষ  
বাগমা পুরায় রায় ।

বল কারী কারী, মনসে অঙ্কলি,  
কারী পদাঙ্কুজে দেয় ॥

ভাব গদ গদ, সুখোদিত হৃদ,  
হার রাজার নন্দন ।

এক জন করি, অরিয়া শ্রীহরি,  
গমন ইকরা তখন ॥

আলি ধীরে ধীরে, বাগান গোচরে,  
হারি অশ্রু উপনীত ।

দ্বারপাল গণ, করি নিরীক্ষণ,  
প্রণমিল যথোচিত ॥

করি তাড়া তাড়ি, দ্বার দিল ছাড়ি,  
তন্মধ্যে প্রবেশে রায় ।

কিবা সে উদ্যান, ইন্দ্র যোগ্য স্থান,  
সম জান করি ভয় ॥

তাহ পুষ্পবন, অতি সুশোভন,  
কি দিব উপমা তাব ।

ଅଶୋକ କୋରକ, କିଂଶୁକାଦି ବକ୍ସ  
 ଦେଖିତେ ଚମତ୍କାର ।  
 ବନୁଳ ଟଗର, ଗଲିକା, ସୁନ୍ଦର  
 ରଞ୍ଜନୀ ଗନ୍ଧା ଚମ୍ପକ ।  
 ବୁନ୍ଦଜାତୀ ଜୁତୀ, ଗୋଲାବ ମେଊତୀ,  
 ତରୁଣତା ଗରୁବକ ॥  
 ଛାନ୍ଦନ ଅତସୀ, ଶୋଭେ ରାଶି ରାଶି,  
 ପାରିଜାତ ମନୋହର ।  
 ଜବାର କିରଣ, କୁନ୍ଦିର ବରଣ,  
 ଭାନୁ ଗଣି ବହୁତର ॥  
 ଚନ୍ଦ୍ର ଗଲିକାଦି, ହୁୟା ଆମିଦି,  
 ସୁଗନ୍ଧି ଗାଧବୀ ଲତା ।  
 ବସ୍ତ୍ରମେ ଉଦ୍ଭିତ, ଅତି ଗନ୍ଧୋଦିତ,  
 ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଅପରାଜିତା ॥  
 କେତକୀ ଦୋମାଟି, ବିକଶିତ ଗାଢ଼ୀ,  
 ମୁଶୋଭିତ ମଧୁରାଜ ।  
 ସେଫାଳିକା କଳି, ଆର କୃଷ୍ଣ କଳି,  
 ଗନ୍ଧାସ୍ଥିତ ଗନ୍ଧରାଜ ॥  
 ବରବି ପରାଗ, ଶତଭିରୁ ନାଗ,  
 କାଶିନୀ କନ୍ଦୁଳାବଧି ।  
 କନ୍ଦମ୍ବ ଦାଢ଼ିମ୍ବ, ବିଭୀତକୀ ନିମ୍ବ,  
 ବାଦାମ ଶୁବାକ ଆଦି ॥  
 ସୁଗନ୍ଧି ମକଲ, ନାନା ଜାତି ଫଳ,  
 ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ତରୁବର ।

আম আমলকী, সুপক্ক কণ্টকী,  
বদরিকাদি বিস্তর ॥

সুপক্ক গজুব, আছয়ে প্রচুর ।  
নুরস যুক্ত বকুল ।

কৃষ্ণ বর্ণ জম্বু, সুগোলাব জম্বু,  
চারিকেল জামরুল ॥

শ্রবশী জীফল, বাতাবি রসাল,  
পিচফল যে সুন্দর ।

শালাদি পোয়াল, সরসাল তাল,  
শোমলা নেহু বিস্তর ॥

গুণাল, সকলি, প্রভৃতি কদলি  
বৃক্ষ অতি চনৎকার ।

বিচিত্র প্রকার, আছয়ে তাহার,  
সুশোভিত চারিদার ॥

তথ্য নরোবব, অতি মনোহর,  
বান্ধা ঘাট প্রস্তরেতে ।

শ্বেত নীলপীত, বড়ই শোভিত,  
সোণার জড়িত তাতে ॥

মুগাসিত জন, তাহাতে উৎপল,  
তাসে প্রকুল হইয়ে ।

মনের আনন্দে, সেই অরবিন্দে,  
ভুজ বসি মধু পিয়ে ॥

সে জন হিলোলে, তাহাতে মরালে,  
করিছে মধুরধনি ।

সিনা দেখিয়া প্রাণ হইল  
 নৃত্য করিছে অমনি ।  
 চোখে খঞ্জনা অক্ষয়ি  
 পূর্ণবস্ত্রে বেরিয়া গারে ।  
 গায়ে তাল ভঞ্জন, তাই হুপ বজ্র  
 ভঞ্জেতে সদা বিছায়ে ।  
 এক কলোলে, ডাহুজার রোলে  
 ভুবিয়া ভুবিয়া ফলে ।  
 জল চর, তালে নিরন্তর  
 হই কল্য কলি ফলে ॥

— — —

অপর ।

বিছারে জব নালা পক্ষিগণ ।  
 মগ্ন হয়ে উৎসাহিত মন ॥  
 উদ্ভাস আশে গাফুল চাতকী ।  
 মগ্ন হয়ে নগ্নে মগ্ন শিখী ॥  
 কলিক পাখিরা সুগারত ফুলে ।  
 বিয়া করিছে ধূনি পঞ্চম সুয়ার ॥  
 টুটু টুটু সালিক করে কোলাহল ।  
 কুকুৰ •বুলবুলি হরিভোল ॥  
 বন, বৈরাগি গান করে চমৎকার ।  
 কল্য হুয়া নৃত্য করে দেখিতে সুন্দর ॥

তাহার কবিত্তে লক্ষ্য দায় হাঁড়িটাটা ।  
 শুড়শুড়ী চক চক সন্ধিয়াগাটা ॥  
 হরিদাঙ্গ করে পুনি আর তালচাটা ।  
 করেটু বাঠ চৌবরা কুকঃ কাদখোঁটা ॥  
 দইয়াস ভিন্নরস বলাকাদি নরি ।  
 কলিক লাজা মনুষ্য যুগু শুকসীদী ॥  
 পানলোভি চক চকী বসন্তগোউর ।  
 হিমান কাকলা ডাকিছে মধুর ॥  
 ভাঙ্ক মদ মদীরণ মলয়া বহিছে ।  
 বয়স মনুষ্য মদ মদগোঁড়া মনোহর ॥  
 আনন্দে পালিস্য কাদ কাদি : পাতলার ।  
 পার্শ্বকণা সেই পাতল বসন্ত জম্বর ॥  
 পুরুষের মদে মদে পাতল আশ্রয় ।  
 মনের আশ্রয় মদ কলোচ বিহার ॥  
 প্রকৃত দলিচ পাত্র অনন্ত প্রহারে ।  
 তিনাক দলিচৈ বৈষ্য নাহিরায় পাতল ॥  
 তাহাতে দেখিয়া সেই উদয়ন শোভিত ।  
 কাঁপে উরু প্রেমাধেমে হইয়া পীড়িত ॥  
 অঙ্গ মদে আনিবার না বয় বারন ।  
 জীবনে মল্লম হয় যুড়িতে জীবন ॥  
 সে আশা যুড়ায় জলে জলে আন ছলে ।  
 উঠিয়া দাঁড়াই বয় মহাবৃক্ষ তলে ॥  
 ভাবিলেন কামদিগু করি আরাধন ।  
 মরের শরের জালা করিব নিধন ॥

অঙ্গ চিত্তেতে সেই যাটোল বসিবা ।  
 নন বিন্ দল চবন কনিধা ॥  
 মন চন্দন দিয়া অঙ্কলি এনি ।  
 মন মনেন নমঃশিবার বলিয়া ॥  
 বান্ধ বসন্তালি দেয় বনে ঘন ।  
 ন করেন লাম ইষ্টয়া পাতল ॥  
 কত কবি বার বার কহে প্রাণে ।  
 পূজাকে যুবক কৃতিবাদে ॥  
 শিব শুভকর দিয়া মঙ্গল সাধ ।  
 নাম লিখর বাসি দেব ভক্তসার ॥  
 প্রভাস দানে তেজ অঙ্গ পূর্ণদে ।  
 প্রতি প্রতি যেন থাকা ভব পায়ে ॥  
 কত শিরে ফনি দলে অস্থিমানা ।  
 মনতুরা গানে মদ কৈ বিলাল ভোলা ॥  
 কৃতি ভূষণ বাসু ছান্দ পরিবার ।  
 অঙ্গ স্বধীর্গায় তুলিয়া পাতল ॥  
 বোঝ ববোবস বন রাজ পাল ।  
 উজ্জ্বল ভিত্তিভিমে ডাকাত তাল ॥  
 পান মহিমা তব মহীতে কে জানে ।  
 হিত করিলে দেব দেব নিজ পান ॥  
 বাসী উক্ট দি ডাকবরি বরী ।  
 মন করিলে বড় বলীবন্ধ বরি ॥  
 মনত বজ্রন করি বিষ বৈলে পান ।  
 উজ্জ্বল তাজি তব শ্মশান শ্রাবণ ॥

তোমার মাহাত্ম্য প্রভু বিস্তার পরাণে ।  
 ত্রিপুরা বধিয়া কৈলে নিভয় গাঁকিণে ॥  
 ললাটে অনুল সম ধরিয়া লোচন ।  
 কল্লিফ করিয়া ভগ্ন করিলা মদন ॥  
 ইচ্ছাময় প্রভু তব ইচ্ছাহ সকল ।  
 কামতক হায় দান কর নৌক্ষয়ল ॥  
 অখিল স্থিরার তুমি পশুপতি পতি ।  
 যদি মতি কর নাশ কর বসুমতি ॥  
 পুনঃ এসংসার সৃষ্টি কবহে মঙ্গর ।  
 তব খেলা সব ঘাছে শশধরধর ॥  
 স্বর্গ রম্য তল নর্ত, তুমি সর্বের সর্ব ।  
 তুমি একা তুমি তুমি তুমি গর্জ থর্ব ॥  
 তুমি লোভ তুমি প্রভু অপমান মান ।  
 তুমি লোক মোহ তুমি নূনি জ্ঞানাজ্ঞান ॥  
 তুমি মন্মথ তুমি মতি তুমি প্রভু দিন ।  
 তব দয়া কাছে হয় স্বভূক্ষিণ ক্ষীণ ॥  
 পাপাঙ্গে করুণাপাঙ্গে অনাথের নাথ ।  
 বারেক করহে দুষ্টি হেরস্বের তাত ।  
 অধন জনার মনোদুখে হর হর ।  
 দয়া করি দীনে দেহ দিগম্বর বর ॥  
 এই বাঞ্ছা করে প্রভু কাতর কিকরে ।  
 মনের বাসনা যেন পূরে এইপূরে ॥  
 এই কপে বহু স্তুতি কবে রমণয় ।  
 সঙ্ক্ষেপে কহিলু তাহা বিস্তার না হয় ॥

কুবন মোহিনী উভয়ে দর্শন ।

গীত ॥ রাগিণী বৈষ্ণবী

তাল আড়া তেকা ।

দাখানল হইল অস্ত উভয়  
দীপ্তিরমিলনে । দাদানল নিতে  
লেনন মহাধামি বরিষণে ॥

কুমদিনী হুদে থেকে, নিশাগাতি  
উদয় দেলে, যেমন গগন। সুখে,  
সেই কপ দই জনে । কৃপাতুর মূগ  
যেন, পাইল ভূমি বনে বন, দরি  
দ্রের বহু ধন, প্রাপ্তে যেমন মনে ॥

দ্বীপ ত্রিপদী ।

কোণে সে মোহিনী, সুবেশা হইয়া ধনী,  
ভাঁজ করি সঙ্গিনী গণেরে ।  
কেন্দ্র গমন করি, নিউ পানে লিপ্ত করি,  
ধীরে ধীরে উদ্যান তিতরে ॥

দয় হইল আদি, যেন শশী রাশি রাশি,  
রাবি শশী মলিন কিরণে ।  
কণক গর্জ নাশয়, সে ধনী স্বীয় নানায়,  
কুরঙ্গিনী লজ্জিত নয়নে ॥



সুখা তুল্য নিরুদয়। তাহে অলকঃ বর্ণিত  
যেন চাঁদে চাঁদের প্রকাশ ।

দন্তপাতি স্নানাহার, পকৃবিষু সাকার  
ওঁত ভাঁয়ে হুদু হুদু হানি ॥

কর্ণের বর্ণনা নাই, নীর্ণবারে নাহি পার  
তাহে অনঙ্গার শোভ বর ।

দেখিবা মস্তকে কেশঃ আপনি অপনে ছেদ  
চারে শিক কলিজ হ্রদর ॥

তাহে মিন হৈত বেদী-দোজে যেন কাল কণ  
মান। মনি বিজগিত তাহ ।

মিথীকায় করি আতি প্রবেশ করিলা নর  
লিঙ্গ মলিনা দেখে নাহায় ॥

কর প্রাপ্ত যত্নদয়, নর হুত দ্বায়াদয়  
হৃদপারি দেখে নর নর ।

পশুপতি হয় দুঃখি, সেই কটিকট দেখি  
তাহে শোভে নাতি অগোবর ॥

নিতম্বে অম্বরচাপা, উরু বেশ রত্না চাঁপ  
ভরু জিনি আতি সুকোমল ।

কায় লগ্ন করি তার, জ্ঞান শূন্য এতি প্রাণ  
বলে হার কিনেব উজ্জ্বল ॥

পূর্ণ পাক নাই নিশি, হুতলে কেমনে শশা  
দিবসে উদয় আশি হল ।

বিষম সুপার গোর, মানস চকর গোর  
হেন চাঁদ বিদ্যি কি সৃজিল ॥

তায় নহে চন্দ্রানন, সমার্থে সমবান,  
 অঁখি কোনে ছিঁজি উপাবনে ।  
 দাসাতন দেখে তনু, টেক দিয়া ভুক পনু,  
 হৃদপদ বিক্লিষ্টেক এসে ॥  
 ককরি কিকরি হায়, নরি নরি প্রাণ যায়,  
 বাঁচিবার না দেখি উপায় ।  
 বাবনের শক্তিশোলে, লক্ষ্মণ জীবন পেলে,  
 বিশল্যকরণী ছিল তায় ॥  
 মন প্রাণ বাঁচে যদি, পাই দেখনী ওষধি,  
 বকে যোথে শিক্ত করি অজ্ঞ :  
 পরদাসী নিবাবিয়া, আরে প্রতি ফল দিয়া,  
 করি তার স্বর্গোরব ভজ ॥  
 বিলিব সে মদনে, লজ্জা নাহি করে মনে,  
 বধিবারে সকাহর জনে ।  
 মন মনে এই ভাব, কামেতে উন্মত্ত ভাব,  
 মোহিনীর রূপ দরশনে ॥  
 তখন ভাবেন রায়, একপ কর্তব্য মন্ত,  
 দেখাইতে রাজ দুহিতারে ।  
 যদ্যপি সন্ন্যাসী দেখি, অবলা ও বিধু সুখী,  
 আবাসেতে ফিরে যায় ভরে ॥  
 এতক বিচার করি, যোগিকপ পরিহরি,  
 স্বীয় রূপ প্রকাশিয়া বৈসে ।  
 ধীরে ধীরে রাজবালা, মরণী করি উজ্জ্বলা,  
 সর্বোপর সমুখে আইসে ॥

জুবান বর্ণাল নবী, যাঁতকে অঙ্ক নিহরি,  
বলে একি দেখি চমক দার ।

নিত্য আনি সার, বরে: জলজ্বাণ করিবার,  
হাখে নাহি কাচ অধিকার ॥

এমন কোন্‌ চাহত: আদ্যাতন উক, হাখে  
নুজিতে না পাবি কাঁচ, দার ।

দেবতা বি ধানবদ, গাফিল নি সিন্দ  
কাহ্ন, কৌল কেন হাখে হাখে ।

মদ্য হইত পাত, দুখিলান হাখে হাখে  
দায়েই নাহি কিছু তার ।

কাহ্নিলা ১ বিবিলে, দাখে গাফিল হাখে  
কেমন হাখে দিল দার ।

দুখিলান অনু ধার, মানান মনন ভাখে  
আসিলাকে কোন মহাজন ।

নতুবা কেমন বদি, ভাগারে যত প্রাণি  
মনা জানে দিল দরশন ॥

জুবান মোহন দপ, ধিনি অতি সর কপ  
দেখি ধনী পদুলা অস্তর ।

বলে বরি হার হার, ধন্য ধন্য বিধাতা  
কি কপ গুঠেছে নিরন্তর ॥

নিমিয়া দুখি বিরলে, অনজ নিমিবে বাজ  
মনোনীত করি আপদার ।

তাই নুজিল সঠাগ, এরসিক গুণধার,  
কপে নাশে বিকল আখার ॥

ভায় কিবা চন্দ্রানন; ভায় নগ্ন রশ্মানন;  
যুগ্ম ভক অঁখির উপরে ।

বিন্দুচাপে চাপি বাণ; কটাক করি নক্ষত্র;  
জীকম মানস নিগ হরে ॥

অবশ হইল অক্ষ, বাড়িল মনে জাতক;  
আর নাহি হয় দধরন ।

স্বপন স্বাতন্য সব, আর বল কত নহে;  
দূরত বসন্ত প্রহারণ ॥

কি বা কাঞ্চ অগ্ন্যনতি; কি হুল সম্পদ ছান;  
নক্ষত্র ভয় বিমর্জন দিয়া ।

একমন করি কর, উহার স্রব হেতু;  
মমঃসুখে সর্বদা নেবিয়া ॥

নাকুল হইয়া প্রাণে; ভাবে ধনী মনে মনে;  
বিধি হেম দিন দিবে কবে ।

ও অজ্ঞেতে অক্ষ দিব; অধর ধরি চুস্থিব;  
মনোদুঃখ দূরে যাবে তবে ॥

এই রূপ নানা মতে; খেদ করে উভয়েতে;  
মনে মনে না করে প্রকাশ ।

এক বলে ভাল হৈল, নক্ষত্রপনে মিলাইল;  
বিধি বুঝি পুরানে আশ্বাস ॥

গুহাতে মনের কানি; অস্তরে ভাবেন কানী;  
গদ গদ ভাবে বসবাস ।

নিকটে আসিয়া ধনী, বলে কে বটে আসিনি,

এউদ্যানে কাক বিবাহে ॥

বুঝিলাম কক্ষ ভাঙে, মনুষ্য নাহি মথুবে,

তাড়ায়ে আইসে কি কলমে ॥

বাসে আছে ধরিপাল, সব রাজ্যেশ্বর বাস

কতু নাহি বলয়ে কোশলে ॥

মৃত্যু বপুঃ থাকে দূরে, পক্ষ না আসিতে পারে,

এই প্রেমবিজ্ঞানেক বান ॥

আসনি কি লায় ধরি, কহিল প্রকাশ কর,

ভজাইলে দ্বারবান গণে ॥

দেবতা দৈত্য কিম্বা, গুরুক কি বিবাহের

নব কিছা, বৈশ্যনার হুগ ॥

বক কি বার, কাম, সিদ্ধ কি লম্বী অক্লম,

সাধ্য কিম্বা সাধু মঙ্গল সাধ ॥

যেহু সেহু তুমি, সব অপরাধ ফনি,

এদামারে দেহ পরিচয় ॥

এয়ে বড় অপরাধ, দেখিয়া তোমার কপ,

হৈল মম প্রকল হৃদয় ॥

লাজ গান কুলধন, সকল করি নিধন,

তবপদ করিলাম দার ॥

হৈল না হে নিরদয়, অপদে দিয়া আশ্রয়,

বিগদে দাসীরে কর পার ॥

বায় হেনে করে, পিপাসিত সবোবরে,

ডাকে কি নিকটে নিজে যায় ॥

এত দুঃখ যার আগে, সে জনা আমার আগে,  
 প্রিয়তমে সম্মুখে দাঁড়াই ॥  
 বিলম্ব কি হৈছে মোহে, নরকদা এতক্ষণ মোহে,  
 অনঙ্গ হানিয়া ভীকু শর ।  
 ধনীপ্রতি রায় কয়, শুন মম পরিচয়,  
 অঙ্গুর ভীষণ করাহর ॥  
 তব নাম শুনি কালে, ব্যাকুল হইয়া প্রাণে,  
 আশাভোরাশ্রয় আইলাম ।  
 কখনে যদি হৈ প্রিয়ে, একনে সদয়া হইবে,  
 অচিরে পূরায় মনপ্রায় ॥  
 যে পূর্ণা সে মোহিনী, শুনিয়া রসের বাণী,  
 রসিকেরে কহে রসনায়ে ।  
 আমিহু আদ্য অস্ত, না পাইনু যার অস্ত,  
 কিসে তাহে করুণা প্রকাশে ॥  
 দুপাবিন্দু বরিষণে, চিন্তাসিদ্ধু সম্বরণে,  
 নিজ তব ভোজ্য কর দান ।  
 ঘোর সন্দেহ তার, অস্তর কর আমার,  
 এবিগদে পাই পরিজ্ঞান ॥  
 যার বলে শুম বনী, আমার স্বরূপ বাকী,  
 পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন ।  
 কান্তি কুল শীলচার, রূপ গুণাদি বিচার,  
 নাহি থাকে যদি যজ্ঞে মন ॥  
 আর্য্যোহে যেই দ্বিধি, সৎসঙ্গের নিবন্ধ বিধি,  
 সে রূপ বর্জন ইহা লিখা ।

সমানে সমান মিলে, কীচে উড়ে কোন কাম,

নাহি দিলে দেখ বিচারিয়া ॥

স্বপ্ন জাণি স্বপ্ন যাকী, করি বনে কুরঙ্গাকী,

তবে কানি হস্ত ধন পতি ।

মানসে ভবনে বসি, পরিবর্তে কলকরী,

কসি নীরে ভাসিল ঘুবতী ॥

সলসে পুণিত কায, রসভাষ রস রাস,

বাকি জিহবে ভূমি টেহনে নাকী ।

একোণ থাকিতে নেহে, হাড়কা হইবে ঘোরে,

চন্দ্র সূর্য, এক সাধু্যকাকী ॥

মানসে মিলন টেহন, প্রকাশ হইতে রে,

না হইল মনে দুখে নাশ ।

আশায় থে দহেছিল, কখনে দ্বিষ্ট হইল,

মিলনেতে তাহিস কলশ ॥

কহে ঘনী কর পুটে, স্বপতির সঙ্গিকটে,

বল নাথ এলানীর কাছে ।

কি ছল একাশে আসা, কোণায় হয়েছে বস,

কে এমন মনোমত আছে ॥

কহেন ভুবন হাসি, আড়িয়ে গুণের মাদী,

পদধনী মালাকার জাতি ।

যত্ন করি দিল বাসা, কেবল তব প্রত্যাশা,

আশ্রয়েতে করিলে বসতি ॥

এত বলি সে সময়, উভয়ে বিদার হয়,

স্বপ্ন বনঃ পরিবর্ত করি ।

রাগিরূপ ধরি রায়-বাগান হেতে বাহিরায়-

দাঁড়াইল যথায় প্রহরী ॥

শুন শুন শুভে দাবি-তব পক্ষে অভকারী,

উঠিলেন নবগ্রহ দেবে ।

দূর হবে সুখক্ষণ-রাজ্য তাতে অনুবন,

তোমা প্রতিজ্ঞ মিলায় এবে ॥

এত বলি রসনয়, চঞ্চল চিত্তেতে হব,

উপনীত মালিনী আলয় ।

মালিনী লাগণ্য বাণে-অব দূর হয়ে প্রাণে-

কিছু দিন করিলেন ক্ষয় ॥



বসন্তের আগমন ।

গীত । রাগিণী বসন্ত বাহার

তাল কওয়ালী ।

ককু বসন্তের ডকা বাজিল । চতুরঙ্গ  
দলে অনঙ্গ মাতিল ॥

মলয়া বহেমন্ড, গন্ধা পুরিলগন্ধ,  
পূর্ণাসে মকরন্দ, অলিবৃন্দ ধাইল ।

শুমিয়া কোকিলের ধ্বনি, সফা শু  
বাক্য মালিনীকে লিরসে কামিনী,  
বিমলিনী পীড়িল ॥



## দীর্ঘ ত্রিপদীছন্দ ।

হৈল স্বত্ব হৈল অলু, প্রবিষ্ট সুখে বসন্ত  
 হৈল যত্ব স্বত্ব প্রধান ।  
 মুগ্ধরিন তরুচয়, পুষ্প প্রফুল্লিত তার,  
 শোভান্বিত হলপুষ্পোদ্যান ॥  
 ফুলি মল্লিকা জুতী, বেল অমৃত্যু মানতী,  
 বাসন্তী মধুনাতি অহরী ।  
 বকুল বঞ্জুল বক, কম্বিকার কুরু বক  
 উড়পুষ্প বজ্রপুষ্প দাসী ॥  
 আশোতাঙ্গি পুনরক, চন্দ্রমল্লিকা চন্দ্র  
 রজমাগন্ধা, হুগল জীতা ।  
 ফুলি মল্লিকা নারক, গোলাবাতি কুণ্ডল  
 কামিনী টগব তরুলতা ॥  
 সম্পাক কদুল কুন্দ, জনমধ্যে অবধি  
 গন্ধবাজ অরিষ্ট রঙ্গণ ।  
 নব পত্রে কুঠ শোভা, তাহে পুষ্প মনোহো  
 বিস্তারিয়া না হয় বর্গন ॥  
 বসন্তের পুষ্প যত, সব হৈল প্রফুল্লিত  
 সুগন্ধে পুদিন ত্রিভুবন ।  
 আপনার দিন পেরে, প্রফুল্ল অন্তর হইবে  
 বসন্ত রাজার সৈন্য গণ ॥  
 রাজের শাসন জন, দম্বের নাহিক গণ  
 উপগত হইল সম্বরে ।

মাধিবারে খীর কর, করে পরি খনুঃশর,

হারি মার মার মার করে ॥

দে মন্দ সঙ্গতি, বলিয়া দিবস রাত্রি,

বহে মাতি মনের হারিখে ।

শবাল বৃদ্ধ যুব আঁকুণ্ডিত আকার্য্যাব

সকলের সূর্য্য প্রকাশে ॥

প্রবেশিয়া পুণ্ড্র বন, ভ্রমর করে ভ্রমণ,

গুণ গুণ গুণ রব করে ।

ক্লারিয়া পুণ্ড্রপবি, বৈসে করে মধুচুরি,

ভাসে সদা আনন্দ সাগরে ॥

নের আনন্দ ভরে, কোকিল পঞ্চঃ করে

কুহু কুহু ফুকারে বসিয়া ।

রে হরষিত মতি, দীপ্যবলে রতিপতি,

অতি রস রঞ্জেতে মাতিয়া ॥

ক্লারিয়া শরাসন, সন্ধান পুরিল বাণ,

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভেদিল ।

দেবতা অসুর যক্ষ, গন্ধর্ব্ব অশুর রক্ষ,

বাচস্পয়্য সকলে মোহিল ॥

পিশাচাদি বিদ্যাধর, পন্নগ কিম্বর নর,

সিদ্ধ ভূত গৃহ্যক প্রভৃতি ।

বিবি কৃত জীব লক্ষ, কীটাদি পতঙ্গ পক্ষ,

একে একে না হয় বুততি ॥

শ্রী পুরুষ পরম্পরে, মদনের পঞ্চশরে,

অর অর হয়ে কলেবর ।

একত্র হয়ে দম্পতি, প্রেমরস রঞ্জে মাতি;  
 অনমনসে সুখে দেয় কর ॥  
 বোহিনীর আলিলায়ে, বসি আলিনার বাসে,  
 দিবানিশি ভাবে রসময় ।  
 তাহে বসন্ত তরঙ্গ, আসিয়া পর্ণিল অঙ্গ;  
 দেখিতে দেখিতে মগ্ন হয় ॥  
 যদ্যপি ভাসিতে চায়, মলয়া মরুতে তায়,  
 শত গুণ বাড়ায় হিলোল ।  
 সে জীবনে জীবনান্ত: করিবারে রতিকান্ত;  
 শরাদ্বাতে করয়ে দুর্কল ॥  
 নাহান দেখে মাতার, মাতারে বিহতে পার,  
 পারে সেই বিরহ পাথার ।  
 তরুণী তরুণি পোলে, চাপিয়া বসিয়া হালে,  
 ভনে অনায়াসে হয় পার ॥



বোহিনী বসন্তে তাপিতা হইয়া

মদ্যব্রমে পুতি ভৎসনা ।

গীত । রাগিণী সোহিনী

তাল আড়া ঠেকা ।

বিধাতা যদ্যপি নিজে রমণী

হত । রমণীর যে যাতনা তবে

সে জানিত ।

করিয়াছেন যেই বিধি, হুঃথে  
হুঃথে নিরবধি, একগ হুঃস্থিত করি,  
আপনি মঙ্গল। তবে এ যুদ্ধ-ভেদে  
স্মার নাগী না সৃজিত ॥

নাহি মার আগমান, বিধামৃত সম  
জ্ঞান, ধর্মাদর্ম নাহি আছে যাহার  
নিরুটে কিমে হুঃস্থিত হুঃস্থি সে  
নাহি নরক-অভীত ॥



### পর্যায় ।

স্বপ্না সুবর্ণী অতি অবলা সরলা ।  
মহাতে দুরন্ত পুংপ সময়ের স্থলা ॥  
ককট বহিছে শ্রীং ভূবনের ভরে ।  
কট ওণ আল উঠে অনাজের শরে ॥  
জাজাতে মলয়া বন্দ বহনে বহনে ।  
তাপিতা কইয়া করে তৎসনা বহনে ॥  
ধিক ধিক বিধাতারে তোরে যে সৃজিল ।  
ধিক ধিক তারে তোরে রাজা যে করিল ॥  
ধিক তব রাজ্যপাট ধিক পরাক্রমে ।  
ধিক রে বসন্ত ঋতু ধিক গন্ধ সুমে ॥

শত শত বিক্রেতায় তোমার শরাসনে  
 সহস্র সহস্র বিক্রেতায় তব শরাসনে ॥  
 রাজ্য হয়ে সুবিচার রাজ্যে সে বন্দ্য  
 তোমার যে শত্রুনাশি অবিচার বন্দ্য ॥  
 চতুর্থ অঙ্কের রাজ্য হয়ে এত জারি  
 পুত্রবে দেখিলে ভর বর কর নারী ॥  
 আপনি যেমন রাজ্যে গম পাতিমস  
 না পারে করিতে হিত গটায় বিপদ ॥  
 তোমার সভাস্ত্র মন্ত্রী তিনি বটপত্র  
 মনে করে সব যেন তাঁর রাজ্য পদ ॥  
 কোকিল তমিলদার সদা কুহুহরে  
 একাকিনী বিরহিণী পোয়ে দগু করে ॥  
 দম্পতি নিকটে গেলে প্রকাশ পায় শুধু  
 পুরুষ পোয়ে এসে গায়ে কাঁদে চুপ ॥  
 দলের প্রধান তব এই দুই জন  
 বাকিরে যেমন রূপ অন্ধারে তেমনি ॥  
 বিরহিণীর প্রাণেতে দিয়া হতাশন  
 তাহাতে করয়ে বৃদ্ধি বলরাগবন ॥  
 অদল। সরলা। দল। আশারে পাইয়া  
 বধিবে ক্ষীণ বৃদ্ধি সসৈল্যে মাতিয়া ॥  
 কাহু বিনা তব বাণে যদি যায় প্রাণ  
 নারী দেহ ছাড়ি তবেই হবে পুমান ॥  
 হতেছে আশার মনে এই অতিলাষ  
 নিব দয় তেজ লব হয়ে নিব দাগ ॥



একেত করক ভাবি যৌবন সাগরে ॥  
 তাহে যুগ্ম কুলত্রি কামেন্দুর ভাবে ।  
 অবলা পূর্বলা বালা বাহিতে কি পারে ॥  
 ডুব ডুব করে তরী কাণ্ডারীনিহীনে ।  
 বক্ষাকরে লজ্জা হাল্ চাপিয়া যতনে ॥  
 তুফানে পড়িয়া ক্রমে হেঁস বল হীন ।  
 হিম্মতিয় কলেবর ভাবি গিঁশি দিন ॥  
 শুকাইল মুখ নিশ্চু মলিন বরন ।  
 পূর্ণ চন্দ্রে যেথ যেন টেকল আশাদিন ॥  
 সখীগণ ছেন কল করি নিরীক্ষণ ।  
 পরস্পর হেঁস সবে চিন্তানিভ মন ॥  
 নকলে একত্র মিলে বলে কিকারণ ।  
 রাজপুত্রী হেঁসে সখী মলিন বরন ॥  
 অমৃতাঙ্গি বসিরাছে শুক্ল স্তম্ভের ।  
 দিনে দিনে হইতেছে শীর্ণ কলেবর ॥  
 পূর্ব বত বক্ষ রস বাক্যের কৌশল ।  
 হাস্য পরিহাস পরিহারিছে সকল ॥  
 বিজ্ঞান কুলজন নিরীক্ষণ করি ।  
 জানিতে ইহার তত্ত্ব চল সহচরি ॥  
 সখীগণ যুক্তি কৈলা এই অনমনে ।  
 মনুভাবে জিজ্ঞাসে মোহিনী নৈমিষানে ॥  
 শুন রাজবালা মোরা করি নিবেদন ।  
 তোমার সমীপে এক সমের কথন ॥  
 সত্যকরি বল ধনী আগাদের কাছে ।

কিজনে, আকৃতি তব এমন হতোছে ॥  
 দিন দিনে শুকাইছে মুখ অরবিন্দ ।  
 বীরস হতোছে কিসে হাস্য মকরন ॥  
 কি রোগ লম্বিয়া দেহে তৈল আচ্ছাদন ।  
 প্রকাশ করিয়া বল শুনি বিবরণ ॥  
 হেলায় দোষে কালি নাহি দেখে মালী ।  
 গজেন্দ্র বন্দ্য তাঁর কিছুই মাজানি ॥  
 দেখি আমরা গিয়া রোগা মলোচনা ।  
 বিধিযুক্ত তব মায়ে করি ভীষ্মিন, ॥  
 ভীষ্মতে জ নিহত পারিবেন মহারাজ ।  
 ন্যায়ের ব্যাধিনাশ জন্য কবিরাজ ॥

—অঙ্ক—

মধীন্দ্র পুতি মোহিনীর উত্তর ।  
 গীত । রাণিণী খাষাজ ভাল মধ্যমান  
 বিষয় সমরে পুণ্য দায় । মধীন্দ্রে  
 আমার, ধৈর্য্যবিত্ত্বগ হয়ে সকল  
 মজায় । মার, মান শর জালে, মহা  
 বক্ষ হল ক্রমে, বক্ষ্য হেতু বণ  
 হলে, না দেখি উপায় ।  
 বিপাকের পক্ষ যত, হৃৎকায় অবি  
 রত, বদ্বন্দ করিয়া হত, নহি দায় ॥



## দীর্ঘ ত্রিপদী ।

স্তন স্তন সখীগণ, জ্ঞানার দুঃখ বচন,  
 প্রকাশ করিয়া তবে বলি ।  
 তোমরা আমার প্রতি, কহিসে গো যে ভাবতী  
 তাহা নথী প্রামাণ্য ককলি ॥  
 ধরেছে যে ঘোঁরাবার সেকথা না বলা যায়,  
 মরমে সরন হয় প্রতি ।  
 তোমরা ব্যথিতানার তাই করিয়া প্রচার  
 যদি তোমাসবাক্যের প্রতি ॥  
 যোবা হয়ে কুপথ্য, বৃদ্ধি তাহে রস পিত্ত,  
 তাবোৎপত্তি বসন্তে বসন্ত ।  
 ১৮ চিত্ত হইয়া তব, বিরহ দুই শ্রেণী,  
 হইয়াছে সম্পূর্ণ বিকার ॥  
 বর্ষাধির কুতূহলি, স্তনিয়া প্রাণ স্বজনি,  
 সদা অন্ধ হইতেছে দাহ ।  
 দূরন্ত মলয়া বায়, কুসুম মৌগন্ধে তায়,  
 ঘন ঘন হইতেছে মোহ ॥  
 মপুকরের গুঞ্জর, প্রবেশি কর্ণ কুহর,  
 বধির করয়ে গো তাহার ।  
 কেহি তুষা অনুক্ষণ, নাহি হয় সন্মুখ,  
 বাচিবাহ না দেখি উপায় ॥  
 নিরীক্ষিয়া সিতপাক, কাক নিদ্রা হয় চক্রে  
 জীবন পরশে হইয়াতাপ ।

কায়েন্দ্ৰিয় ক্রমী প্রায়, ঘন ঘন দণ্ডেণ কার,  
কণে কণে দেখি গো প্রল'প ॥

দাত্ত মার করে মার, হানে নগী তীক্ষ্ণ শর,  
শয্যা ক'ক' সে জালায় ।

ভাবি কুলজাজ ভয়, কঠদেশে গুফ চয়,  
প্রোমাবেশ উল্লস তাহার ॥

বয়েছে সে উপসর্গ, করিতে এ মোগারোণ,  
নাগান; বৈদ্যের সাধ্য নাই ।

শক্তি ধনধরি যদি, দিন-ইরা দেন বিক্রি,  
তবে এবাধিতে জাপ পাই ।

এরোগের ঔষধ আছে, সুকলি তাহার কাছ,  
সে যে মহৌষধ নামে কর ।

পানিস্রু প্রকাশিতা, খর যথু মিসাইরা,  
নসাসিঙ্গুর খাইব নহর ॥

সে কহা নিমি অধর, চুহন যে চণ্ডেশ্বর,  
ভাঁর করে কাছে মুষ্টিযোগ ।

দিলে বক্ষহলেপদ, বিদ্ধ হবে কলেক,  
না হবে উল্লস অনায়াগ ॥

যদি অনপান নিয়ে, আলিঙ্গন মৃত্যু করে,  
নির্বোধি হইবে এই দেখ ।

এই মহৌষধ ভিন্ন, আর সখী নাহি অন্য,  
ইথে কিছু নাহিক সন্দেহ ॥

কি বৈদ্য দেখাবে গিতা, গীড়িতা মহা দুহিতা,  
বিসাক্ষ অরেক তীক্ষ্ণ শরে ।

একথা তোমরা সবে, যেমন করিয়া কবে,

একানিশা মাঝেব পাতরে ॥

এবং লক্ষ্য করিয়া, কৈতে হইবে কবে,

তাহা কৈতে মরণ যে জীব ॥

শুন মম সত্যি দার, কর এই উদ্দেশ্য

শীঘ্র করি অমিকৃত ফল ॥

আহুতি দিয়া এবেত, নবিতা সখী নিখিল

জনমের মত নবীনতা ॥

শুনেছ যেমন কত, পরাণে পশয় কত,

সেইরূপ এইরূপ শীতল ॥

নিম্নে হইবে অবকৃত, লক্ষ্যে দৃষ্টি দিয়া

জীবনে লীলা করি দল ॥

কিছু দেহ গো স্বপ্ননি, এখনি কাল বৃক্ষনি

প্রাণ ত্যজ করিয়া সেপান ॥

সুনিয়া এতক বাণী, নবীনতবে এক জনা

সকলের শ্রেষ্ঠা নে যুবতী ॥

তাহার নাম কানিনী, যেন কামের কানিনী

তাহে সেই বুদ্ধিমতি অতি ॥

হাস্য আস্য হাস্যকর, ওমা একিগো বস

কহিলে যে রাজার নক্ষিণি ॥

যেথো শুনে রহ ভদ্র, আত্মে কাপরে অর

একবার হলে উদ্ভাদিনী ॥

শুন ওগো রাজবালা, কামোনা এত উত্তম

শিরিতের সুখ যে জাননা ॥

( ১৯ )

অহংকার প্রেমদায়, কিঞ্চিৎ বলি তোমার,  
এবং করগো সুলোচন ॥



গীত । রাগিণী বাগেশ্বরী তাল  
আড়া ঠেকা ।

কেন এত ধর্মী । গিরিতে বাসনা  
ও বিধুবদনী ॥

কহিতেছ মনতন, মিছাকেন পুণ  
পণ, নাহি জেনে বিবরণ, ভাব  
দ্বিভঙ্গ ব্রজনী ॥

প্রেম নয় জামান, ধন, আগে জুয়া  
বিতরণ, শেষে করে জ্বলাতন, মদত  
পরাণী । প্রিয় হবে পুতিকুল,  
অকূলে ভাসিবে কুল, বিহেদ বাণে  
পুণাকুল, হবে বিনোদিনী ॥

ত্রিছন্দ পয়ার ।

জখামে, কক্ষ প্রেমে, রাধা বিনোদিনী ।

দায়রত, দুঃখ যত, শুন বিনোদিনী ॥

ঘরে কাল, আছে ভাল, পাপ ননদিনী ।  
 পেয়ে ছল, প্রতিফল, দেয়গো তখনি ॥  
 কুবচনে, দুনয়নে, অশ্রুধারা বারে ।  
 সদা ভীতি, সে দুর্নীতি, আয়ানের ডরে ॥  
 ভবপারে, যাইবারে, যে নাম তরণী ।  
 প্রেমে মজে, হল বুজে, তিনি কলঙ্কিনী ॥  
 প্রেমরসে, পিবারাশে, লজ্জা ভয় ত্যজে ।  
 ঘোর মিশি, থাকে বসি, ঘোরারণ্য মাঝে ॥  
 সে সে কাঁদে, কালচাঁদে, নাপায়ে নিশিতে ।  
 দুঃখ জলে, অঙ্গ ঢেলে, লাগিলা ভাসিতে ।  
 আর শুন, দুঃখ পুনঃ, কার নিবেদন ।  
 বুজপুরী, পরিহারি, যবে নারায়ণ ॥  
 মধুপারে, মাতাকরে, অক্লান্তের মনে ।  
 প্রাণদিকা, শ্রীরাধিক, ত জি বৃন্দাবনে ॥  
 হেনবাণী, কমলিনী, শুনি অমৃতপুরে ।  
 অকম্পিত, বজ্রাঘাত, সম জ্ঞান শিরে ॥  
 কেন্দ্রে কেন্দ্রে, শ্রীগোবিন্দে, ধরিবার তরে ।  
 দ্রুত হাঁটে, রাজবাটে, লজ্জা নাহি করে ॥  
 উপবিষ্ট, ছিলা কৃষ্ণ, রথোপরি যথা ।  
 ধরাতলে, কেঁদেবলে, কৃষ্ণ চলে কোথা ॥  
 কিবা দোষে, অভিযোগে, ত্যজি নিজজনে ।  
 প্রাণ হরি, প্রাণ হরি, লয়ে সঙ্কোপনে ॥  
 ফিরে চাও, বলে যাও, কবেহে আসিবে ।  
 এরাধার, প্রেমাধার, কবে দান দিবে ॥

বনমালী, আনন্দ কালি, বসে দিয়া আশা ॥  
 বর্ষশতঃ হালাগত, না করিল আসা ॥  
 বংশীধারি, কণ্ঠসে মারি, বনিসিঃ হাসনে ॥  
 সুবিলারে, রাজ্য করে, আনন্দিত ননে ॥  
 শীলকায় দ্বারকায়, তারপব আসি ॥  
 রাজাহয়ে, কার বিয়ে, ষোড়শ রূপসী ॥  
 কমলিনী, চিন্তামণি, কিনা অনাহারে ॥  
 প্রাসনে, অচেতনে, পড়ে শবাকারে ॥  
 কৃষ্ণ বলে, অগ্রজলে, ভাসি নিশিদিন ॥  
 কৃষ্ণ বর্ণ, কৃষ্ণ বর্ণ, হয়ে কৃষ্ণ হীন ॥  
 বসে প্রাণ, বসে প্রাণ, অসার আশে মাত্র ॥  
 লে তাঁর, নৈলে আর, স্পন্দহীন গাত্র ॥  
 দাঁতে রক্ত, হয়ে এত, দুঃখপান তিনি ॥  
 লে মত, প্রেমভক্ত, নাজানিয়া ধনী ॥  
 সিন্ধেশ্বর, নিরন্তর, ভাবিত অপার ॥  
 কি সাহসে, ভাব্যশে, পাইব নিস্তার ॥  
 নিদ্রা কর, সে অরুণ, সুত ব্যাধ পাছে ॥  
 আছে ভয়, কিসে জয়, পাব তারকাছে ॥  
 মনুপায়, কয়ে ভায়, বলে দীন জন ॥  
 অন্তকালে, গজাঙ্গলে, হৈ যেন পতন ॥  
 বসনায়া, যেন গায়, রাধাকৃষ্ণ নাম ॥  
 জয়স্বরে, দয়াকরে, কর গুণগাম ॥





[illegible]



বিশদে ফেলিয়া বলে করিব উদ্ধার ॥  
 অনন্ত যাঁহার নাম ব্যক্ত ত্রিসংসারে ।  
 তাঁর মন কারবার কৃষ্ণিদানে পারে ॥  
 জ্ঞানলা ভলিয়া ছলে আনিয়া কাননে ।  
 সুখেই মুক্তি পাই যত করয়ে রে মান ॥  
 প্রভাতে আনিয়া জীব প্রিয়তা জননে ।  
 এখেনের উপযুক্ত বস্তু তুমি নও ॥  
 রাখালের সহ বাস কর বনে বনে ।  
 সেইমত মুক্তি তব জানিবে এমনি ॥  
 এইমত নানাবতে ভক্ত কলা করিয়া ।  
 কুঞ্জের বাহিরে বসি দিলে কান্দাইয়া ॥  
 ক্রমেই গোপীগণ ভগবত লেশরে ।  
 বিশিষ্ট করি সব অপমান করে ॥  
 তথাচ সে কালশযী মৃদু মৃদু স্বরে ।  
 নথিদের প্রতি প্রতি যোড় করে করে ॥  
 গোপিকা সহায় নাহি হয় সমাধান ।  
 দেখিয়া দুর্জয় নান ভীত ভয়বান ॥  
 মলময়ীকৃত বাদে বলেন কানাই ।  
 কুকর্মা করেছি আমি কন্য কর রাই ।  
 নিজ জন্মে বৃথা কর এত ভিষ্মা চাই ।  
 তোমা বিনা বিজগতে আর কেহ নাই ॥  
 তুমি যদি নাহা হইবে ওহে প্রেমময় ।  
 দাঁড়াই কাহার কণ্ঠে করে দুখ কই ॥  
 এইমত নানাবিপ ককণা ককণি ॥

[illegible]



শুন শুন রাজকন্যা, তুমিগো কুলের মান্য,  
 চাঞ্চল্য কি তব যোগ্য হয় ॥  
 বলা বলা প্রবোধিয়া, রাণীর সমীপে গিয়া,  
 বস্তু করে কহে সমীপণ ।  
 এন ভগো মহারানি, আশাঘের এই বাণী,  
 তব কাছে করি নিবেদন ॥  
 ইয়া আছ নিশ্চিন্ত, কুলভর নাহি চিন্ত,  
 ধর্ম পথ কিলে থাকে বল ।  
 শ্রবণ ভাবি গো তাই, বিবাহের কথা নাই,  
 কুলে কন্যা যুবতী হইল ॥  
 গরতে কাশাকানি, যথা তথা এই বাণী,  
 রাজ বাটীর একি ব্যবহার ।  
 কলে আশা সকলে, ডাকিয়া বিরলে বলে,  
 লাজে মৃগ তোলা হয় ভার ॥  
 গর্ভারদের এত বাণী, প্রবণ করিয়া রাণী,  
 মনে মনে করেন বিচার ।  
 অতি ক্রোধাধিতা হয়ে, আজ্জ যথোচিত করে,  
 মহারাজে দিব যে দিকার ॥  
 এতেক যুক্তি করি, রহিলেন পাটেশ্বরী,  
 দীর্ঘ কার্য করিয়া বর্জন ।  
 ইহা দেখি সমীপণ, গিয়া মোহিনী মদন,  
 নিবেদিল সব বিবরণ ॥

অন্তঃপুরে অতঃপর, আকির্জেন দণ্ডনর,  
রাজ কৰ্ম্ম দ্বিবি সমাপন ।

বসিগেন নিজঘরে, রাণী আসি ক্রোধিতরে,  
রাজপ্রাণি বনেন তখন ॥

শুন শুহে মজারাজ, দেখিয়া তোমার কাঁচ,  
এমতমার বাই ত্যাগ করি ।

লোকের গজ্জা আর, সহিতে ভারেছ ভার,  
মুড়ায় এদেহ যদি মরি ॥

রাজকৰ্ম্ম সদা থাক, গৃহধৰ্ম্ম নাহি দেহ,  
লোকলাভ নাহি কর ত্বর ।

একটু বিয়গ জ্বালা, যুবতী হইল বাল্য,  
বল কিসে পক্ষ্য রক্ষা হয় ॥

দেখিয়া দৌহিত্র দুগ, পাইয়া পরম সুখ  
বিবাহ দিবেহে বুঝি পারে ।

ইহাই করি যুক্তি, ননে সুখী হয়ে অতি  
আছ পণ করি স্বয়ম্বরে ॥

রাজীসুখে হেন পুনি, তন্ত হয়ে নৃপমণি  
অতিশয় হনেন অধুষ্ট ।

নিশি হৈল সুপ্রভাত, শীঘ্র আসি নরনাথ,  
সিংহাসনে হন উপবিষ্ট ॥

পাত্র মিত্র অতঃপর, আসি সবে পরস্পর,  
নয় শিরে গৌরব দ্বাখিল ।

বসিল সুসজ্জা করি, রত্নগণ আদি করি,  
স্বয়ম্বে তুপতি আজ্ঞা দিল ॥

য' কল । স্বরূপা- সে ছেঁতু করিয়া স্বরাঃ  
 নানা বসে করহ উদ্যোগ ।  
 শি মিনত্রণ পত্রঃ দেশ দেশান্তরে জরঃ  
 নৃপশপে কর যোগাযোগ ॥  
 বিজ্ঞা জাজ্ঞা দ্বিগে গয়িঃ শুভ দিন স্থির এরিঃ  
 . বভাসদ আদি ধীরগণ ।  
 ঘাটে আনয়ন কার- লিপি দিয়া সকলোর  
 দিকে দিকে করায় প্রেরণ ।  
 জগন্নাথ পদ পৌরে- নানা গীত কোত কোত  
 পাঠ্য কার ব্যপান পাণ্ডিত্যে :  
 ডাঙে আপন নামা, রাজাইয়া নিজ সৈন্যে  
 চলিলেন অস্ত্র কবাঘিতে :  
 লক্ষ লক্ষ বালিকাদি, ত্রিবিধ আবিভাব্যঃ  
 কানী কানী অথোখা অজর ।  
 পশুগির দিলী পাণ্ডিত্যে, দেহবদ্ধ বাহনশল,  
 মহারাজ উৎকল বিজয় :  
 দেশশরায় নাম হতঃ একে একে কব কত,  
 সকল দেশের নৃপবর ।  
 বাহিনী লাভের আশে- অরিয়া শ্রী শ্রীনিবাসে  
 যায় হয়ে হরিষ অন্তর ॥  
 পাথে কেহ আশোপরি, কেহ আশে-  
 করী পাঠে ব্যক্তিয়া আনারী ।  
 চলে করি মতাশকঃ শুনিয়া হইল শুক,  
 বসুন্ধরা বাসি নর নারী ॥

ক্রমে সব মহীপাল, কাঞ্চনখণ্ড ভূপাল,  
আলয়েতে টেল উপনীত ।

কাঞ্চনখণ্ডের দাসী, শীঘ্র করে অগ্রগামী  
রাখে মান যেই রাজনীত ॥

সকলেরে সনাদরে, অতি মনে রক্ষি যবে  
বাসা দিল যবে স্থানে স্থানে ।

নানা ভাব উপহার, সাজাইয়া ভাবে ভাব,  
পাঠাইল সব সন্নিদানে ॥

মুপগণে তুষ্ট হইবে, জাহাঙ্গীরদি সমাপিবে,  
মনঃস্থখে করয়ে বিজ্ঞান ।

মোহিনী গাবার আশে, অতিশয় হৃদয়ভাঙ্গি  
পরম্পর পূর্ণ অবিরাম ॥

স্থানে অক্ষরে রাণী, জাকিয়া পরিচারণী  
বলিলেন হয়ে আনন্দিত ।

শুনহ সকল দাসী, নিমন্ত্রিয়া প্রতিবাসি,  
নাথীগণে আনহ ছরিত ॥

একজনা ভাড়াতাড়ি, যাহ পুরোহিত বাড়ি,  
ব্রাহ্মণীকে আগে ডাকি আন ।

নাথেনীর বাটীগিয়া, স্বয়ংই বাস্তা দিয়া,  
মালিনীরে সঙ্গে করি আন ॥

রাজ্যী আজ্ঞা শিরে ধরি, ধাইল সব কিঙ্করী,  
নিজ নিজ কার্য সাধিবারে ।

পুরোহিত ঠাকুরাণী, আর যে প্রতিবাসিনী,  
সবে এল রাজার আগারে ॥

যথানেতে সে নালিনী, তাম্র যার পদ্মবর্ণী,  
 তুনি মোহিনীর পরিণত ।  
 অমরুখে রসবর্তী, বাত সেই দাসীশ্রেণী,  
 আশ্চর্য মৌ কামা উদয় ॥  
 নিরিখ্য অনকুল, দুটিল বিলাস কুল,  
 একদিনে হাওয়ার কন্যার ।  
 দুটিল নানক দুখ, দেখিয়া পাতিয়া গুল,  
 উথলিলে মগ্ন পারাবার ॥  
 নিকটে কাম, বাত আমি রাজ্যদার,  
 দেখি বাহ্য বেন জিরেক্তন ।  
 বহুবার পদ্মবর্ণী, ইহা দাসী সজ্জনী,  
 রাজপুরে করিয়া গমন ॥  
 অথানে রাজকুমারী, গোপনেতে সজ্জনী,  
 পত্র দিয়া করায় প্রেরণ ।  
 সেই সখী বড় প্রিয়, তাই তাব মনোমুগ্ধ,  
 পাঠাইল বিশ্বাস কারণ ॥  
 নালিনীর অন্তরপুরে, যেই জন বাস করে,  
 তাঁরে ইচ্ছা করিবে অর্পণ ।  
 লিপি লয়ে সে কপসী, ভুবনের দিল আগি,  
 রাজপুত্র করেন পঠন ॥



মোহিনীর নিবেদন পত্র  
 ভুবনের পাঠ ।



জিঃ চরণ বিনা নাই আশীষ গতি ।  
 মন এই চিবেকন বাতব ভারতী ॥  
 তিঃ সির দ্বকপ দুখে যাক্ছিল মনে ।  
 মোঃ তন হইবে সুখ আশীষ ক্রিয়ণে ॥  
 হিঃ ত্রাথ হারাছে ভাঙে অক্ষয়ানুযোগ ।  
 নীঃ তি মন তব মনে হইবে হে যোগ ॥  
 দাঃ নী বলে মনে দেখে তুলনা আপনি ।  
 নীঃ মর্মান দেহে এর ত্রাণ মৃণমদি ॥  
 বঃ চিকাভি হব প্রাণঃ ব্যাধিবাৎ চাতি ।  
 এঃ অপ্রাণি প্রেমবাণি দি ও নুখ চাতি ॥  
 ইঃ চাণ্ড অল্যাখা লাগে না কর মর্জনা ।  
 সিঃ মর্জ বক্তব্য কখনাক্র কপণতা ॥  
 বেঃ দনা যে পাইতেছি কি কব নিখাল ।  
 দঃ চিত্তে সনাপ্রাণ তব আদর্শনে ॥  
 এঃ বীন যৌবন মগ লাহে পুষ্পকাল ।  
 কাঃ লাকাল নাগানে অলয়ে মর্জ কাল ॥  
 লঃ লাটে আছিল মন এই মে নিগম ।  
 নঃ ম নানে তবসনে হইল মিলন ॥  
 মঃ নোজাসে উথলিল প্রেমপারাবার ।  
 বিঃ বিধ সুখের আশে দিলাম সাঁতার ॥  
 বাঃ বেক নাহল তাহে দুঃখের নিস্তার ।  
 কঃ ইল দারুণ শত্রু লৌকিক ব্যভার ॥  
 বঃ বণ হইল দৌছে বেবল গোপনে ।  
 বঃ ম না ভুঞ্জিল মনঃ প্রেম আদাননে ॥

বে. ক্ষিত ভইখা কল অলুটর সনে ।  
 যে, দা মনামাত মল করিতেছে প্রানে ॥  
 জা নারে আইয়া কেবল অবলা সবলা ।  
 দি, দি কারি অীষ কার্য্য কবেছে বদুলা ॥  
 বে. ক্ষে রাখিতা, তি নার তব আশা ডোরে ।  
 ম, তব বিবর্কা নাথ করছিল নোরে ।  
 ই, তি এবে শুক যোগ উদয় হইল ।  
 তি, তিগা সুখের কলি ওয়ার ফটিল ॥  
 ইলা পাঠ করি পারে জানিবে নিসান ।  
 আনন্দকটে বিরণ গাধবে প্রতান ॥

—\*—

## মোহিনীর স্বাধরা :

নমাকর চৌপদী ।

এখানে তুপতি, নিজ জন প্রতি, নিজেই আরাতি,  
 মাজাইতে সভা ।  
 পাত্র মিত্রাণ, লয়ে ভূতগণ, পাতিল আসন,  
 অতি মনোলোভা ॥  
 লইয়া তৎপর, অতির আধার, রাখে থরে থর,  
 তদুপরি ভাগে ।  
 তাহাতে উছল, হীরামণি পলা, সম শশী কলা,  
 চকিতে চমক লাগে ॥

অতঃপর আনিচাঁদর আড় নিমিত্তি কর দেবানী-  
বিচিত্র মিলন ॥

অপূর্বা নন্দন, জড়িত কাঞ্চন, রত্ন অগণন-  
ভাণ্ড ব্যবধান ॥

সেই প্রতিপালন, করিত্ত বাতাস, শতধন-  
নিসূক্ত করিত ॥

কি কল্যণিগুন, নানা দিগ্‌ধন, সৌন্দর্য অতুল-  
শিল্পা সত্যাইয়া ॥

কোমল তাকিয়া, সুগন্ধ জারিকা, ইবেই দিবা  
বাড়িন অধুনা ॥

নপগন পানি, তবুপরি ধনি, কেহ কেহ হাসি-  
করয়ে সৌন্দর্য ॥

মর্ত্যপতিগণে, বনি একাধীন, বহু সম্ভাষণে,  
পরস্পর সুখ ॥

বেইল মতা, কি যাব সে মোভাপাওবের মতা,  
সমতুল দেখি ॥

বাজিছে বাজন, নাচে বারাজনা, করিতেছে নানা-  
গায়কেতে গান ॥

শুভকাল দেখি, রাজা হয়ে সুখিধারে দেখি দুঃখি  
করে বহু দান ॥

রাজার কুমারী, ননোনীত করি, নিজপতি বরি-  
হবেন উল্লাসী ॥

এই কোলাহলঃ শুনিয়া সকল, আনন্দে বিহ্বল,  
নগর নিবাসি ॥

মনে অবিকল, ইহঁরা দুপাল, জঙ্গর নহল,  
মধ্যে প্রবেশিতা ।

করিল এগন, গজাশিবাসন, নাটক পূজন,  
যচ্চাদি করিয়া ॥

এখানে ভুবন, করিয়া পঠন, হেন নিবেদন,  
পত্র মোহিনীর ।

নাগিনীরে ধারে, চিত্রিত অভ্যে, বসি কৈল করে,  
মনোমধ্যে স্থিত ॥

বদ্রিয়া আশারে, কেমন বিচারে, পুনঃসম্মুখরে,  
করিয়াছে গন ।

পরি ক্রমবেশ, করিয়া প্রবেশ, বন্ধি বিদেশ,  
সে রানার মন ॥

ইহা ভাবি রায়, নাপিত সজ্জায়, নাগিনীরে আনয়,  
ইহঁতে তখন ।

পরি বস্ত্র জীম, আঁত কৃষ্ণ বর্ণ, কাচারির চিত্র,  
লইয়া গমন ॥

আসি ধীরে, মহারাজ দ্বারে, দ্বারির গোচরে,  
হলনা করিয়া ।

অবেশিল রায়, শরির কালিকায়, বসিল স্বরায়,  
মতাপ্রাপ্তে গিয়া ॥

স্বার্থিয়া সময়, মতামধ্যে হয়, মোহিনী উদয়,  
শব অনুরাগে ।

( ২৩ )

বিশ্ব মনোহারী, কপে সেই নারী, রাজাগণ হেরি  
চমৎকার লাগে ॥

কিদিব উপমা, বজ্রা ভিলোক্তনা, নাই তার মন  
মানসেতে ধনি ।

নবযন ভাতে, দেহ ধবনাতে, হল আচরিত  
পতিভা মাখিণী ॥

কিবা কৃশোদরী, হেরিয়া কেশরি, জাপনা পানি  
প্রাচীণ কামিনে ।

অতি শোভা দিবি, নরাজের গর্ভ, কদ্রিবাতে  
সে ধনী গমন ॥

কার করি বাজা, গজপুষ্পমাল, তাহাতে  
হয়ে আলিঙ্গন ।

চৌদিকে বেড়িয়া, ঘাইছে ঘাইরা, জোড়া নিখিল  
রাজারা বাকুল ॥

— ৩৬ —

মোহিনীর কণ দেখিয়া

রাজাদের মনেই অতিপ্রায় ।

তুনক চন্দ ।

স্বকাতরে, সুব করে, বলে কের কামীকে ।

কালদরা, কালদারা, কালী কালিকে ॥

অসিধরা, অসিধরা, খণ্ড নুগ্ধ মালিকে ।

দেহ মোরে, কৃপাঘোরে, এই রাজ বালিকে ॥

হেনকপ, অপকপ, দেখি কোন ভূপতি ।

বলে দুর্গে, মন ভাগ্যে, দেহি এই যুবতী ॥

কেহ কয়, দয়াময়, দীন বন্ধু কেশব ।  
 দুপাকরি, দিয়া নারী, রাখ রাখ গোবদ ॥  
 কোন রাজ্য, মহাতেজা, কহে অতি কাতরে ।  
 এহে হৃদি, পদতরী, দিয়া আশা সাপরে ॥  
 কর পাল, এই বার, হও প্রভু কাণ্ডারী ।  
 অম্বুবল, হয়ে কুল, দেহ মোরে এনারী ॥  
 আর অন্য, মলীখন, নরপতি স্বমনে ।  
 ন্যুভাবে, ক'ত্তিবাসে, ডাক্তে বহু শুবনে ॥  
 করপার, পাড়াবার, অভিশাপ তুফানে ।  
 দেহ তরী, এ সুন্দরী, বরমাল্য বিধান ॥  
 কেহ ভাবে-মিথ্যাবে, উপায় কি করিব ?  
 একপন্য, হলে দায়ী, বহু বশ, পাই ॥  
 এ সুন্দরী, লাভ করি, যাইবারে স্বদেশে ।  
 সব ভূপ, এই রূপ, অভিপ্রায় মানসে ॥  
 রাজবালা, পুষ্পমালা, লয়ে অতি যতনে ।  
 মুক্তি করে, সকলেরে, নাহি দোষ ভুবনে ॥  
 হাস হাস, একিদায়, বিধি মোরে ঘটালে ।  
 হাতে হিত, বিপরীত, হৈথে কেন ঘটালে ॥  
 আমি নই, তাঁর খই, জান ধর্ম সকলি ।  
 এসকলে, পাবে বলে, না ফটিল একলি ॥  
 ভাবি ইহা, হয় স্পৃহা, মোহিনীর স্বমনে ।  
 করিছল, বুঝে বল, প্রকাশিব সে জনে ॥  
 সে যুবতী, গুণবতী, নিজ বুদ্ধি প্রবলে ।  
 পূর্ক্স সরি, প্রশ্ন করি, বলে পণী সকলে ॥

( ১৮ )

শোক ।

কুৰ্খায়াগিনী গৃহেযোবাসং উদ্যানে গভ্রা  
ভূষাং প্রকাশং । মমননোহক্ষরেনে হ্রদা  
নয়াদ্রতং পদ এবসারং ॥

অসঙ্গার্থঃ ।

জালিনীর বাসে বাস করে যেই জন ।  
রম্যস্থল মধ্যে আসি দিয়া দরশন ॥  
কটাক্ষ মজ্জানে নম হরিয়াছে মন ।  
নিভান্ত আমার সার তাঁহার চরণ ॥  
ইহা শুনি নৃপগণ মহিল বিশ্বয় ।  
কেহ না তরিতে পারে তাহার নির্গয় ॥  
সভাপ্রান্তে ছাড়া বেলা বসি গুণাকর ।  
নুদুহাল্য মুখে করে প্রশ্নের উত্তর ॥

উত্তর ।

প্লাততীবেহক্ষবাণেন, আঘাতঃ ক্রিয়তে  
ভূয়া । আদৌভীয়া হৃদোদ্বারং মমনীয়া  
ননোহ্মিঃ ॥ অপেণ নোহিতং কৃদা, মাং  
চৌধং বদমে বৃথা ॥

অনুগার্থঃ ।

সত্রোবর কূলে অক্ষ শরাঘাত করি ।  
অগ্রে ভাঙ্গি হৃদদ্বার ননো লৈলা হরি ॥  
নিজ রূপ কুহকেতে করিয়া নোহিত ।  
আজ্জনী তাহে চোর বলা অনুচিত ॥

## পারার :

এতক্ষণ শুনিয়া ধূনি বিধব হুটন ।  
 সত্যক সকল নৃপ প্রসাদ গণিল ।  
 অসম্ভব কহে সবে একি বিপত্তি ।  
 সশের উত্তর কিনে দিনেক নাপিত ॥  
 দলারি দেখিয়া ধনী লাগিল ভাবিতে ।  
 লাহিনীকে কহে রায় নয়ন ভঞ্চিত ॥  
 তখন গোপনে দৌছে হইল শিলন ।  
 ধন্যকার ছিল তার যেই নিদর্শন ॥  
 অজলিত অজুরী পবিত্র করি ;  
 শয়ন করিয়াছিল যখন সুন্দরী ॥  
 ভিত্তে বুঝায় তাই দিল শুভাকাশ ।  
 শাস করিয়া ধনী করিষ অদন ॥  
 অজাপতির পদব্রত করিয়া শবন ।  
 মনে মনে সভাজনে করিয়া বন্দন ॥  
 দুধানের বরমালা করিল প্রদান ।  
 দেখি নৃপগণ হাসি কৈল গাত্রোধান ॥  
 হাকোনাহল শব্দ হইল নগরে ।  
 বহুকন্যা বরমালা দিল নাপিতে ॥  
 অশ্রুপূর্ণ ভূপেরে বহু লজ্জা দিয়া ।  
 নৃপগণ নিজ রাজ্যে গেলেন চলিয়া ॥  
 অখোমুখ হয়ে কৈসে ভূপাল লজ্জায় ।  
 ধনী কাটয়ে যদি তার মধ্যে যায় ॥  
 তাহে রাজা বলে দিয়া দিকু জলে ঝাপ ।



পরিত্যাগ করি গিয়া মনের সম্ভাপ ॥  
 রাজ্য আদি এসংসার করিয়া বর্জন ।  
 লজ্জা নিবারণ করি প্রবেশিয়া বন ॥  
 অকস্মৎ কুলে অন্ধ হইল পতন ।  
 আর না পারিব আমি দেখাতে বদন ॥  
 এমন কন্যাতে জাহ্নবী কোনপ্রায়োজন ।  
 শ্রমশানে লইয়া দৌড়ে করহ ছেদন ॥  
 রাজার মাথোতে প্রসূত হয়ে কেন উজ্জ্বল ।  
 পাত্র নিব্রগণ তবে স্থির করি কুন্তিল ॥  
 প্রদোষ নচন বলি অধিক বিনয়ে ।  
 বাজারে অন্দর মধ্যে দিলেন পাঠারে ॥  
 বন্দার কোকেতে দাঁড়ি ব্যথিত অন্তরে  
 লজ্জার কারণে মুখে বাক নাহি সঙ্গ ॥  
 পাত্র নিব্রগণ যুক্তি করি অতঃপরে ।  
 মহাপ্রভা আনিয়া লয়ে ঘোড়ীঘরে ॥  
 অজা অট্টালিকা এক নগর প্রান্তরে ।  
 বর কন্যা লয়ে রাখ তাহার ভিতরে ॥  
 প্রহরীগণের ডাকি নিযুক্ত করিয়া ।  
 বন্ধার কারণে দিগা দ্বারে বসাইয়া ॥  
 ঘোড়ীঘর ভুবন প্রতি জিজ্ঞাসে তখন ।  
 কেবা তুমি পরিচয় দেহ যে এখন ॥  
 এত শুনি কহে রায় পরিহাস ছলে ।  
 কি হেতু আমাবে তুমি বরমাল্য দিলে ॥  
 কি হবে এখন প্রিয়া পরিচয়ে লিলে ।

উভয়ে বধিবে রাজা নিশি গোহাইলে ॥  
 তব আশে আসি হজ এই শেষ কালে ।  
 জীবন সৎশয় কমি বিপাকে মজারল ॥  
 অমর ভয় চিন্তে তুমি চিন্তা কর ধর্ম ।  
 তব অনাগত আনি সেই হে বনিতা ॥  
 প্রেমাবিলাসক বনে প্রমিতে আনিয়া ।  
 প্রেমের তোমার প্রিয়ে মনঃ প্রাণ সিন্ধিয়া ॥  
 মত বাণী শুনি ধর্ম্য বলে প্রাণকান্ত ।  
 এবেশ পরিলে কেন বলহে নিতান্ত ॥  
 মন্দ মন্দ হাস্য আসে বলে কণাসার ।  
 সুকিতে তোমার মন ভবিতব্য আর ॥  
 প্রকাশ পাহরা ধনী ধর্ম্য অস্তরে ।  
 মজরী বন্ধার মুখে প্রাসাদ ভিতরে ॥  
 মোহিনী বলেন নাথ তবে কি কারণ ।  
 এ গল্পনা সহিবারে আছে প্রয়োজন ॥  
 বরুণ প্রকাশ কবি জানাত্ত বাপেরে ।  
 পরনসাদরে তিনি তুখিবে তোমারে ॥  
 ভুবন বলেন প্রিয়ে শুন বিবরণ ।  
 পশ্চাতে জানাক মর্ম্ম আছে প্রয়োজন ॥  
 প্রকাশ না কর, ইহা মন বাক রেখো ।  
 পরেতে হইবে যাহা আপনি তা দেখো ॥  
 এখানে সে নিশি গত দুঃখে রাজা করি ।  
 প্রাতে উঠি বিধি মত নিত্য কর্ম্মচারি ॥  
 বাহির দেখানে আসি বৈসে সিংহাসনে ।

অশিষাশন অতঃপরে সভাসদগণে ॥  
 যেহেতু হস্তে দাঁড়াইল রাজার সম্মুখে ॥  
 জিহ্বাশেন মহাবাজ আঁত মালাদুগ্ধে ॥  
 বহন শুধে পাত্র তোসরা একম ॥  
 মম প্রাণে যোড় হাত সিন্ধুর কারণ ॥  
 পাত্র বলে এছি নিবেদন মধীপাল ॥  
 মত যদি কর তবে জানিছে দরাজ ॥  
 নূপ বলে ভোগাদিগে মিথ্যা না কহিব ॥  
 খালাসাত তাহা তেঁর একজেরে দিব ॥  
 পাত্র বলে এই ভিক্ষা চাহি মহাবাজ ॥  
 তব কন্যা দেবী সে কাবোছ কবাজ ॥  
 হৃদয়ার ইচ্ছাতে একণে ফরজ ॥  
 আমাদের বাক্য তার প্রাণদান দেহ ॥  
 মল রক্ষা কবিবারে নষ্ট হয় ॥  
 একেত দুহিতা তার স্ত্রী বরের ভয় ॥  
 প্রীতিত্যা করিলে হয় অনৈষ যজ্ঞ ॥  
 পরলোকে ভোগী সেই বিবিধ তাড়না ॥  
 অতএব শুধে প্রভু কন্যারে কনিয়া ॥  
 কণ্টক ঘুচাও সেই নাপিতে নখিয়া ॥  
 পাত্রের বচনে রাজা দূতগণ প্রতি ॥  
 নাপিতে আনিতে শীঘ্র করেন সম্মতি ॥  
 আজ্ঞামাত্র কালান্তর কাল সমুদ্র ॥  
 গাইল মত্তরে যথা করি হর সুত ॥  
 গোহিনীরে নিল চতুর্দালের ভিতরে ॥

রাজার কিঙ্কর ঘরি ভবনের কবে ॥  
 কাছির করিয়া দৌড়ে অট্টালিকা হৈতে ॥  
 চৌদিকে বেড়িয়া সব চালিলেক দতে ॥  
 নগরের লোক সব ভবনে দেখিয়া ॥  
 বালক বৃদ্ধ যুবা আদি অট্টালিকা হৈতে ॥  
 শব্দ .মোহনরূপ অতি মনোহীত ॥  
 দেখিয়া সবার মন হইল মোহিত ॥  
 তেজ বলে কেন রূপ কভু দেখি নাই ॥  
 শরীরাণ বলে মরি লইয়া বাল্যই ॥  
 একরূপ পুষ্পার বলে প্রজাগণ ॥  
 ক্রমে উপনীত হইল রাজার মদন ॥  
 কাছিনীয়ে অন্তরপুরে দিল পাঠাঠিয়া ॥  
 এসোমুখ হৈল রাজা ভবনে দেখিয়া ॥  
 সভামধ্যে আর ওরে কোন প্রয়োজন ॥  
 বাধু করি কর লয়ে যতক ছেদন ॥  
 রাজ বলে দেখিলাম একি চলহ কার ॥  
 এবাজ সভার বুঝি এমন বিচার ॥  
 কি হবে পড়িয়া ভাবে তখন যে রায় ॥  
 সনাত্তে আপন তই করেন উপায় ॥  
 যোগেশ্যে এক লোক করিয়া বিচার ॥  
 সভাবিদ্যোনে বলে করিয়া প্রচার ॥  
 তোমার নিকটে রাজা এই নিবেদন ॥  
 এক প্রশ্ন বলি তবে করহ শ্রবণ ॥

শ্লোক ।

অহংচ প্রথমে মূৰ্খঃ দ্বিতীয়শ্চ সভা নদঃ ।  
 নরেন্দ্রাজ তৃতীয়শ্চ শেষো মূৰ্খো বিচাৰকঃ ।  
 অসার্থঃ ।

প্রথমে আপনি মূৰ্খ না ভাবিয়া পার ।  
 লজাসহ মূৰ্খ তাহে না ববে উত্তর ॥  
 দ্বিতীয় দক্ষ না ভাবিল মূৰ্খ রাজকুমার ।  
 পদে পদে মূৰ্খ রাজা না করে বিচার ॥  
 তৃতীয়া রাজার মনে বাড়িল উজাস ।  
 বলে কহ সে বৃত্তান্ত করিয়া প্রকাশ ॥  
 ভুবন বলেল তসে শুনহ রাজন ।  
 প্রকাশ করিয়া দলি প্রণের কখন ॥

## চোর বিপ্লুর ইতিহাস ।

পয়ার

দক্ষিণ দেশেতে ছিল এক নৃপবর ।  
 সিংহ নাম ধরে অতি ধর্ম্মেতে তৎপর ॥  
 তার পত্র রূপহান অতি মনোহর ।  
 বড় সুপরিচিত তার নাম গুণাকর ॥  
 তার জাগা যুবতী সে বড়ই সুঠাণা ।  
 রত্না তিলোত্তমা সম রূপে সেই রামা ॥  
 তার সহ সদা সুখে বঞ্চে গুণাকর ।  
 তাহার বৃত্তান্ত রাজা শুন অতঃপর ॥

সেই গানে এক দ্বিজ নাম মতাবান ।  
 অয়দেব নামে এক তার সন্তান ॥  
 অতিশয় মূর্থ দুরাচার সে বালক ।  
 হস্তেরেব সঙ্গে বাস করে মর্কটক ॥  
 মতাবান উপায়েতে কাল যাপন করে ।  
 লোকান্তর হৈল তার কিছু দিন পরে ॥  
 অয়দেব মূর্থ দ্বিজ উপায় বর্জিত ।  
 অসার হইল তার হইল ভীষিত ॥  
 কোন মন্ত নাতি হয় ভরণ পোষণ ।  
 চৌর্য বৃত্তি করি কাল করেন ক্ষেপন ॥  
 এক দিন সেই দ্বিজ চরির কারণে ।  
 মন, প্রাণে যায় অতি আনন্দিত মনে ॥  
 প্রহরেক নিশি হৈল যের আশ্রয় ।  
 বাস্তায় বাস্তায় ফেরে সব চৌকিদার ॥  
 নিশাচর ভয়ে দ্বিজ মরণী ভয়জিতা ।  
 পানন করেন ত্রস্ত বন যথা দিয়া ॥  
 রেন কালে আচম্বিতে দৈব বাণী হৈল ।  
 অয়দেব সেই বাক্য শ্রবিত্তে পাইল ॥  
 সিদ্ধ রাজার পুত্র আজ্ঞা শুনাকর বীর ।  
 তৃতীয় প্রহর নিশি সময়ে সুধীর ॥  
 বনগীর সঙ্গে মথে শুইয়া শয্যায় ।  
 বিবাদ হইবে কোঁহে কথায় কথায় ॥  
 সেই ঘরে আছে এক খড়্গ ধরশান ।  
 গ্রীহত্যা করিবে তাহে রাজার সন্তান ॥

শোকের কারণে সেহ সেই অস্ত্রাঘাতে ।  
 ত্যজিবেক নিজ প্রাণ তাহার পশ্চাতে ॥  
 তবে যদি কেহ পারে অস্ত্র লুকাইতে ।  
 তবেত বাঁচিতে পারে তার উভয়েতে ॥  
 ইহা শুনি জয়দেব মনেতে ভাবিল ।  
 রাজ পুবে তবে আজ বড় অনঙ্গল ॥  
 দ্বিজ কুলোদ্ভব হেতু দয়া হৈল তার ।  
 হরণ বার্জিয়া মনে করিল বিচার ॥  
 আনিহু যে প্রজা এই সে সিদ্ধ রাজার ।  
 জামা হৈতে হয় যদি এই উপকার ॥  
 প্রাণ পণ করি কার্য সাধনার জাল ।  
 এত ভাবি চোর বিপ্লব ফিরিল চঞ্চলে ॥  
 বহু কর্মে প্রবেশিয়া সেই বুটী রেতে ।  
 সেই অমি লয় দ্বিজ আপনার তাতে ॥  
 পালঙ্ক নীম্নেতে অতি নির্জুনতা স্থল ।  
 সেই খানে লুকাইল দেখিতে কৌশল ॥  
 ধূম্পাতি শয়ন করি হইয়া আনন্দ ।  
 কে খণ্ডাতে পারে যাহা দৈবের নিবন্ধ ॥  
 কথায় কথায় দোঁহে হয় মহাদীন্দ ।  
 পতি প্রতি বলে রামা বাক্য অতি মন্দ ॥  
 নারীর দুর্ভায়ে সেই রাজার নন্দন ।  
 স্ত্রী হত)। করিবারে ক্রোধে হৈল মন ॥  
 নিদ্রিতা হইল শেষ তাহার রমণী ।  
 তুড়ীয়া গ্রহর কাল হইল যামিনী ॥

ধীরে ধীরে উঠি সেই গুণা কর রাখ ।  
 যেখানে আছিল পড়ুগ সেইখানে যায় ॥  
 অস্ত্র না দেখিয়া মনে হইল বিষয় ।  
 ভাবিল ভাবিতে রাতি সুপ্রভাত ৬৭ ॥  
 কঁকরে পড়িল চোর না দেখে উপায় ।  
 ইতিমধ্যে বাজপুল দেখিবারে পার ॥  
 তপন ধরিয়া তার বাকি কার কবে ।  
 দাখিল করিল সেই রাজার হস্তার ॥  
 দৃষ্টি করি সিদ্ধবাজ্য দূতে অজ্ঞান ১  
 মশানে জইবা এণ কাউহগদনি ॥  
 সেমত বিচার দেখি এবাজ্য সভার ।  
 আজ্ঞা দেন নিদে বিব শির চাউবান ॥  
 শুনিয়া তখন সে কাঞ্চনখণ্ডাতি ।  
 নিরীক্ষণ করি সেই ভুবনের প্রতি ॥  
 চোরের বৃত্তান্ত শুনিলয়া উপজিল ।  
 পাবে কি হইল তার পুনঃ জিজ্ঞাসিল ॥  
 ভুবন বলেন পুনঃ শুনহ রাজন ।  
 চোর বিপ্র সভা মধ্যে করায় বোদন ॥  
 ঘোড় হস্তে ডাকি দায়া করে ধর্মপ্রতি ।  
 বিনা দোষে বুদ্ধ হস্তী কবে নরপতি ॥  
 এতক শুনিয়া রাজা বিস্ময় হইল ।  
 তাহার বৃত্তান্ত হিজি জিজ্ঞাসা করিল ॥  
 রাজ অগ্রে নিবেদন কবেন বাক্য ১  
 কৃতাঞ্জলি করিয়া নিশির বিবরণ ॥



১. নিরুত্তর তখন ভূপ দ্বিজপদে বসে ।  
 স্তুতি করি বলে দোষ কুমহু অগারে ॥  
 রত্ন আদি বহু অর্থ সে বুজ্ঞানে দিয়া ।  
 বিদায় করিয়া দিল সন্তোষ করিয়া ॥  
 ভুবনেন্দ্র কথা শুনি সভাসদ গণ ।  
 করপুটে রাজ অঙ্গে কবে নিবেদন ॥  
 তদ্যন্তরে বন্ধ করি রাখ করিপারে ।  
 কল্য উপযুক্ত শাস্তি দিও সুবিচারে ॥  
 রাজ বলে এত দয়া কিসেব কারণ ।  
 বেথিতে পেলেন রাজ্য জামাতা নিধন ॥  
 ইহা শুনি দূত অজ্ঞা করেন রাজন ।  
 এনাশিতে কারাকন্ডে রাখত এখন ॥  
 অজ্ঞাবাত্র বন্দি করি রাখ্যে চরণ ।  
 সত্য ভাঙ্গি স্বয়ং স্থানে করিল গমন ॥



## ভুবনেন্দ্র বন্দি গৃহ হইতে কালিকায় শ্রব ।

পয়ার ।

কারাগারে বদ্ধ হয়ে ভাবেন ভবন ।  
 কেনবা এমন কার্য্যে করিলাগমন ॥  
 ছায়া বেশে বুঝিবারে রমণীর মন ।  
 এখন হইল রাজ্য সমান শমন ॥

কি কবি উগায় রায় ভারে মনে মন ।  
 স্বরূপ প্রকাশ করি সে আর কেমন ॥  
 আপন মায়ায় জানাইতে ইল মন ।  
 এলায়াসে এড়াইব বলিয়া শমন ॥  
 কীৰ্ত্তি কীর রাক্ষাপদে মজাইয়া মন ।  
 যোণামনে বেগে রায় করি আচমন ॥  
 হইয়া এফান্ত চিত্ত আতান্ত কাতার ।  
 কালিকা যুব করে চৌত্রিশ অক্ষরে ॥  
 কালী কালী কুপাময়ী কুলীত কাল কমে ।  
 কৈর্য বিহীন কুমতি কুত পাতকেবে ॥  
 কাতারনী কাজহরা কানরি কানিনী ।  
 কাতরে করণা কর কাশাপি কারিনী ॥  
 স্বরশান খড়্গে কীণে করিবরে কয় ।  
 গরুর গল অরি ক্ষত নাহি হয় ॥  
 গিরিজা গণেশ মাতা গতি প্রদাত্তনী ।  
 গতি দেখি জ্ঞানহীনে এবার গিরীণী ॥  
 ঘন কুপা ঘন সম এলাইব যাতকে ।  
 ঘরে পেয়ে ঘোরদায় ঘটালে ঘটকে ॥  
 চণ্ডিকা চামুণ্ডে চন্দ্রকুণ্ড বিনাশিনী ।  
 চরমে চরণে রাখ চন্দ্রাঙ্গ ভালিনী ॥  
 ছাপাইতে চন্দ্র বেশ ছলে ছলে জানে ।  
 ছল পেয়ে ছাগ সম ছেদী বধে প্রাণে ॥  
 জয় দুগা জগদ্বয়া জগৎ কারিনী ।  
 জগদাত্মী জয়া জীবে জীবন দারিনী ॥

বাটিং বাঁপনি মগ বাট আগি ধরে ।  
 দে বাক্সার দেখি অঁখি বর বর বরে ॥  
 টল টল টলে প্রাণ টকর টিটকারে ।  
 টানাটানি করে টাঙ্কি টালে কাটিবারে ॥  
 টেবেছি মা ঠক হাতে ঠকাতে কামিনী ।  
 ঠেলনা চরণে ঠাণ্ডি দেহ ঠাকুরানী ॥  
 ডরে অঙ্ক ঝাঁপে ডাকাইতি মগ ডাকে ।  
 ডুবিয়া মা ঘোরদায় ডাকি গো তোমাকে ॥  
 ঢেয়েতে ঢাকিল মান ঢাক ঢোল বাজিল ।  
 ঢাকিতে আপন রূপ গৌরব ঢাকিল ॥  
 তাপিতে ভারিতে তব চরণ তরণী ।  
 তরঙ্গ তরঙ্গে তন্ত্রে শুনেছি তারিণী ॥  
 থর থর বাঁপে অঙ্ক এসানে থাকিয়া ।  
 হ্রিদ কর হুরাকরা পাদে স্থান দিয়া ॥  
 দলুজ দল দমনী দুঃখ দূর করা ।  
 হীনে দয়া কর দুর্গা দুর্গ প্রাণ হরা ॥  
 ধরাধর সুভা ধূমা ধূমটি কামিনী ।  
 ধ্যানাতীতা ধাতাদির আনুধ ধারিণী ॥  
 নিস্তার গো নিস্তারিণী নীলকণ্ঠ জারা ।  
 নিশ্চরণ নররে দিয়া নিজ পদ ছারা ॥  
 পার্শ্বতী পবনেশ্বরী পরমা প্রসুভী ।  
 পার কর প্রাণে বধেপা পাত্মা ভূপতি ॥  
 ফাঁকরে ফেলিল আমার সব হৈল ফাঁকী ।  
 কিকির না দেখি গোমা কিরাফিরা ডাকি ॥

প্রজ্ঞাধী বগল। বামা বিবিকি বাজিত ।  
 বদল বিশ্বমাতা বিদেঘর বাসিত ।।  
 ভৈরবী ভবানী ভীমা ভবের ভাবিনী ।  
 ভরন। কেবল তব ভবাক্ষ ভাবিনী ।।  
 বহিষ মদনীবহুমান। মই মাতা ।  
 মহাপ্রাণী জামিবে কি তব মহিমতা ।।  
 যোগীন্দ্র যোগিকা যম যমল কারিণী ।  
 যোগমায়া যম। প্রদা যোগেন্দ্র যোগিনী ।  
 যেন বক্তব্যাক নানা কুশিহ জাহ্নবী ।  
 যথ জ্ঞান। পদে কুহরন। বিদ্যামাদি ।।  
 লোভো জিহ্বা লোভিতাক ললাটে লক্ষ্মী ।  
 মাদুপরি কেশ জতা লগল। মাদুখী ।।  
 মতম প্রদা বৃষধুজ বিজ্ঞারিণী ।  
 বিদ্যামাকী বিকপাক বকু বিজ্ঞারিণী ।।  
 শেলজা শুভদা শিবা শক্তিধর রাণী ।  
 শিখাধর মতা শক্তি শুভু বিদ্যারিণী ।।  
 শঙ্কর কপিনী বড়রিপু বটফল ।  
 যড়বা খিড়গ ছাড়া নাহি করে মন ।।  
 পাদাংসার। শ্যামা তব সেবক অরনে ।  
 দাবিত্রী সখদা দাতা তারনো মন্তানে ।  
 হরপ্রিয়া হৈমবতী হৈমন্ত বালিকা ।।  
 ত হৈ হেরাগেমা হেরম্ম মাতৃকা ।।  
 গিতী পতি কয় করে কুদু জীব সম ।

কলকলী এবার খাঁশের ঘোষ কয় ॥

—১৩৬—

## রাজারপুতি কালিকার ঘণ্ড :

দ্রব ত্রিপদী !

এখানে ভবন : আরে যে কানায়

জানিয়া কঁদে হান ।

কৈলাশ চহরে, কাঞ্চনখণ্ডে,

উদয় ভবানী আসি ॥

ভূতীর প্রহর, নিশি খোরতর

নিদ্রা জায় নরপতি ।

নিয়রে নক্ষত্রী, বাস করে বানী,

গভীর গঞ্জিয়া অতি ॥

জরে দুর্গাচার : না কর বিচার,

একি রীতিরে রাজন ।

তোয়ার দুহিতা, কৈল যারে ভরা

সামান্য মনে সেজন ॥

নয় ব্যবহারে, ভূষিয়া ডাকারে

পরিচয়ে বৃষ্ণ মন ।

মতুবা তোমার, নাহিক নিস্তার,

আগত হৈলা মমন ॥

এতক বলিয়া, আশ্বাস করিয়া,

ভুবন ভঙের প্রত ।

কৈলাশে বিথরে, তখন মধুরে,

কালিকা কবিশ্য গতি ॥

বজ্র পায় ভয়, নিজাভয় হয়,

দুগা আর দিব্য জ্ঞানে ।

সাক্ষি পোহাইল, আসিয়া বসিল,

বহির্দিক দেওয়ানে ॥

জানহু প্রায়, নল জামাতার,

এ প্রণতি রাজ্য বলে ।

মিহা চরিত, ভুবনে কবির,

আনে নতুন কুতূহলে ॥

কি রূপে অতি বাস্তব, রাজ্যে ধারি হাত,

বসাইলা সিংহাসনে ।

প্রায় কবির, পরিচর দিয়া,

সান্ত্বয় আগারে মনে ॥

নিম্ন ভবন, বলেন তখন,

বিজয় করি রাজ্যে ।

কেন মহাশয়, চাহ পরিচর,

দিনাশ করিব ঘারে ॥

বপিয়া আমারে, নিজ দুহিতারে,

বিধবা কুর রাজন ।

তোমার প্রাণে, অধিক দিবস,

ঘুষিবে জগত জন ॥

কত নববর, আমায় গোচর,

নিজ তত্ত্ব নাহি কবে ।

অজ্ঞানাত যুগে, করি এউ দাঃঃ,  
পরাণ ত্যজিব ভবে ॥

মনে ভাবে রায়, ঘটান এতদঃ,  
মাতা কান্দিয়া সকলি :

শুশ্রূষা যে কয়, বলা পরিচয়,  
যোগ্য মনে তুই বসি ॥

শুনহ রাজন, মম বিবরণ,  
তব কাণে কহি যেউ :

ইহাতে প্রত্যয়, কয় নাহি ইহা,  
তব মনোমত সেক ॥

অন্যত্র যে ভক্তি, মগধেব নাথ,  
বিশে নারী জ্ঞানে তায় :

শুন গুণধাম, আনি পরি নাম,  
ক্রীতবনচন্দ্র রায় ॥

শুনি নবিশ্রয়, মনে রাজ্য কয়,  
বিনয় করি তখন :

রাজপুত্র তৈয়া, এবেশ পরিয়া,  
আইনহ কি কারণ ॥

ভাই গুণকর, বহুবন উত্তর,  
শুন শুমছে রাষ্ট্রন :

বিধির নির্বন্ধ, জানিতে নিমন্ধ,  
নম এবেশ ধারণ ॥

সভামধ্যে, রায়, কহি সমুদায়,  
প্রকাশিলা ন পোষাথ :

দেখিয়া সে মাজ, ভীত মহাবীজ;

মুখে নাহি মানে বাক্ ।

পরিষদ গণ, লীলায় তখন-

যুগল কবিতা কর ।

সকাতরে, সুখানন্দ মরে;

কৃতি করিল বিস্তর ॥

অধিক ভারতী, কবিতা তুপতি;

কর্ম করিয়া অহরে !

সরস কানাকান্দে বিধি অহনায়ে,

মজল আচার কার ।

সেই মাঝি, কান্দে সে ৩ বিধি.

নাহি হয় এক ভাণ্ডে ।

সেই পূর্ণাপদ, এই বরকার,

সখায়ে মনান মিঃ ॥



ভুবনের অমৃতপুন্ড্রে পূর্ণেশ !

পদ্মাব ।

সেই দেখি মনে আনন্দ অগার ।

সুনি শাস্ত্র ব্রহ্ম করে অনিবার ॥

সিলা নরপতি বাদ্যকর গণ ।

সেই দেশ পেয়ে সবে আনন্দিত মনে ॥

সদায় যাজ্ঞ সুর মিলিয়ে তখন ।

সেই ত মাগিল স্ত্রী সুর সুর জন্ম ॥



বাজয়ে জয়টোল লক্ষ লক্ষ বাঁশী।  
 তাহার সঙ্গদ দেয় আশীলক্ষ কাঁশী ॥  
 মানকাড়া টিকার দগড়া দি করি।  
 কাঁজ খরতাল বাজে বাজয়ে গুহরি ॥  
 শত শতগানাই বাজে আর বাজে ডঙ্কা।  
 ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচে বাজে জগৎপা ॥  
 কত শত খোড় খাই নাহয় মগনা।  
 টাব টাব করি বাজে কলসীর কান ॥  
 তাতায়ে তাতায়ে বাজয়ে মৃদঙ্গ।  
 আনন্দ মাতিয়া বন বাজায় তোড়ঙ্গ ॥  
 মারঙ্গ সুন্দর বাজে আব বাজে বীণ।  
 খঞ্জীর তাল তাহে দেয় নখখ্যাতীন ॥  
 এইরূপ বাদ্যকর বাজায় মাতিয়া।  
 তানপুরা বেহালাদি তবলা লহয়া ॥  
 সুমধুর স্বরে গান করয়ে গায়কে।  
 মনের আশ্বাসে নৃত্য করয়ে নাটকে ॥  
 তাহার সঙ্গদ পাখয়াজে দেয় তাল।  
 দ্বারে মহবত বাজে শুনিতে রসাল ॥  
 হেনরূপ বাদ্য ভাণ্ডে দেখা পূর্ণ হৈল।  
 পুরবাসি গণ সুখ সাগরে ভাসিল ॥  
 বরকন্যা একাসনে আসিয়া বসিল।  
 দ্বিজগণ আসি দৌহে অর্চনায় করিল ॥  
 পুন্ডকে পণ্ডিত রাজা হইয়া তখন।  
 যতনে যৌক্তিক দেয় অমূল্য রতন ॥

বর হস্তী পদাতিক দাসদানী গণ ।  
 সর্ব্ব অশ্ব দেন রাজ্যে মধুর বচন ॥  
 এতক যৌতুক দিয়া পোহেন ভূপতি ।  
 কৌতুক যৌতুক দেয় যতক সুবর্তী ॥  
 কেহ বলে নাভিন জানাই হল ভাল ।  
 -রূপের ছটায় ঘর করিয়াছে আগ ॥  
 শুনিয়া ভুবন মনে গিরিত পবন ।  
 নগরের নারীগণ দেখিতে আইল ॥  
 রাজবাসে আসি দেখি ভুবনের কপ ।  
 প্রেমাবেশে উখলিল কনকরস রূপ ॥  
 অধরা হইয়া অত যুবক রমণী ।  
 পরস্পর বলে দেখে ওপ্রাণ সমোণী ॥  
 অহা মরি মরি একি কপ চমককার ।  
 কিকহিব কারি করি ধন বিধাতার ॥  
 নিজ মনোনিীত করি বসিয়া বিরলে ।  
 গঠেছে অবলা বুকি মজাবার হলে ॥  
 কিবা নাক কিবা মুখ দেখলো দেখল ।  
 নাথার চিকুরদেখে মনভুলে গেল ।  
 কি কহিব রাণীর ভাগ্যের মীনা নাই ।  
 মনোমত পাইয়াছে এহেন জানাই ॥  
 কেহ বলে দেখে দেখি ওগো বড় দিদি ।  
 কন্যার মতন বর মিলায়েছে বিধি ॥  
 পরস্পর নারীগণ দেখিয়া সেবরে ।  
 মনেমনে নিজ নিজ পতি নিন্দা করে ॥

নবীন যুবতী অতি এককুলঙ্গণা ।  
 প্রকাশ করিয়া বসে আপন চন্দ্রণা ॥  
 আমার কপালে বিদি এষ্ট লিখে ছিল  
 এনর যৌবন নয় বিকলে বহিল ॥  
 কার সুখাস্থুর ছেদ করিছিনু আমি ।  
 সে হেতু হইল মন ধুজভঙ্গ স্বামী ॥  
 এন্থ বসন্তে সুখি তিভবনে প্রাণী ।  
 নিকটে থাকিতে পতি আমি বিরহিণী ॥  
 একদে শুইলে গায়ে, যে হয় অন্তরে ।  
 সারা রাত্রি চক্ষুজল ধরবার ধরে ॥  
 তাহাতে প্রবোধ থাক, সেই নানা কর ।  
 বন্য কি সেই একমুষ্টি পালির বাঁধে রয় ॥  
 হাতেছে তরঙ্গ ভারি যৌবন সাগরে ।  
 হাল্ বন্ধে কানতরী টল টল করে ॥  
 এমন যতেক নারী করে তারা খেদ ।  
 না হয়ে প্রীত তাদের বাড়িল বিচ্ছেদ ॥  
 এই রূপ রামাগণ হয়ে ক্ষুব্ধ মন ।  
 পরস্পর নিজ বাসে করিল গমন ॥  
 আনন্দে মাতিয়া বাণী জামাতা লইয়া ।  
 চুয় লেহ পের নানা রঙ্গ দিয়া ॥  
 জামাতা কন্যায় সুখে করার ভোজন ।  
 আছাদেতে পরিপূর্ণ হইল শুবন ॥  
 নারীগণের অতিপ্রায় রসের প্রবন্ধ ।  
 সিকেশ্বর দাস কহে পাঁচালির চন্দ ॥

## মোহিনীর সজ্জা ।

বাস্পকচন্দ্র ।

সুপতি পাইল শশাঙ্ক মুখী ।  
 মোহিনী রঞ্জিতা হইল মুখী ॥  
 সকলে মিলিয়া সারিয়া কাজ ।  
 লইয়া মোহিনী করায় সাজ ॥  
 কলিঙ্গ বরণ জিনিয়া কেশ ।  
 মুকুট উপরে শোভয়ে বেশ ॥  
 সুগন্ধ তইল ধামিয়া ভাষ ।  
 সুচাক করিয়া বিনায়ে দেহ ॥  
 দেখিয়া ধর্মীর বেণীর শোভা ।  
 সাপিনী তাপিনী ময়ূর লোভা ॥  
 সীমন্তে সিন্দূর চিহ্নক ধনী ।  
 যাকিল সীততে গচিত মণি ॥  
 মাঝারে শোভিত তাহার গুল ।  
 তাহাতে দুর্লভে মতির দুল ॥  
 তার তলে দিল চন্দন বিন্দু ।  
 চন্দ্রোপরে যেন শোভিল ইন্দু ॥  
 নাসায় তলক দিল ষোড়শী ।  
 বিভোলা হইল মানস তারি ॥  
 অগুরে থাকুক সামান্য জন ।  
 হেরিলে টলয়ে মূনির মন ॥

সেইনাশা তিল কুমুম বৎ ।  
 তাহাতে পরায় রতন নৎ ॥  
 মুকতা নগির কিরণ জ্বলে ।  
 দোলয়ে নলক তাহার তলে ॥  
 কণের ভূষণ আছিল যত ।  
 পদাল করিয়া মানের মত ॥  
 বামুকা প্রভৃতি স্বর্ণের ফুল ।  
 মধ্যোতে দোলন পারায় দুল ॥  
 বদন ঘেরিয়া শোভিল তারা ।  
 চাঁদের পাশ্বেতে যেমন তারা ॥  
 কণায় পরায় চিকণ চিক ।  
 হীরাদি করয়ে যেচিক চিক ॥  
 সুরঙ্গ মুক্তার সপ্তম নর ।  
 ভূষিত করিল তাহার পর ॥  
 যতনে ধরিয়া কোনল করে ।  
 বাহুর ভূষণ পরায় পরে ॥  
 তাড়াহি বাজুর ঝাপা যে দোলে ।  
 কঙ্কণ পরায় চুড়ের কোলে ॥  
 নিতম্ব উপরে করিল লোভা ।  
 নরের মানস চকোর লোভা ॥  
 সুবর্ণ সোণার চন্দ্রমা হার ।  
 ইহার অধিক কর কি আর ॥  
 উন্নত যেমন কদলি তরু ।  
 তাহে দিল মল ভূষার গুরু ॥

পাঠেব আন্তর শোভা না জানি ।  
সংক্ষেপে কহিনু সজ্জার বাণী ॥



## সজ্জাযুক্ত রূপ বর্ণনা ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

সখীগণ সাজাইয়া, নিজমন মজাইয়া,  
ঢাছি রহে আঁখি হুলহলে ।  
এপেব দেখি কাঁতি, রমণীর হয় ভ্রান্তি,  
পূরম কি হয় বুঝ চলে ॥  
যদি মনে ভাবি তাই, খুঁজিয়া নাহিক পাই,  
এ নারীর রূপ সমতুলে ।  
উপমা দেয় সবে, সে শোভিবে কি গোরবে,  
যার তুল্য সেই যায় ভুলে ॥  
ক'ব তাহার ভাব, ভাবে না বুঝায় ভাব,  
ভাব ভুলে ভাবে যদি ভাব ।  
যেখি অঙ্গবর্ণ খানি, মণি হয়ে অভিমানী,  
হইয়াছে দৃশ্যের অভাব ॥  
মুখের তুলনা নাই, চাঁদ পদ্ম এক ঠাই,  
ভুলিয়া রহেছে মনোখোভে ।  
পঙ্কন চকোর ভ্রাস্তে, আঁখিছলে নাসা প্রাস্তে,  
ভুলি আছে হাস্য সুখা লোভে ॥

তাহা নিরীক্ষণ করি, স্নগ গর্ব পরিহরি  
চঞ্চল হইয়া রহে বনে ।

শুনিয়া ধনীৰ ধনি, কোকিল ভুলিয়া ধনি  
ঋতুরাজে ভাবে মনে মনে ॥

দেখি তার কুচ উচ্চ, সুগেক্ষ হইল ত  
শূঙ্ক ভাঙ্গি পড়িল সাগরে ।

অগ্রভাগ দেখি গুপ্ত, ভুলে নিজ তেজঃ পু  
জন্ম নিল অরণ্য ভিতরে ॥

হেরি তার ক্ষীণ কটি, নমস্কার কোটি কোটি  
করি সিংহ পালাইল বনে ।

সুগভীর দেখি নাভি, কমল কমল ভা  
ভলে বাস করিলা জীবনে ॥

নিতম্ব করিলে দৃষ্টি, নারহে বিধির সূ  
মুগ্ধ হয় সংসারের জন ।

কাঁপি উঠে ভূমণ্ডল, তাহা দেখি সুনির্মল  
নীলাম্বর হৈলা আচ্ছাদন ॥

ময়ূর হেরিয়া তার, মেঘ ভাবি অভিপ্রায়  
নৃত্য করে পুচ্ছ প্রসারিয়া ।

সৌদামিনী করি জ্ঞান, কাম ইন্দু হানে বা  
নর হৃদ আকাশে বসিয়া ॥

সে উরু করিয়া সূক্ষি, সরল করিয়া দৃষ্টি  
বিধি নিজ মনে বিচারিল ।

কদলির তরু ইথে, আছিল তুলনা দিতে  
তাহে ছিন্ন করিয়া রাখিল ॥

সাহার গতি দেখিলে, গজেন্দ্র মরাল ভুলে,  
 নিজ পদ গানে নাহি চার ।  
 মেতে রসিক জন, ভুলে বৈয় দীপ মন,  
 বুদ্ধে ধীর স্ববুদ্ধি হারায় ॥  
 জের সৌরব ছোটে, গুপ্তে আগি ভূজ ঘোটে,  
 সে গন্ধ না পায় কোন ফুলে ।  
 জীর কি কহিব নাট, ভৌ ভৌ বাবে কাটে কাট,  
 গুণ গুণ গুণ রব ভুলে ॥



### বাসর সজ্জা ।

পর্যায় ।

মানান কোশলে হল দিবা অবসান ।  
 এ রিতে বাসর সজ্জা হয় যত্নমান ॥  
 মালাকার পুষ্প আনি যোগার ভূমিত ।  
 সাজাইল সখীগণ করি মনোমীত ॥  
 প্রথমত খটাক ঘে ফুলেতে রচিত ।  
 ফুলময় গদি করি তদুপরি দিল ॥  
 ফুলের তাকিয়া করি রাখে থরে থর ।  
 ফুলের মশারি তার ফুলের ঝালর ॥  
 ফুলের আড়নি তাহে কুঙ্কুম চর্চিত ।  
 বসন করিলে গন্ধে করে আনোদিত ॥  
 তোড়া বন্ধি করি ফুল রাখে স্থানে স্থানে ।  
 খাতর গোলাবদান তার বিদ্যমানে ॥



সুগন্ধি তাম্বল রাখে স্বর্ণ বাটাভরি ।  
 প্রস্তরে আলয় আল কৈলা সহচরী ॥  
 ভুবন আনিতে শীঘ্র এক সখী গেল ।  
 আসিয়া রনিক রাজ পালঙ্কে বসিল ॥  
 বাম ভাগে বসিলেন রাজার নলনা ।  
 বসন্ত রাজাব সভা হইল তুলনা ॥  
 আপনি ভুবন তাহে হলেন মদন ।  
 বামপাশ্বে রতি তাহে মোহিনী রতন ॥  
 ভুবন যগ ফুলধনু তাহে পঞ্চবাণ ।  
 ভুবনের পদ্য নেত্রে কটাক্ষ সঙ্কান ॥  
 দহ পাশ্বে সখীগণ চামর ঢুলায় ।  
 মলয়া মারুত সম জ্ঞান হয় তার ॥  
 মন্দ মন্দ বায়ে বাড়ে রসের তরঙ্গ ।  
 তাহাতে গুঞ্জে সদা সুখে মনোভূঙ্গ ॥  
 কোকিল জানিহ তাহে মোহিনীর ভাষ ।  
 চন্দ্র রশ্মি দেখি পদ্য হইল প্রকাশ ॥  
 বিগরিত বাক্য এই শুনে চমৎকার ।  
 ইহার বৃত্তান্ত কহি করিয়া প্রচার ॥  
 সুখের ষামিনী হেতু পূর্ণিমা পাইল ।  
 আসিয়া ভুবন চন্দ্র উদয় হইল ॥  
 তাহা সন্দর্শন করি পিরিতি বাড়িল ।  
 মোহিনীর হৃদ পদ্য প্রফুল্ল হইল ॥  
 সময় পাইয়া স্মর হৈয়ে আনন্দিত ।  
 নন্দ্যতি নিকটে আসি দ্বারায় উদিত ॥

বিস্তারিয়া ফুলধনু সাধিতে সক্ষম ।  
 সন্ধান পূরিল তাহে সমোচ্চন শর ॥  
 জজ্ঞার হইল অজ্ঞ হীন ছের বাণে ।  
 লজ্জার কারণে দোহে ব্যাকুলিত প্রাণে ॥  
 অন্তরে গুণুরে নাহি প্রকাশিতে পারে ।  
 পুরুষ চক্ষুস জাতি দেখ্য হতে নামে ॥  
 মদু ভাবে পরিমোহিনীর কর ।  
 রমণ যাচঞা তখন করে গুণাকর ॥  
 দেহ প্রিয়ে আলিঙ্গন যুড়ঙ্গ জীবন ।  
 পঞ্চ শরানলে অঙ্গ হতেছে দাহন ॥  
 এজ্জালায় তব অঙ্গ সুশীতল বারি ।  
 নিকর কর অঙ্গ দিয়া উত্তাপ নিবারী ॥  
 হেন বাক্য শুনি তবে রস পূর্ণা নারী ।  
 বলে নাথ তুমি এত কেন অবিচারী ॥  
 আলিঙ্গনের কিবা মর্দ আশি নাহি জানি ॥  
 থরথর কাঁপে বপু শুনি তব বাণী ॥  
 নতন হলাম বৃত্তি পিরিতি বিষয়ে ।  
 আশারে বলছে ইহা কেমন করিয়ে ॥  
 রসিক হইয়া বর কহুতা পিরিত ।  
 তোমার সমীপে দেখি সব বিপরীত ॥  
 অকুরে লোভিতে ইচ্ছা কর পকু ফল ।  
 কলিতে সুমধুপান এবড় কৌশল ॥  
 এত শুনি কহে বায় ধনী সন্ন্যাসন ।  
 মোরে বিপরীত বল একোন বিধান ॥

তোমার নিকটে আছে যেই বিপরীত ।  
 দোঁখিয়া অঙ্গার হয় হার কলিগত ॥  
 জানছি পান্থর প্রতি সূর্য্যর মনঃস্থিতি ।  
 সেহ যে কেবল বিজ্ঞ গানের ভারতী ॥  
 দিবাভাগে পঞ্চ . হা প্রস্তুত করা  
 সে হেতু অরুণ নহ ঘটার প্রণয় ॥  
 কে কোথা কেহেহে প্রিয়ে কে কোথা শুনেছে ।  
 নানিনী চন্দ্রের প্রোণ নহু ইহা শুনেছে ॥  
 লক্ষ্য করে থাকে ডানু গগন উপরে ।  
 কমলিনী মর্ত্য ভ্রমে রস মধোবরে ॥  
 হেরিলাম তব কাছে আন বিপরীত ।  
 শশীর উপরে আছে শ্মশু প্রসুজিত ॥  
 যদি বল সে কেমন তার বিবরণ ।  
 প্রকাশ করিয়া বলি করহ শ্রবণ ॥  
 রাক্ষস শশী মন তব মথ শশধর ।  
 শোভে পর দুই অঁখি তাহার উপর ॥  
 আর তব বিপরীত কহিতে বিশাল ।  
 পর্ব্বতে জন্মায় লতা আছে চিরকাল ॥  
 তারি বিপরীত ইহা হয় অনুভব ।  
 লতায় জন্মায় গিরি একি অসম্ভব ॥  
 ইহার বৃত্তান্ত বলি শুন দিয়া মনঃ ।  
 আমিত করিলাম প্রিয়ে আজ্ঞাধরন ॥  
 স্বর্ণলতা সমা তুমি আমি জ্ঞান করি ।  
 কুচ দ্বয় গিরি এতর বন্ধোপরি ॥

তাতঃ পরে বসি তবে স্নান করি নি ।  
 তব বিপরীত বড় অপূর্ণ কামিনি ॥  
 যত হস্তী কমন বন ভাজে অবাহনে ।  
 কীর্ণের গল চূর্ণ করোছ কমনে ॥  
 দাত যে কারণ কাটা বসি প্রকাশিত ।  
 আপনি দেখক খনী মনে বিচারিত ॥  
 ক্রমের জলজ মন জলি প্রিয় খনী !  
 মনে গাজেন্দ কর্তৃ লক্ষ্যে আপনি ॥  
 এতক শুনিয়া খনী নজির হইল ।  
 যত্নের সমুদায় সুখ চমক হাসিল ॥  
 ভারব বুঝিলেন রায় কামিনীর চলা ।  
 বদন চুম্বন করে সাপটিয়া গলা ॥  
 অদবে অদর চাপী পরিণ তখন ।  
 কাণেবোশে থসে পড়ে অঙ্গের বসন ॥  
 শিররিয়া উঠে দৌহে শুনা দি মদনে ।  
 নারাজেন রতি বজ্র মাতিয়া মদনে ॥  
 দূতন রমণ রস পাইয়া যুবতী ।  
 বলে বিধি নাজিয়াছে খন্য রতিপতি ॥  
 লজ্জা নিবারিয়া গ্রীবা ধরিয়া তখন ।  
 মহানন্দে স্বামী গণ্ড করবে চুম্বন ॥  
 উভয়ে উভয় প্রেম সাগরে ভাসিল ।  
 সুখ নদীরণে তাহে তরঙ্গ বাড়িল ॥  
 সে হিল্লোলে পড়ি দৌহে হাবু ডুবু খন ।

এই কপে সুখ নিশি হৈল অবসান ॥  
 নিশাপাত্তি অন্ত গেল কুমদী মূঢ়িল ।  
 কুমর পামের সহ মিলন হইল ॥  
 চক্ৰবাকীর মনোদুঃখ হল নিবারণ ।  
 স্বপতির সঙ্গে সঙ্গে করয়ে বঞ্চন ॥  
 পঞ্চানন যুকারে শিক বসি বৃক্ষোপরি ।  
 আর পশিগণ জাগে কোলাহল করি ॥  
 তরুণ অরুণ প্রভা হৈল পূর্বাচলে ।  
 সান্ধ্যালে সূর্য হেতু অহোরাত্র জলে ॥  
 দেবালয়ে মহাবাদ্য বাজিতে লাগিল ।  
 গায়কে মজল গান আরম্ভ করিল ॥  
 মহানন্দোৎসবে যৌবন প্রীতি হৈল অতি ।  
 সুখদীর্ঘে পরিপূর্ণ হইল যুবতী ॥  
 নানা রস রঙ্গ রাগ বাড়িতে লাগিল ।  
 দিনে দিনে রমরাজ মগন হইল ॥  
 সে যে বিদ্যম কূপ মিল্ল পরিমাণ ।  
 ডুবিয়া রসিক ধান নাপান সন্ধান ॥  
 যতক গভীর গম্য তত বৃদ্ধি তার ।  
 অতলস্পর্শ দেখি ভাসিবারে চায় ॥  
 অধিক সংযুক্ত কাম তারাস্বর কায়ে ।  
 উঠিতে নাহিক দেয় কাশিনী সহায়ে ॥  
 অভাব অভাব তথা বিভব বিস্তর ।  
 স্বভাবে সুরতি পতি রহে নিরস্তর ॥  
 তরুণী রমণী পোয়ে রাজার নন্দন ।

কিছু দিন নানা সুখে করেন বঞ্জন ॥

— ৩০ —

## ভুবনের সন্দেশে গমন উদ্দেশ্যে !

পর্যায় :

এক দিন নিদ্রাযোগে দেগিয়া স্বপন !  
 ভুবনের নাতা পিতা হইল ধরন ॥  
 বহু দিব্য দৈব গতি আসি এই স্থান ।  
 নানান দান পিতা নাতা নাপান সন্ধান ॥  
 আমায়ে না দেখি বুঝি নাতাতাকুরাণী ।  
 কোকানলে দক্ষ দৈব ত্যজিয়াছে প্রাণী ॥  
 অম্বা অর্চনাশি আছে ধরায় পতিতা ।  
 প্রজা ভ্রষ্ট হইয়াছেন বুঝি শোকে পিতা ॥  
 প্রস্থানে বিলম্ব আর করা অনুচিত !  
 বদেশে করিও যাত্রা বহিরা হরিত ॥  
 হইল মনে মনে রায় করিয়া সুস্থির ।  
 রাজ আগ্রে উপাগত ধীরে ধীরে ধীর ॥  
 অবগত হওন প মন নিবেদন ।  
 রাজ্যে করিব গতি হইয়াছে মন ॥  
 করুণ ভাষে রাজা বলে বিনাইয়া ।  
 কোন অভিযোগে যাবে আমায়ে ত্যজিয়া ॥  
 য রাজ্যে হও রাজা ত্যজ অন্য মন ।  
 আপন সুখেতে প্রজা করহ পালন ॥

ইহা শুনি কাহে রায়ে বজার নিকটে ।  
 যে আত্মা করিল ভূপ ভেন সুহ বাটে ॥  
 অধিক দিবস গত তব নিকেতনে ।  
 শীঘ্রগতি অনুমতি করহে একপে ॥  
 রাজা বলে একান্ত হইবে নিজালয় ।  
 আপনি করহ বাপা মনে জাহালয় ॥  
 এত বলি মড়া ভাঙ্গি গেল দগুধর ।  
 এসব বারতা কহে বাণীর গোচর ॥  
 রাণী বলে কি বলিলে হে নহা রাজন ।  
 কেমনে বিদায় দিব মোক্তারীতন ॥  
 আমি না পাঠাব প্রাণ কন্যা গুণবতী ।  
 জানাতা করুন যাতা আপন বসতি ॥  
 না হয় হইবে মন জগতে অখ্যাতি ।  
 তাহাতে আমার কিছু না হইবে ক্ষতি ॥  
 রাজা বলে শুন রাজি কহি তোমাপ্রতি ।  
 মিছা মানা পরিত্যাগ কর ভাগ্য বর্তী ॥  
 পৃথী মধ্যে এই নীতি আছে পূর্বাপর ।  
 স্ত্রী লোকের পতি হয় পরম ঈশ্বর ॥  
 স্বামী পদ সেবা কৈলে মৌক পদ পায় ।  
 নীতি শাস্ত্র অনুসারে সকলে বুঝায় ॥  
 যে পর্যন্ত অদত্তা কাদয়ে কুমারী ।  
 পিতা মাতা থাকে তার প্রতি অধিকারী ॥  
 বিবাহ হইলে আর কাহার না রয় ।  
 যে স্থানে পতির বাস সেখানে আশ্রয় ॥

এত শুনি নিলা রাণী কন্যা ক্রোড়ে করি ।  
 চমক কারন আস্য শশধর পদে ॥  
 নেহেতে আবৃত্তি বানী বহে অশ্রুধারা ।  
 মায়ে ছোড়ু যাবি কোথা গুণ লহন হারা ॥  
 জারকি দেখিতে পাব তব চন্দ্রমুখ ।  
 ভানিতে দাক্ষিণ কণা বিদরয়ে বুক ॥  
 মায়েঃ ক্রন্দন দেখি কন্যার বোদন ।  
 উভয়ে বঁড়িয়াফলে মূঢ়ার বদন ॥  
 বড় বিধ উপহার লইয়া তখন ।  
 বন্যাস বদনে দেয় য বিয়া যতন ॥  
 এই কাণে দিবা নিশি করিলা যাপন ।  
 প্রাতঃকালে যাত্রা হেতু ক'র আয়োজন ॥  
 যৌতুকের ড্রব্য যত আনি ধরে থর ।  
 তার তার সাজাইল হইয়া সত্বর ॥  
 হয় হস্তী পদাভিক দাস দাসীগণ ।  
 অগ্রদর কঢ়াইল করিয়া সাজন ॥  
 বড়ে নিরানিত করা মহাপা লইয়া ।  
 শিগিরা বাহকগণ আইল সাজিয়া ॥  
 তৎপারে ভুবন আসি মাগয়ে বিদায় ।  
 প্রণবিল রাজা রাণী উভায়র পার ॥  
 আশীর্বাদ করে রাজা হরিষ হইয়া ।  
 চলিল ভবন রাঙ্গ বিদায় পাইয়া ॥  
 মোহিনীয়ে লয়ে চতুর্দোলেব ভিতরে ।  
 বসাইয়া সোহে অশ্রু ধরত করে ॥



জানা গত সুপায় য সেতু বস ভাবে ।  
 উভয়ে উভয় গনঃ প্রাবোধে নয়াধে ॥  
 গহনত কলী পাঠে করি আবেদন ।  
 ইরাঞ্জে গমন হৈল তখন ভুবন ॥  
 কাক্ষমণ্ডে উপতি কন্যারি মায়ায় ।  
 কিছু দূর দৃষ্টি করি কামল পোড়ায় ॥  
 তৎপরে আপন বাসে গমন করিল ।  
 গুরুনত স্বীয় কার্য করিতে লাগিল ॥  
 কত বেশ কত গ্রাম করিয়া পশ্চাতে ।  
 চলিল ভুবন নিজ মন্দির করি মাত ॥  
 মধু নাম গত হৈল তাহে মনর ।  
 বাড়িল রায়েব মনে পদে আনন্দ ॥  
 ছাত ডাল ইয়া অজ্ঞা নিম্নেন তখন ।  
 অমীর আলফের অগ্রে করম গমন ॥  
 আছেন দুঃখিত হয়ে গাতা পিতা মনে ।  
 আবার প্রদান দেহ দৌড়ায় চরণে ॥  
 আছামাত্র এক দূত হৃদয়ে থাইল ।  
 রাজার দুরারে পানি উদয় হইল ॥  
 ছারীর নিকটে দিল নিজ পরিচয় ।  
 আনন্দে হইল গত রাজ অগ্র সর ॥  
 দূতরে অগ্রেতে করি চলিল পশ্চাতে ।  
 সম্মখে দাঁড়ায় গিরা দৌড় ছোড় হাতে ॥  
 রাজদৃষ্টি হবায়াত্র নোয় ইয়া শির ।  
 ভবন আগত বার্তা জানাইল বীর ॥

ধাবাকর গুথে নানী শুনি নরেশ্বর ।  
 উথলি উঠিল জ্ঞান সখ ব্রাহ্মকর ॥  
 কৃষ্ণানুরাগ যেন পাইল জীবন ।  
 মৃত্যু দৈত যেন পুনঃ পাইল জীবন ॥  
 সে কপ হইয়া রাজা অচিন্ত্য কামল ।  
 রাজার সমীপে গেলা অন্তর মন্ডল ॥  
 পুত্র ভাগমন বাহু ডাকিল রাজন ।  
 যেহে হইলা রাজ্যে বহু বন ॥  
 আনন্দ বাহু উঠি বাল টেকে রাজন ।  
 আনন্দ প্রাণের প্রাণের নে চুন ॥  
 রাজা দানে অঙ্গ দূরে আগিয়াছ নন্দন ।  
 চর আনি অগ্রে বাহু কবলে শ্রবণ ॥  
 তোমার আমার রাণী শুভা দৃষ্ট কলে ।  
 বিবাহ করিয়া পুত্র আনিচ্ছ মঙ্গল ॥  
 ইহা কহি পাত্র নিনে ডাকিয়া ভূপতি ।  
 মঙ্গল আচার হেতু দিনেন আরাতি ॥  
 আজ্ঞাবাত্র বিধি মত কবে আয়োজন ।  
 সারি সারি রক্তাক্ত করিল বোপণ ॥  
 বর্ণ কুন্তে বারি পূর্ণ রাখে সারি সারি ।  
 চন্দনের ছিটা দিয়া ফেলে ধূলি মাটি ॥  
 স্থানে স্থানে বিজগণ করে বেদধূনি ।  
 মঙ্গল বাজনা বাজে নানা রস ধূনি ॥  
 পুত্র আনিবারে রাজা হৈলা অগ্র নর ।  
 নগর নিবাসি সব ধাইলা মঙ্গর ॥

সমুদ্রে ভুবন রায় হস্তী পৃষ্ঠ হৈতে ।  
 নিম্ন কূতে পদবুজে আইল হ্রবিত্তে ॥  
 পিতার অগ্রেতে আসি মোর ইয়া শিরে ।  
 চরণ বন্দন কৈল যতনে সুখি ॥  
 সম্ভাষ করিল রাজা পরম মাদনে ।  
 বহু আশীর্বাদ কৈল হস্ত দিয়া শিরে ॥  
 ক্রমে ক্রমে সম্ভাষণ করিয়া সকলে ।  
 প্রবেশ করিল আসি অন্তর মহলে ॥  
 ধাইয়া আইল রানী আনন্দ রসগণ ।  
 যতনে হাতার পদ করেন বন্দন ॥  
 বিধি মতে করে নার মঙ্গল চরণ ।  
 ছলুনি শঙ্খধ্বনি করে আরাধন ॥  
 পুত্র বৎ দেখি রানী আনন্দে মোহিল ।  
 কোলে করি উভয়ের বদন চুম্বিল ॥  
 বর কন্যা বরণ করিয়া নিলাগারে ।  
 ভোজন করায় দৌছে নানা উপহারে ॥  
 মহামহোৎসব হৈল রাজ নিকেতনে ।  
 বহু দান করে রাজা হ্রবিত্ত মনে ॥  
 মঙ্গল বাজনা নানা বাজিতে নাগিল ।  
 নগরের নারীগণ দেখিতে আইল ॥  
 যৌতুকের দ্রব্য সব যত্নে থরে থরে ।  
 রাখাইল স্থানে স্থানে ভাণ্ডার ভিতরে ॥  
 রাজা আদি প্রজাবর্গ দাস দাসীগণ ।  
 সকলের মনোদঃখ হইল হরণ ॥

পান আদ্যানে হাথে পুনিভ হইল ।  
নিজ নিজ স্থানে মাঝ গমন করিল ॥

—

উন্মাদিনীর মস্তিষ্ক ভূত-দ্বন্দ্ব-কলন ।

দীর্ঘদিপদী চন্দ ।

নিভা নিভা মহানুখে, এলিনার নক্ষত্রাক,  
একবারে লইয়া ভুবন ।

মত্ত পায় কামশরে, নাম, বসন্ত, হা, কামে,  
পরে শুন টেবের ঘটন ।

মখন বেগের প্রতি, শাপ দিলা ভগবতী,  
জগলতে অশ্রী ভিতরে ।

শ্রুতিয়, মেহ কাহিনী, তার জায়া উন্মাদিনী,  
কান্দে শিরে করামাত করে ।

বাকুল চিত্ত হইল ভূত-দ্বন্দ্ব-কলন,  
বলে শুয়া কি হবে আমার ।

শাপ দিলা পতিপ্রতি, কি রূপে বাঁচিবে মতী,  
কর গোমা হইল বিচার ॥

কোথায় যাইব আমি, কেমনে পাইব স্বামী,  
কি কাব্য আর এজীবনে ।

একুশ করি মোচন, তৎপদ করি অরণ,  
প্রাপ্ত ত্যজি পশিয়া জীবনে ॥

দ.

এতক শুনিয়া বাণী, আশ্বাসিয়া ভবরণী,  
বহুদিন শুন উদ্ধারিণী কৈ :

নাহি কহে প্রতিরোধ, সব লি কার্ণের সোণ,  
পতি মাঝে কিছু দিন বৈ ॥

সৌরভ কাননে গিয়া, তপস্বিনী বেশে হৈয়া  
কিছু কাল করহ কৈপণ ।

উপায় কহিলু আশি, তথায় পাঠিবে ধনী,  
হেথ নাহি বসে অন্য নর ॥

এই কপ দৈব বাণী, শ্রুত হয়ে উদ্ধারিণী,  
মানুসিনী তই ॥ তখন ।

সৌরভ কাননে গিয়া, পত্র কুটীর নির্মাণে,  
বহির্গমন পতির কারণ ॥

এখানে শুনহ পারে, কাতক দিবস পারে,  
মলে মলে ভাবিলেন যায় ।

চরিত্র শীকার জনে, যাঁইব আজ্ঞা অরণে,  
পিতৃ আশ্রে নাগয়ে বিদায় ॥

শুনি মৃগয়ার বাণী, আজ্ঞা দিয়া নৃপজ্ঞানী,  
দূর বনে না কর গমন ।

পিতৃ অনুমতি পায়, হয় আনাহৈরা রায়,  
স্বসাজে করিল আরোহণ ॥

পদাভিক গণ সঙ্গে, লইয়া পরম সঙ্গে,  
চলিলেন অটবী ভিতরে ।

কানন ঘেরিল বন, সকলে কয়ে প্রবল,  
যুতে যুতে এগধায় ডরে ॥

অধিক ক'নাই ভাষা, স্বয়ং এক দোখ রাখে

মনোনিষ্ঠে পাইল প্রিয়িতা :

ভাষার গম্ভীর গতি, হুটাহুট বহাগতি,

বুঝ যায় অতি বিগলিত ॥

কুসুম প্রবেশ কর, নারী পার অশেষ

সবিস্ময় হইলেন রায় :

কান্তিমাণ্ডল হয়ে তার, দাঁড়ারে বলাচলিত

বাহুর হইল পিণাসায় ॥

মলিনগহিল যাস, কে কোথা বহিল তাবা

নাহি শব্দ কান ব উদাস ॥

ভ্রমণ করিয়া বনে, না দেখিয়া সে ভুবনে,

পলাইয়া গেল নিঃস্বপন ॥

তবাহুর হয়ে আত, রক্তে এনে রসপতি

এল অশ্রুমাণ করি বনে ॥

কোথাও না পোয়ে বরি, বা প্রিয়ার অনিবার,

করিছেন কেবল বদনে ॥

ঘুরিতে ঘুরিতে পরে, দূর হৈতে লক্ষ করে,

সেই পত্র কুর্টীর নির্মাণ ॥

আশ্রয় ভাবিয়া যায়, ব্যস্ত হয়ে ব্রহ্মধায়,

জলপাবে করি অনুমান ॥

কুর্টীরে দেখেন বসি, আছে এক সরসপতী,

ফলাহীরা হয়ে ভপসিনী ॥

উঠে দ্বারে বলে রায়, প্রাণ যায় পিণাসায়,

জলদিয়া প্রাণ রাখ ধনী ॥

( ১৩৮ )

উঠিয়া শীঘ্র করি, খণের গেলস তরি;  
 সুবাসিত বারি দিল রায়ে।  
 জলপান করিয়ায়, দূর কৈল নিপাতায়,  
 বসিলেন তাহার আশ্রয়ে ॥  
 বিচার করেন মনে; এনারী একাকী বনে;  
 তপস্বিনী বেশে করে বাস।  
 স্বপ্নপাত্রে দিল জল; বুঝিতে না পারি হল;  
 কিম্বা পাব ইহার প্রকাশ ॥  
 এতেক ভাবিয়া পীর, মানতে করিল কিংবা;  
 পরিচয় লৈবার কারণ।  
 প্রণাম এক করি যুক্তি; নারীপ্রতি কৈল উক্তি;  
 হস্ত হমে রাজার নন্দন ॥

— — — — —

শ্লোক।

কিম্বাকাজ্ঞ। মতৌকুর্য্যাং যোগীভূত্বাবপুঃ  
 প্রিয়াং । একাকিনী মহারণে বসতিংকুরু  
 কামিনি ॥

অস্যার্থঃ ।

কি বাঞ্ছা মনে করি সাধু, বেশধরি ।  
 একাকী কাননে বাস কর হে সুন্দরি ॥  
 শুনিয়া তখন প্রণম ভুবনের প্রতি ।  
 উত্তর করিছে তার হাসিয়া যুবতী ॥

( ১৩৯ )

উত্তর :

ময়ভাগ, ফলন, মর্দন, মচকর্মা ন বৈকৃত্য ।

উপস্থিত্য মহারণে, হে হস্ত দ্বয় মাধন্য ॥

অসার্থ্যঃ ।

অগ্নিভাগের কালে তপস্বিনী চেলা ।

ঈশ্বর মাধন্য করি অরণ্য বসিয়া ॥

এতক উত্তর শুনি রাজার নন্দন ।

পুনর্বার এক শোক বলেন তখন ॥

শ্লোক !

বনে তপস্বিনী যাত্রী তজাজ ভোগপাত্রকঃ ।

কিনাশ্চর্য্য তৎসমীপে কলপাত্রাবাবস্থিতঃ ॥

অসার্থ্যঃ ।

ভোজন নিকটে দেখি একি চমৎকারঃ ।

তপস্বিনী বেশে থাক অরণ্য মাঝার ॥

রাজ ভোগ সম তুল্য তব ব্যবহার ।

জলপান হেতুপাত্র আছিলে সোণার ॥

শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসি উন্মাদিনী ।

ভুবনের প্রতি বলে উত্তর কাহিনী ॥

উত্তর !

হেগাহোহহ নপিবানি অশ্মিন

স্বর্ণ ঘটেকা । তবদৃষ্টে দদৌ

ধাতা পাত্রঞ্চ হেম নির্মিতং ॥

অসার্থ্যঃ ।

আমার কারণে নহে এই স্বর্ণ পাত্র ।



তবানুটে অগ্নীশ নিসাইল। অতঃ ॥  
 বৃষ্টিলাগে হবে তুমি রাজ কুলোদ্ভব ।  
 নতুবা প্রবণ পাত্রি আনি কোথা পাবে ॥  
 পয়ার ।

শুনিয়া ভবন মনে লক্ষ্যে হইল ।  
 হেত্রিয়া ধনীক রূপ অনন্ত মোক্ষিল ॥  
 তখন বুঝিল ধনী সামান্য যে নয় ।  
 পার যা হউক আগে লই পরিচয় ॥  
 ইহা ভাবি বলে যায় স্ববিনয়ে বানী ।  
 কেতুমি এবেন দাস কর একাকিনী ॥  
 উন্মাদিনী বলে শুন পুণ্য সুজন ।  
 নম পরিচয়ে তব কোন প্রয়োজন ॥  
 শান্ত যুক্ত করে আছিলে আনন্দ গোচর ।  
 মথ্য শক্তি তব তুমি করিনু ভয়ন ॥  
 একনে আমাব কাছে কেন দাঁড়াইয়া ।  
 সপথে গমন কর সহর হইয়া ॥  
 যুবরাজ বলে ধনী একি বিপরীত ।  
 এমন হইলে শ্রিখে কিসে আচম্বিত ॥  
 সরল স্বভাবে কথা কহি ছিলে আগে ।  
 একপ করি ঠন হলে কিবা অনুরাগে ॥  
 ভাবেতে বৃষ্টিগ ধনী এনি/মিগ পতি ।  
 এত দিনে মিলাইয়া দিল ভগবতী ॥  
 ইহা ভাবি পরিহাস ছলে কহে তাষ ।  
 রমণী কঠিন তুমি জানহু নিধান ॥

শূকর সরস সড় হাঙা অধি ক্রমি ।  
 সর্বদা লুটায় লরে মজার কামিনী ॥  
 সে বহু উক কণায় নাই প্রয়োজন ।  
 আপনি তাপন স্থানে করহ গাত ॥  
 দেখিয়া তোমারে ভয়ে কঁপিতছে দেহ ।  
 চোরের সন্ধান ভাবে লাতছ সন্ধান ॥  
 ইচ্ছিতে বুঝিতে পারে রসিক সৃজন ।  
 অভিপ্রায় বুঝিলেন তানিমীর মন ॥  
 কেমন মনী তব দেখিতে বলব ।  
 চোর হয়ে চোর বল লাভি বুঝি ভাব ॥  
 অসিক লম্বা করিয়াছি এড়বনে ।  
 তোমার সন্ধান চোর ল দেখি মনে ॥  
 কামরতঃ ললাকের গৌরব হরিয়া ।  
 নিজামনে রাখিয়াছ দেখহ ভাবিয়া ॥  
 সেই দুঃখ প্রাণ দিন না কর উদয় ।  
 তাহারে এক দিন কলাপূর্ণ হয় ॥  
 আর দেখ বনে বাস করে কুরঙ্গিনী ।  
 তারি আঁখি হরিয়া লয়েছ চন্দ্রাননী ॥  
 তিল ফুলের প্রাণাণি করেছ নাসায় ।  
 মদনে কেনেছ ফেরে বুঝি অভিপ্রায় ॥  
 কলপমু হরিয়াছ ভুজর উপর ।  
 মুষ্টিতে করেছ চুরি সম্বোধন শর ॥  
 রাখিয়াছ বিষকান্তি হরি ওঠোগরি ।  
 পশনে রেখেছ বৃন্দ কলিচয় হরি ॥

যশস্বির কাঞ্চন চরি করিয়া সুন্দরী ।  
 আপন সন্তোষে রাখিয়াছ লিপ্ত করি ॥  
 লগনে বিজলী খেলে নব জলধরে ।  
 হাস্যে লুটি তাহা রেখেছ অধরে ॥  
 গিধিনীর গর্জি কিছু আছিল কর্ণেতে ।  
 তাহাও করেছ চুরি আপন কর্ণেতে ॥  
 কলিঙ্গ ভ্রমর তারা বনে বাস করে ।  
 কি দোষ করেছে ধনী তোমার গোচরে ।  
 সুখিতে না পারি তব একি আচরণ ।  
 কুণ্ডলে হরেছ তাঁদের অঙ্কের কিরণ ॥  
 ছেন চোর আমি নাহি দেখি কোন কালে ।  
 তব কাঞ্চনের কপ ফেনে হরিলে ॥  
 বৌকনদ মদ হরিয়াছ করতলে ।  
 নিষ্কণ্টক করি ভুজে রেখেছ মৃণালে ॥  
 চম্পক কালির মান্য অক্ষুণ্ণে হরেছ ।  
 মুকুতার জ্যোতিঃ হরি নখরে রেখেছ ॥  
 আর তব পর ক্রম দেখে লাগে ভয় ।  
 গরুড় তোমার কাছে মানে পরাজয় ॥  
 সুমেরুর এক শৃঙ্গ ভেঙ্গেছিল বলে ।  
 তাহা না রাখিতে পারি ফেনে নিষ্ক জলে ।  
 তুমি ধনী দুই শৃঙ্গ লয়ে নিজ বলে ॥  
 রাখিয়াছ বক্ষোপরি অতি অবহেলে ॥  
 তাহাতে করেছ চুরি গুঞ্জের শোভন ।  
 হেঁরিলে মুনির মন তাহাতে হরণ ॥

নিছক গরিব মিছা কটিব এখন ।  
 টিউট ভগ্নক মদ করেছ করণ ॥  
 গাভিরাড করেছ চুরি থান। সুহেলদর ।  
 দেবনী করেছ থানী নিভর উদয় ॥  
 বুঝিয়ে না পারি প্রিয়ার তোমার কি ব্যয় ।  
 তব সুখি করিবার পাই বড় ভয় ॥  
 পাণ্ডিতে শ্রুতিতে পাঠ দরনী নিরুৎসাহ ।  
 ত্রিংশ মন্ত্রাল তাক্য করেছ মেরন ॥  
 রামচন্দ্রের মাত উকতে হারন ।  
 মনো মরাল পাঁচ ভরন করেছ ॥  
 মনোর মোচন লুটি টেথত আশ্রয় ॥  
 মর্কব কুটিলে মন মিছ কটাক্ষ ॥  
 বকস পুসন পোষন অনায়ে চক্ৰাশু ।  
 হন টে ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫

একদিন অতি প্রিয়ে শুভ যোগ হইল ॥  
 একদোহেতু অতি দারি কৈল প্রয়োজন ॥  
 এস তব যাহ কাণ্ড, নিজ নিকেতন ॥  
 পরিচয় পাইয়া মর্তী পুতুল হইল ॥  
 উভয়ে উভয় পোষ নারিবে ভাসিল ॥  
 দম্পতি একত্রে পোষে কৌতুক বাড়িল ॥  
 অনন্যজ কাল ব্যাজ তিলাঙ্গ বাটিল ॥  
 দক্ষল পুটিল বাণ উভয় আশ্রিতে ॥  
 প্রাকুল হইল দোহে বাসের শরিতে ॥  
 ধৈর্য্য ধরিতে নারে রাজার নন্দন ॥  
 বনে গিরে শীঘ্র করি দেহ আনিজন ॥  
 অশেষগুণ হার তাহে বলে বিবসুখী ॥  
 হোনার নিকটে সব অনিচার দেখি ॥  
 হরভূমি বসরাজ গুণের ভাজন ॥  
 বিবাহ না হতে আগে চাহ আনিজন ॥  
 বসুন্ধা জনম হইয়াছে পুনর্বার ॥  
 এখন করিতে হবে বিবাহ আচার ॥  
 রাখি উভয় ধর্ম্ম আছে যেই নীত ॥  
 পরোতে করহ কর্ম্ম যে হয় উচিত ॥  
 শুনিয়া বসিক রাজ বিচাশিল চিন্তে ॥  
 গন্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল মান্য পরিবতে ॥  
 নানাম বসন বস প্রসাজ করিল ॥  
 লইয়া বসনী রায় বাটীতে আসিল ॥  
 ————— এই নাহী ॥

শুনিয়া সকলে হৈল অতি মনকারি ॥

মোহিনীর কাছে গিয়া বিনয় করিয়া ।

উন্মাদিনী লয়ে হাতে দিল সনর্পিষা ॥

উন্মাদিনী রূপ দেখি মোহিনী সুন্দরী ।

উথলিলু হৃদপদ্মে সুখ মধু ভরি ॥

উভয়ে উভয় রূপ নিরীক্ষণ করি ।

চমৎকারে থাকে গর্জ আপনা পাসরি ॥

উভয় হইল প্রীত সম একাকার ।

একত্রে বিশ্রাম কার্য একত্রে আহার ॥

এতই সুখী লয়ে রাজার নন্দন ।

অকস্মৎ প্রেমানন্দ করেন বঞ্চন ॥

মকছুদিন পরে হরিহর নন্দ রাজ ।

ভুবনেই রাজ্য দিয়া পরিত্যাগী কাজ ॥

ধৃতী সংহতি তির্থে করিয়া ভ্রমণ ।

লোকাভ্যরে স্বর্গ বাসে করিলা গমন ॥

পিতৃ কার্য করি দায় তৈল বহু দান ।

বাগ হোম ধর্মোচান নাহি পরিমাণ ॥

রামরাজা সম প্রজা করেন পালন ।

সর্ব সুখে প্রজা কাল করয়ে যাপন ॥

নিত্য মহোৎসব হয় রাজার ভবনে ।

নৃত্য গীত বাদ্য লীলা মঙ্গলচরণে ॥

একপে ভুবন রাজা সুখে রাজ্য করে ।

হই রাণী পঞ্চ পুত্র প্রমদিনী পুত্র ॥

মোহিনীর গর্ভে লয়ে হই কন্যাসু ॥



2015